ওঁ

শ্রীনামব্রহ্মান্তর্ভাবিত

শ্রীশ্রীনাম-মাধুরী

মধুর-মধুরমেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগম-বল্লী-সৎফলং চিৎ স্বরূপম্ ;
সকৃদেব পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
ভৃগুবর ! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ-নাম ।

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
সমাহৃত

পুরীধামস্থ শ্রীশ্রীগৌরগম্ভীরা মন্দির হইতে
প্রকাশিত ।

মূল্য—১৲ এক টাকা মাত্র

শ্রীশ্রীনাম-মাধুরী

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রণীত

—*—

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

গ্রন্থোৎসর্গ

শ্রীশ্রীনাম-সাধনপরায়ণ সদাচারনিষ্ঠ পরমভাগবত

৺দুর্গাপ্রসন্ন সাহা মহানুভবের

ভক্তিময়ী স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ

তদীয় সুযোগ্য ভক্তিনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠপুত্র

শ্রীমান্ দ্বিজপ্রসন্ন সাহা মহোদয়ের

সনির্ব্বন্ধ আগ্রহে ও অর্থ-ব্যয়ে

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল

এবং তদীয় পরমারাধ্যতম গোলোকধামগত পিতৃদেবের

সুপবিত্র নামে

সমর্পিত হইল।

১৩৩১ সন শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা।

শ্রীশ্রীনামব্রহ্ম

প্রায় সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধকগণই আত্মার উন্নতি-সাধনের নিমিত্ত শ্রীভগবানের নাম জপ করেন। হিন্দু ধর্ম্মাশ্রিত সৌর শাক্ত শৈব গাণপত্য প্রত্যেক সমাজের সাধকগণের মধ্যে নাম-জপ-প্রথা পরিলক্ষিত হয়। রোমান্ ক্যাথলিক খৃষ্টানগণেরও জপের মালা দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানগণেরও নাম জপের সাধনা আছে। যে সকল কাবুলী মুসলমানদিগকে অতীব উদ্ধত ভাবে লগুড় হস্তে লইয়া কলিকাতার রাজপথে সগর্ব্বে বিচরণ করে, তাহাদিগকেও মালা জপ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনার এই প্রথাটীর সর্ব্বত্রই আদর আছে, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

উপাস্য দেব দেবীর নাম জপে হৃদয়ে যে স্থৈর্য্য ও সাধন-শক্তি আবির্ভূত হয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব সাধক বলেন :—

সেই নাম সেই হরি ভজ শ্রদ্ধা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

এই পয়ারটী একটী সংস্কৃত শ্লোকেরই আংশিক অনুবাদ। শ্লোকটী শ্রীপাদ শ্রীজীব কৃত সন্দর্ভেও বিবৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সে শ্লোকটী এই :—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ শ্চৈতন্য-রস-বিগ্রহঃ।
নিত্যঃ শুদ্ধঃ পূর্ণো মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

এই শ্লোকটী অতি সারগর্ভ। ইহার অর্থও অতি গূঢ়। ইহাতে জানা যাইতেছে যে নাম ও নামীতে ভেদ নাই। যেই নাম সেই নামী। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-নাম বস্তুতঃ এক পদার্থ। শ্রীদুর্গা ও শ্রীদুর্গা-নাম এক পদার্থ। কিন্তু প্রাকৃত বস্তুতে আমরা সেরূপ ভাব বুঝিতে পারি না। জল দ্রব্য ভিন্ন,—'জল' শব্দোচ্চারণে পিপাসা-নিবৃত্তি হয় না। জ্ঞানী বেদান্তীরা বলেন শব্দ, ব্রহ্ম; ভক্তবেদান্তীরা নামের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু ভক্তগণ বলেন ব্রহ্ম-তত্ত্বের উপরেও উপাস্য-তত্ত্বের অপর সমুন্নত ঘনীভূত প্রকাশ,—ভক্ত-হৃদয়ে স্ফুরিত হন, সেই বস্তুকে তাঁহারা সচ্চিদানন্দ-রস বিগ্রহ নামে অভিহিত করেন। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভে এইরূপে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বিনির্ণয় করিয়াছেন, তদ্বস্তুই যে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং এই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-নাম যে অভিন্ন ভক্তি-সন্দর্ভে তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং সাধারণ ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষা শ্রীশ্রীনাম-ব্রহ্মের সবিশেষ বিশিষ্টতা আছে।

শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামিমহোদয় ভগবন্নাম-উপাসনায় বিভোর থাকিতেন এবং নামেই পরমানন্দ চিদ্ঘনসুখ-স্বরূপের উপলব্ধি করিতেন যথা তৎকৃত স্তবে :—

সূদিতাশ্রিত জনার্ত্তিরাশয়ে।
রম্যচিদ্ঘন-সুখ-স্বরূপিণে ॥
নাম গোকুল-মহোৎসবায় তে।
কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥

অর্থাৎ "হে নাম, তুমিই কৃষ্ণ, যাঁহারা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তুমি তাঁহাদের সর্ব্ব প্রকার দুঃখ বিনাশ কর; অবিদ্যাজনিত বিবিধ দুঃখ বিনষ্ট হইলে তুমিই স্বয়ং রমণীয় চিদ্ঘন সুখ-স্বরূপে স্ফুরিত হইয়া আশ্রিত

জনের পরমানন্দ বর্দ্ধন কর। সুতরাং তোমায় নমস্কার। তুমি গোকুলের মহোৎসব-স্বরূপ। যেহেতু তুমি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তুমি অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে মূর্তিমান্ অথচ সর্ব্বত্র ব্যাপক। হে অচিন্ত্য প্রভাবশীল নাম, তোমাকে নমস্কার।"

শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীর এই স্তবেও জানা যাইতেছে যে শ্রীভগবানের নামও শ্রীশ্রীভগবানের ন্যায় চৈতন্যরসবিগ্রহ ও রমণীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপমূর্তি।

নাম জপ করিতে করিতে প্রথমতঃ অবিদ্যাজনিত ক্লেশ নিবৃত্ত হইতে থাকে, তৎপরে অবিদ্যার ধ্বংস হয়, সর্ব্ব শেষে শ্রীনাম,—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ-মূর্তিতে নামাশ্রিত ভক্তের হৃদাকাশে স্ফুরিত হয়েন।

শ্রীপাদ শ্রীরূপকৃত নাম-স্তবের আর একটি শ্লোকে জানা যায় যে নাম-উপাসনার প্রভাবে প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনষ্ট হয় যথা :—

যদ্ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কৃত নিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধ কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥

ভোগ ব্যতিরেকে প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ হয় না "ভোগাদেব ক্ষয়"; ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয়। ব্রহ্ম চিন্তা দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হয়; অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারাবৎ নিরন্তর ব্রহ্ম-চিন্তা দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলেও ভোগ ব্যতিরেকে প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। কিন্তু নামোপসনার এমনই মহিমা, যে একান্ত ভাবে নামোপসনায় প্রারব্ধ কর্ম্ম পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়।

ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত যে প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, তৎসম্বন্ধে শ্রুতি-বাক্য এই যে,—

"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্নবিমোক্ষ্যেঽথ সংপৎস্যে হেতি শ্রুতেঃ।" ছান্দোগ্য—৬।১৪।২।

বেদান্ত দর্শনেও এ সম্বন্ধে বহুল সূত্র আছে যথাঃ—

১। তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ,—৪।১।১৩।

২। ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু।—৪।১।১৪।

৩। অনারব্ধ কার্য্যে এবতু পূর্ব্বে তদবধেঃ।—৪।১। ৫।

অর্থাৎ ব্রহ্মানুভবে ক্রিয়মাণ এবং সঞ্চিত পাপের আশ্লেষ ও বিনাশ হয়। পাপ ও পুণ্য উভয়ই জীবাত্মায় বিজড়িত থাকে। ব্রহ্মানুভবে জীবাত্মা হইতে পাপের ভাব খসিয়া পড়ে এবং বিনষ্ট হয়, এবং উত্তর কালের পাপেরও সংযোগ হয় না। শ্রুতিতে এই কথা উক্ত হইয়াছে যথা ঃ— ব্রহ্মবিদ্যয়া অভ্যুদিতয়া সঞ্চিতক্রিয়মাণয়োঃ পুণ্যপাপয়ো বিনাশাশ্লোষৌ ভবতঃ "উভে উহৈবেষ এতে তরত্যমৃতঃ সাধ্ব সাধূনীতি। বৃহদারণ্যক—৪।৪।২২।

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

মুণ্ডক উপনিষদ্।

সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্জাত হইলে পাপ ক্ষয় হয়, ইহা সুসিদ্ধান্ত। সঞ্চিত পাপ-পুণ্যের বিনাশ হয়, উত্তর কালের পাপ আশ্লেষেরও কোনও আশঙ্কা থাকে না, অনারব্ধকর্ম্মবিনাশও ব্রহ্ম-অধিগমে সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের গতি দেহ পাত না হওয়া পর্য্যন্ত নিঃশেষ হয় না। অগ্নিতে দগ্ধ করিলে সকল বীজেরই যে অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট

হয়, এমন অবধারণা অসঙ্গত নহে। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অনারব্ধ কর্ম্ম-বিপাক সমুচ্ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু আরব্ধ কর্ম্ম-বিপাকের বিনাশ, দেহ-পাত না হওয়া পর্য্যন্ত হয় না। কুলাল চক্রে প্রবৃত্ত বেগের অন্তরালে প্রতিবন্ধ না থাকায় তাহা যেমন বেগ-ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত কুলাল চক্রকে পরিভ্রামিত করে; আরব্ধ কর্ম্মও ফল ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত নিঃশেষ হয় না। তাই শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন ঃ—

"ভবতি বেগক্ষয়-প্রতিপালনম্"

"প্রতিবন্ধের অভাবে আরব্ধ কর্ম্ম দেহ পাত না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে।" কিন্তু ভগবন্নামোপসনার প্রভাবে এই প্রারব্ধ কর্ম্ম পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। নাম ব্রহ্ম,—প্রারব্ধ কর্ম্মের গতি রোধ করিয়া কর্ম্ম-ব্যাকুল জীবের চিত্ত প্রসন্ন করিতে সমর্থ হয়েন।

নামোপসনার এই রূপ অচিন্ত্য অতুল প্রভাব জানিয়াই শ্রীভগবৎপার্ষদ শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি মহোদয় প্রার্থনা করিতেছেন—

নিখিল শ্রুতি-মৌলিরত্ন-মালা-
দ্যুতিনীরজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিত স্ত্বাং হরি-নাম সংশ্রয়ামি।

"হে হরি-নাম, তোমার শ্রীচরণ কমল কর্ণিকান্তভাগ, নিখিল শ্রুতির শিরোভূষণ মণিমালার দ্যুতিতে নীরাজিত। তুমি মুক্তগণেরও উপাস্য। আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি।" উপনিষদ্ বলেন "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" সকল বেদ যাঁহার পদ আমনন করেন। "এতৎ সামগায়ন্নাস্তে" "নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বচনে জানা যায় যে মুক্তগণও শ্রীহরি নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানা মিচ্ছতামকুতোভয়ং।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, ভগবদ্ভক্তিযোগযুক্ত মুক্তগণের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র অভয় ইচ্ছা করেন, হে নৃপ, তাঁহাদের পক্ষেও হরিনামানুকীর্ত্তনই ব্যবস্থেয় হইয়াছে।

নির্ব্বিন্ন মুনিগণ ও নিবৃত্ততৃষ্ণ সিদ্ধপুরুষগণ যে নাম জপোপাসনায় নিরত থাকেন, তাদৃশ সাধনায় পাপাত্ম ব্যক্তিগণের অধিকার থাকিতে পারে কি? এই প্রশ্ন হইতে পারে। শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামিমহোদয় এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য লিখিয়াছেন :—

জয় নামধেয় মুনি বৃন্দগেয়
জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরকৃতে
ত্বমানাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপং বিলুম্পসি ॥

"হে নাম, তোমার জয় হউক। তুমি মুনিগণের নিত্য জপ্য হইলেও পতিত পাষণ্ডগণ হেলায় বা তাদৃশ কোন প্রকারে কথঞ্চিদ্‌ভাবে তোমায় রসনায় গ্রহণ করিলে তুমি তাহাদের মহামহা তাপ অনায়াসেই বিলুপ্ত করিয়া দাও। হে নাম, তুমি প্রাকৃত অক্ষরময় নও,—সচ্চিদানন্দ অক্ষয়ময়। তুমি চিৎস্বরূপ চিদানন্দ অক্ষয়স্বরূপ।" এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথেষ্টই আছে যথা :—

১। মধুর-মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগম বল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদেব পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নাম ॥

এই নাম মধুর হইতেও মধুর এবং সর্ব্ব মঙ্গলের মঙ্গল, নিখিল নিগম-বল্লীর নিত্য ফল স্বরূপ, ইনি চিন্ময়। এই কৃষ্ণ নাম হেলায় বা শ্রদ্ধায় কথঞ্চিৎ প্রকারে গীত হইলেই জীব দিগকে নিস্তার করেন।

২। সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

শ্রীভাগ। ৬।২।১৪।

হে যমদূতগণ পুত্রাদিতে সঙ্কেত করিয়াই হউক, পরিহাসচ্ছলেই হউক, গীতালাপের পরিপূরণার্থেই হউক কিম্বা হেলাক্রমেই হউক, যে কোন প্রকারে হউক নারায়ণের নাম গ্রহণ করিলেই জীবের অশেষ পাপ নষ্ট হয়।

৩। পরিহাসোপহাসাদ্যৈর্বিষ্ণো র্গৃহ্ণন্তি নাম যে
কৃতার্থাস্তেঽপি মনুজাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ।

শ্রীনারায়ণ ব্যূহস্তবে।

পরিহাস উপহাসাদি করিয়াও যাঁহারা বিষ্ণুর নাম গ্রহণ করেন, আমি তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

৪। প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো যথানলকণো দহেৎ।
তথোষ্ঠপুটসংস্পৃষ্টং হরি নাম দহেদঘম্।

কাশীখণ্ড।

অর্থাৎ আগুনের কণা ভূলক্রমেও যদি সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা যেমন রাশি রাশি দাহ্য বস্তু দগ্ধ করে, তেমনি শ্রীভগবানের নাম কোন প্রকারে ওষ্ঠ-স্পৃষ্ট হইলেই পাপ রাশি দগ্ধ করিয়া থাকেন।

৫। পতিতঃ স্খলিতোভগ্নঃ সন্দষ্ট স্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ॥

শ্রীভাগ। ৬।২।১৫।

পতনে স্খলনে, দংশনে, ভগ্নাবস্থায়, তাপে বা আহত অবস্থায় অবশ ভাবে হরি এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই জীব যম-যাতনা হইতে মুক্তি পায়।

৬। অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোক নাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥

শ্রীভাগ। ৬।২।১৮।

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে উত্তম শ্লোক ভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তিত হইলেই অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ করে সেইরূপ পাপরাশি নষ্ট হয়।

৭। যথাকথঞ্চিদ্ যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে বা শ্রুতেঽপি বা
পাপিনোঽপি বিশুদ্ধাঃস্যু শুদ্ধাঃ মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ।

শ্রীবৃহন্নারদীয়ে।

যে কোনরূপে ভগবানের নামকীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলে পাপীদের পাপ বিনষ্ট হয়। নিষ্পাপগণ মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

৮। নাম-সঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্প্রস্খলিতাদিষু
যঃ করোতি মহাভাগ তস্য তুষ্যতি কেশব।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পতনে অর্থাৎ অতর্কিত ভাবে জীবনের যে কোন কার্য্যে শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

৯। অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্ব্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠ-স্পন্দন মাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্॥

বৈষ্ণব চিন্তামণৌ শিব-সম্বাদে।

চিত্তের স্থিরতা সাধনাদি দ্বারা বিষ্ণুর স্মরণ হয়। উহার ফলে পাপ নষ্ট হয়, কিন্তু উহা বহু আয়াস সাধ্য। কিন্তু ওষ্ঠস্পন্দন মাত্রই নাম কীর্ত্তন হয়, অথচ নামকীর্ত্তনের ফল স্মরণ অপেক্ষাও অত্যুত্তম।

১০। শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম।

অগ্নিপুরাণে।

শ্রদ্ধাতেই হউক বা হেলাতেই যাহারা আমার নাম রটনা করেন তাঁহাদের নাম চিরদিনই আমার হৃদয়ে বিরাজ করে।

ভগবানের চিন্ময় নামাক্ষরের এই মহিমা ভারতীয় শাস্ত্রসমূহে পুনঃ পুনঃ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবৎ নাম যে চিদাত্মক উহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে যথা :—

১। সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরি-নাম চিদাত্মকং।
ফলং নাস্য ক্ষমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ॥

বৃহন্নারদীয়ে।

চিদাত্মক হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে ফল হয় সহস্রবদন ব্রহ্মাও তাহা বলিতে অসমর্থ।

২। প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নাম স্মরণান্নৃণাং।
সদ্যো নশ্যতি পাপোঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে॥

লঘু ভাগবতে।

জীবনে মরণে যে নাম স্মরণ করিলে জীবগণের অশেষ পাপ নষ্ট হয় সেই চিদাত্মা নামকে নমস্কার।

নামের চিৎরূপতা ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসে শ্রৌত প্রমাণেও উদ্ধৃত হইয়াছে যথা :—

১। ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবিক্তন মহস্তে
বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে।

২। ওঁ তৎসং ওঁ পদং দেবস্য নমসাব্যন্ত শ্রবস্যব শ্রব আপন্ন মৃক্তং নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়ন্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ।

৩। ওঁ তমু স্তোতারঃ পূর্ব্বং যথা বিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ইত্যাদি।

অর্থাৎ "হে বিষ্ণো, আমরা তোমার এই নাম জানিয়া, তোমার নাম চিৎস্বরূপ সর্ব্বপ্রকাশক পরম ব্রহ্ম পরমানন্দস্বরূপ ইহাই বুঝিয়া এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমরা তোমার নামোপসনা করি। আত্মস্বরূপ যেমন দুজ্ঞের্য়, তোমার নাম পরম ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও তাদৃশ দুজ্ঞের্য় নহে। তাই আমরা তোমার নামোপসনা করি। হে পরমপূজ্য আমরা তোমার পদারবিন্দে বহুবার নমস্কার করি। তোমার পদনির্ব্বাচনে বহুরূপ বাদানুবাদ করিয়া অবশেষে তোমার নামাক্ষর সমূহকেই ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া তোমার সাক্ষাৎকার লাভ জনিত মঙ্গললাভের জন্য তোমার নামেরই উপাসনা করি। তোমার ঐ নামই তোমার ভক্তগণের চিত্তশোধক। তোমার নামই পরম ব্রহ্মস্বরূপ। হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই সুপ্রসিদ্ধ ভগবান্। আমরা তোমার স্তব করি। তুমি পুরাতন পুরুষ, তোমার নাম ভজনে দেশ কালাদির নিয়ম নাই—ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার, তুমি ব্রহ্মের ও ব্রহ্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ঘন। তুমি স্বকীয় ইচ্ছায় বহুভাবে জগতে আবির্ভূত হও। হে বিষ্ণো, আমরা তোমার স্তব করিতে সমর্থ নহি, কেবল তোমার নামই ভজনা করি। ইহাতেই তোমার স্মরণ মননাদি সর্ব্বপ্রকার উপাসনা সিদ্ধ হয়। অতএব তোমার নামই আমাদের একমাত্র উপাসনার বিষয়।"

শাস্ত্রাদিতে শ্রীভগবানের সহস্র সহস্র নাম দৃষ্ট হয়, এক এক নামের

এক এক রূপ প্রয়োজনীয়তা ও ফল সাধকত্বেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সিদ্ধান্ত এইযে শ্রীভগবানের যে কোন নাম জপ করিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয় যথা :—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

সর্ব্বানি নামানি হিতস্য রাজন্ সর্ব্বার্থ সিদ্ধ্যৈতু ভবন্তি পুংসঃ।
তস্মাদ্ যথেষ্ট খলু কৃষ্ণনাম সর্ব্বেষু কার্য্যেষু জপেত ভক্ত্যা॥
সর্ব্বার্থ শক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যথাভিরোচতে নাম তৎসর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ॥
সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ।
সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ॥

সকল নামই এক পরব্রহ্ম হরির,—নাম সকল একার্থক। সুতরাং তাঁহার যে কোন নামের উপাসনাতেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ-নামের সবিশেষ মহিমার উল্লেখ আছে। শ্রীহরি ভক্তিবিলাসে লিখিত হইয়াছে :—

শ্রীমন্নাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং মাহাত্ম্যেষু সমেষ্বপি।
কৃষ্ণস্যৈবাবতারেষু বিশেষঃ কোঽপি কস্যচিৎ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণশতনাম মাহাত্ম্যে লিখিত আছে :—

সহস্রনাম্নাংচ পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

সহস্র নাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয় একবার শ্রীকৃষ্ণ নাম করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

ইদং কীরিটী সংজপ্য জয়ী পাশুপতাস্ত্রভাক্।
কৃষ্ণস্য প্রাণভূতঃ সন্ কৃষ্ণং সারথিমাপ্তবান্॥

কিমিদং বহুনা শংসন্ মানুষানন্দনির্ভরঃ
ব্রহ্মানন্দমবাপ্যান্তে কৃষ্ণসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥

অর্জ্জুন কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে পাশুপাত অস্ত্র লাভ করিয়া সমরজয়ী হইয়াছিলেন। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয় হইয়া তাঁহাকে সারথিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপর কথার আর কি প্রয়োজন,— শ্রীকৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দ লাভপূর্ব্বক জীব শ্রীকৃষ্ণ-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।

বারাহপুরাণে মথুরা-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে ঃ—

"তত্র গুহ্যানি নামানি ভবিষ্যন্তি মম প্রিয়ে।
পুণ্যাণি চ পবিত্রাণি সংসারচ্ছেদনানি চ ॥"

উক্ত পুরাণে দ্বারকা মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণনামের সবিশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে,—প্রহ্লাদ বলিকে বলিতেছেন ঃ—

অতীতা পুরুষাঃ সপ্ত ভবিষ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ।
নরস্তারয়তে সর্ব্বান্ কলৌ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাৎ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি স্বপন্ জাগ্রদ্ব্রজন্ স্তথা।
যো জল্পতি কলৌ নিত্যং কৃষ্ণরূপী ভবেদ্ধি সঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে যে কেবল নিজের ত্রাণ লাভ হয়, তাহা নহে, অতীত সাত পুরুষ, এবং ভবিষ্যৎ চৌদ্দ পুরুষও ইহার ফলে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। যিনি নিদ্রায়, জাগরণে, ও গমনাদি জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করেন, এই কলিকালে নিশ্চই তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ঃ—

হনন্ ব্রাহ্মণ মত্যন্তং কামতো বা সুরাং পিবন্।
কৃষ্ণকৃষ্ণেত্যহোরাত্রং সঙ্কীর্ত্ত্য শুদ্ধিতা মিয়াৎ ॥

ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপান পঞ্চমহাপাতকের মধ্যে মুখ্য তম মহাপাপ। ততোধিক কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে এই দুই মহাপাপও প্রশান্ত হয়। সুরাপানের তো একবারেই মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নাম দ্বারা ইহারও প্রায়শ্চিত্ত হয়। আত্মা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে শুদ্ধি প্রাপ্ত হন।

মহাপাতক নাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণনাম যে মহৌষধ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও তাহার প্রমাণ আছে যথা :—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতক কোটয়ঃ॥

হে রাজেন্দ্র পরম মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ নাম যে কোন প্রকারে উচ্চারিত হইলে কোটি কোটি মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া যায়।

নারসিংহ পুরাণে শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

কৃষ্ণকৃষ্ণেতিকৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলংভিত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্।

যে আমায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া স্মরণ করে, জল ভেদ করিয়া যেমন পদ্ম উত্থিত হয়, আমি তাহাকে তেমন সহজ সরল ও স্বাভাবিক ভাবে নরক হইতে উদ্ধার করি।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী মহোদয় এই শ্লোকটীর অন্য প্রকার অর্থও করিয়াছেন তদ্ যথা—এই শ্লোকস্থ 'জল' শব্দের অর্থ "একার্ণবোদক" প্রলয় সমুদ্র। এবং পদ্ম শব্দের অর্থ পৃথিবী, সমগ্র বাক্যের অর্থ এই যে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "আমি যেমন প্রলয় সমুদ্র হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করি, যে ব্যক্তি আমার নাম গ্রহণ করে, তাহাকে আমি তেমনি নরকার্ণব হইতে উদ্ধার করি।" অথবা আর এক অর্থও হইতে পারে, তাহা এইযে পদ্ম পত্র যেমন জলে থাকিয়াও জল সম্পর্কবিহীন হয়, যে আমার নাম গ্রহণ করে,

সে ব্যক্তি সংসারে থাকিয়াও সংসার-সম্পর্কে কলুষিত হয় না। এতৎদ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হইল যে নাম-সাধনায় প্রারব্ধ কর্ম্মেরও বিনাশ হয়।

গরুড়পুরাণ ও পদ্মপুরাণ এক বাক্যে বলিতেছেন—

সংসারসর্পসংদষ্টনষ্টচেতস্য ভেষজং।
কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবমন্ত্রং শ্রুত্বা মুক্তো ভবেন্নরঃ॥

কালসর্পদংশনে লোকের চেতনা নষ্ট হয়, গারুড় মন্ত্র প্রয়োগে তাহার প্রশমনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সংসাররূপ কালসর্প দংশনে কৃষ্ণনামই এক মহা ভেষজ, যদ্দ্বারা অবিদ্যারূপ মহারোগ প্রশমিত হয়।

প্রভাসপুরাণে নারদ কুশধ্বজ সম্বাদে শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি এই যে—

নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম্॥

আমার বহুনাম আছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণ এই নামটী মুখ্যতম, এই নামটী অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ও মোচক। যথা পদ্মপুরাণে ঃ—

যত্র তত্র স্থিতো বাপি কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়েৎ।
সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্॥

এই নাম গ্রহণে দেশ কালের নিয়ম নাই। যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ এইরূপ নাম উচ্চারণ করিলে আত্মা সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন।

শ্রীবিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ সহস্রনাম স্তোত্রে লিখিত আছে ঃ—

বল্লবীকান্ত কিন্তৈস্তৈরুপায়ৈঃ কৃষ্ণনাম তে।
কিন্তু জিহ্বাগ্রজং জাগ্রৎ নিরুন্ধে হি মহাভয়ম্॥

হে বল্লবীকান্ত, কর্ম্মজ্ঞানাদি এবং শ্রবণাদি নববা ভক্তি সাধনেরই বা কি প্রয়োজন, যদি জিহ্বাগ্রে তোমার ঐ কৃষ্ণনাম সর্ব্বদা প্রকাশমান থাকেন, তাহা হইলে ঐ শ্রীনামই সংসাররূপ মহাভয় নিরোধ করিয়া থাকেন। অথবা অভয় যে মোক্ষ, তাহাকে পর্য্যন্ত তুচ্ছীকৃত করাইয়া দেন। কেননা, তোমার ঐ শ্রীকৃষ্ণনাম,—পরমানন্দরসচমৎকারবিশেষময়।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর গ্রন্থেরই অন্যত্র লিখিত আছে ঃ—

সত্যং ব্রবীমি তে শম্ভো গোপনীয় মিদং মম।
মৃত্যুসঞ্জীবনং নাম কৃষ্ণাখ্যমবধারয় ॥

হে শম্ভো আমার এই কৃষ্ণনামটী প্রকৃত পক্ষেই মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা বা মৃতসঞ্জীবন ঔষধস্বরূপ। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও, আমি সত্য সত্যই তোমায় বলিতেছি। ভারতবিভাগে উক্ত হইয়াছে—

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ ইত্যন্তকালে
জল্পন্ জন্তু র্জীবিত যো জহাতি।
আদ্যঃ শব্দঃ কল্পতে তস্য মুক্ত্যৈ
ব্রীড়ানম্রৌ তিষ্ঠতোহন্যাবৃণস্থৌ ॥

অন্তঃকালে যিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম তিনবার উচ্চারণ করেন, প্রথম বারের উচ্চারণেই তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হন। অন্য দুই বারের উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণ নাম ঋণী হইয়া তাঁহার জিহ্বাগ্রে লজ্জাভাবে অবস্থান করেন। নাম ও নামী অভিন্ন। নাম ঋণী হয়েন ও লজ্জিত হয়েন,— ইহার অর্থ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই নামোচ্চারণকারীর নিকট ঋণী হয়েন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে নাম সাধনায় শ্রীভগবান্ বশীভূত হয়েন।

অতঃপরে "নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি শ্লোক লিখিত হইয়াছে। আমরা বহুপূর্ব্বে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি। যে মণি চিন্তিত অর্থ

প্রদান করেন, তাঁহারই নাম চিন্তামণি। নামও উপাসকের চিন্তিত অর্থ প্রদান করেন এইজন্য শ্রীভগবানের নামও চিন্তামণিস্বরূপ। এই শ্লোকের চৈতন্য রসবিগ্রহ পদটী নামের বিশেষণ হওয়ায় নপুংসকলিঙ্গ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নাম ও নামী অভিন্ন, এই নিমিত্ত পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অতঃপরে নাম শ্রবণানন্দি ভক্তগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ শ্লোকটী শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা ঃ—

তেভ্যোনমোঽস্তু ভববারিধি জীর্ণপঙ্ক-
সংমগ্ন-মোক্ষণ-বিচক্ষণ-পাদুকেভ্যঃ।
কৃষ্ণেতি বর্ণযুগল-শ্রবণেন যেষাং
আনন্দথুর্ভবতি নৃত্যতি রোমবৃন্দঃ॥

যাহাদের পাদুকা ভবসাগরের জীর্ণপঙ্কে সংলগ্ন ব্যক্তিকেও পরিত্রাণে পটু, শ্রীকৃষ্ণ এই বর্ণযুগল যাহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে আনন্দকম্প ও রোমাঞ্চ হয় সেই সকল ভক্তদিগকে নমস্কার।

ফলতঃ ভগবৎ সাধনায় নাম জপের মহামহিমা আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহে বহুপ্রকারে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সকাম ভক্তগণ ইহকাল ও পর-কালে পাপাদি ক্ষয়ের জন্য ও শুভফল প্রাপ্তির জন্য দেশ কাল বিশেষে শ্রীভগবানের নাম বিশেষের উপাসনা করিতেন। এক্ষণে এ সকল বিশ্বাস দিন দিন বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া পড়িতেছে—কিন্তু শাস্ত্রে উহার ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার লিখিয়াছেন—

তত্র শ্রীভগন্নাম-বিশেষস্যচ সেবনম্।
ঋষিভিঃ কৃপয়াদিষ্টং তত্তৎকামহতাত্মনাম্।

অর্থাৎ কামহতাত্মাদিগের জন্য ঋষিগণ শ্রীভগবন্নাম-বিশেষের সেবন ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে নাম কীর্ত্তন মহাফলজনক। তুচ্ছ ফলের জন্য উহার উল্লেখ কেন? তাহাতেই বলা হইয়াছে কামহতাত্মা ব্যক্তিগণের জন্য উহা কৃপা করিয়া ঋষিগণ বলিয়াছেন।

প্রথমতঃ পাপক্ষয়ার্থ যথা :—

শ্রীশব্দপূর্ব্বং জয়শব্দপূর্ব্বং
জয়দ্বয়াদুত্তরত স্তথাহি
ত্রিঃসপ্তকৃত্ব নরসিংহ নাম
জপ্তং নিহন্যাদপি বিপ্রহত্যাম্।

শ্রীনরসিংহ, জয় নরসিংহ, জয় জয় নরসিংহ এইরূপে ২১ বার জপ করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপও নষ্ট হয়।

মহাভয়-নিবারণার্থ শ্রীনৃসিংহ নাম জপের বিধান কূর্ম্মপুরাণে দৃষ্ট হয় :—

শ্রীপূর্ব্বো নরসিংহো দ্বির্জয়াদুত্তরস্তু সঃ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো জপ্তস্তু মহাভয়নিবারণঃ॥

শ্রীনরসিংহ এবং জয় জয় নরসিংহ নাম একুশ বার জপ করিলে মহাভয় নিবারণ হয়।

৩। কালবিশেষে মঙ্গলার্থ বিষ্ণোধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় বজ্রসংবাদে :—

পুরুষং বামদেবঞ্চ তথা সঙ্কর্ষণং বিভুং।
প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ ক্রমাদব্দেষু কীর্ত্তয়েৎ॥

পুরুষ, বামদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ভগবানের এই পাঁচটী নাম পঞ্চাব্দ ক্রমে জপ করিবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পঞ্চাব্দের বিবরণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

সম্বৎরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
ইদা বৎসরস্তৃতীয় শ্চতুর্থ শ্চানুবৎসরঃ।
উদ্‌বৎসরঃ পঞ্চমস্তু কালস্য যুগসংজ্ঞিতঃ।

প্রথম সম্বৎসর, দ্বিতীয় পরিবৎসর, তৃতীয় ইদাবৎসর চতুর্থ অনুবৎসর, পঞ্চম উদ্‌বৎসর।

বলভদ্রং তথা কৃষ্ণং কীর্ত্তয়েদয়নদ্বয়ে।
মাধবং পুণ্ডরীকাক্ষং তথা বৈ ভোগশায়িনং ॥
পদ্মনাভং হৃষীকেশং তথা দেবং ত্রিবিক্রমং
ক্রমেণ রাজশার্দ্দুল বসন্তাদিষু কীর্ত্তয়েৎ ॥
বিষ্ণুঞ্চ মধুহন্তারং তথা দেবং ত্রিবিক্রমং।
বামনং শ্রীধরঞ্চৈব হৃষীকেষং তথৈবচ।
দামোদরং পদ্মনাভং কেশবঞ্চ যদূত্তমং।*
নারায়ণং মাধবঞ্চ গোবিন্দঞ্চ তথা ক্রমাৎ।
চৈত্রাদিষু চ মাসেষু দেব-দেব মনুস্মরেৎ ॥
প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ পক্ষয়োঃ কৃষ্ণশুক্লয়োঃ।
সর্ব্বঃ সর্ব্বশিবঃ স্থাণুর্ভূতাদিনিধিরব্যয়ঃ ॥
আদিত্যাদিষু বারেষু ক্রমাদেব মনুস্মরেৎ ॥
বিশ্বং বিষ্ণু র্বষট্‌কারো ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ।
ভূতভৃৎ ভূতকৃৎ ভাবো ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ॥

---

* যদূত্তমং পদটী বিশেষণ, অন্যথা ত্রয়োদশ নাম হয়। যদূত্তম পাঠ রাখিয়া সম্বোধনও করা যাইতে পারে। অথবা কখনো মলমাস হইলে ত্রয়োদশ মাস ধরিয়া যদূত্তম পৃথক্ নামও করা যাইতে পারে।

অব্যক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষো বিশ্বকর্ম্মা শুচিশ্রবাঃ।
সম্ভাবো ভাবনোভর্ত্তা প্রভবো প্রভুরীশ্বরঃ॥
অপ্রমেয়ো হৃষীকেশঃ পদ্মনাভোঽমরপ্রভুঃ।
অগ্রাহ্যঃ শাশ্বতো ধাতা কৃষ্ণশ্চৈতান্যনুস্মরেৎ॥
দেবদেবস্য নামানি কৃত্তিকাদিষু যাদব॥
ব্রহ্মাণং শ্রীপতিং বিষ্ণুং কপিলং শ্রীধরং প্রভুং।
দামোদরং হৃষীকেশং গোবিন্দং মধুসূদনং।
ভূধরং গদিনং দেবং শঙ্খিনং পদ্মিনন্তথা
চক্রিণঞ্চ মহারাজ প্রথমাদিষু সংস্মরেৎ॥

ফলতঃ শ্রীভগবানের সকল নামই সর্ব্বদা সেবনীয়। "সর্ব্বং বা সর্ব্বদা নাম দেবদেবস্য যাদব"।

নামানি সর্ব্বাণি জনার্দ্দনস্য
কালশ্চ সর্ব্বঃপুরুষপ্রবীরঃ।
তস্মাৎ সদা সর্ব্বগতস্য নাম
গ্রাহ্যং যথেষ্টং বরদস্য রাজন্।

শ্রীভগবান্ সর্ব্ব-বরদাতা এবং তিনি সর্ব্বগত সুতরাং তাঁহার যে কোন নাম যে কোন সময়ে কীর্ত্তনযোগ্য। চিন্তামণির ন্যায় তাঁহার সকল নামেরই সমান ফল। আপত্তি হইতে পারে যে নাম-বিশেষের মাহাত্ম্য-বিশেষ কীর্ত্তন দ্বারা অন্যান্য নামের মাহাত্ম্য সঙ্কোচ করা হয় না কি? এ আপত্তি অমূল নহে, কিন্তু কামাদি দ্বারা অত্যন্ত উপহত চিত্ত ব্যক্তিদিগের শ্রদ্ধা ও রুচি উৎপাদনের জন্য নাম-বিশেষের মাহাত্ম্য উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার সকল নামই সর্ব্বদা সেব্য।

বিবিধ কামনা-সিদ্ধির জন্য শ্রীভগবানের এক একটী নামের সবিশেষ শক্তির উল্লেখ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্‌যথা পুলস্ত্য বলেন :—

১। কামনা-সিদ্ধির জন্য—

কামঃ কামপ্রদঃ কান্তঃ কামপাল স্তথা হরিঃ।
আনন্দোমাধবশ্চৈব কাম সংসিদ্ধিয়ো জপেৎ॥

২। অরি-জয়ের জন্য—

রামঃ পরশুরামশ্চ নৃসিংহো বিষ্ণুরেবচ।
বিক্রমশ্চৈবমাদীনি জপ্যান্যরিজিগীষুভিঃ॥

৩। বিদ্যালাভের জন্য—

বিদ্যাঽভ্যস্যতা নিত্যং জপ্তব্যং পুরুষোত্তমঃ।

৪। বন্ধ-মোচনের জন্য—

দামোদরং বন্ধগতো নিত্যমেব জপেন্নরঃ।

৫। নেত্রবাধা-প্রশমনের জন্য—

কেশবং পুণ্ডরীকাক্ষমনিশং হি তথা জপেৎ
নেত্রবাধাসু সর্ব্বাসু।

৬। ভয়-নাশের জন্য—

হৃষীকেশং ভয়েষু চ।

৭। ঔষধ-কর্ম্মে—

অচ্যুতাঞ্চামৃতঞ্চৈব জপেদৌষধকর্ম্মণি।

৮। যুদ্ধ-গমন কালে—

সংগ্রামাভিমুখে গচ্ছন্ সংস্মরেদপরাজিতম্।

৯। পূর্ব্বাদি দিকে গমন—

চক্রিণং গদিনাঞ্চৈব শার্ঙ্গিনং খড়্গিনং তথা।
ক্ষেমার্থী প্রবসন্ নিত্যং দিক্ষুপ্রাচ্যাদিষু স্মরেৎ ॥

১০। সর্ব্ব ব্যবহারে—

অজিতঞ্চাধিপঞ্চৈব সর্ব্বং সর্ব্বেশ্বরং তথা।
সংস্মরেৎপুরুষো ভক্ত্যা ব্যবহারেষু সর্ব্বদা ॥

১১। ক্ষুৎপ্রস্খলনাদি ও গ্রহ পীড়াদিতে ও অতিবৃষ্টিতে—

নারায়ণং সর্ব্বকালং ক্ষুৎপ্রস্খলনাদিষু।
গ্রহনক্ষত্র পীড়াসু দেববাধাসু সর্ব্বতঃ ॥

১২। দস্যুবৈরিনিরোধে ব্যাঘ্রপীড়াদি সঙ্কটে।

অন্ধকারে তমস্তীব্রে নরসিংহমনুস্মরেৎ ॥

১৩। অগ্নিদাহে—

অগ্নিদাহে সমুৎপন্নে সংস্মরেৎ জল-শায়িনং।

১৪। সর্পবিষাদি প্রশমনে—

গরুড়ধ্বজানুস্মরনাদ্ বিষবীর্য্যং ব্যপোহতি।

১৫। স্নানে দেবার্চ্চনে হোমে প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।

কীর্ত্তয়েৎ ভগবন্নাম বাসুদেবেতি তৎপরঃ।

১৬। স্থাপনে বিত্তধান্যাদে রূপধ্যানেচ দুষ্টজে—

কুর্ব্বীত তন্মনাভূত্বা অনন্তাচ্যুত কীর্ত্তনম্ ॥

১৭। দুষ্ট স্বপ্নে—

নারায়ণং শার্ঙ্গধরং শ্রীধরং পুরুষোত্তমং।
বামনং খড়্গিনঞ্চৈব দুষ্ট স্বপ্নে সদা স্মরেৎ ॥

১৮। মহার্ণবে—

মহার্ণবাদৌ পর্য্যঙ্ক-শায়িনঞ্চ নরঃ স্মরেৎ।

১৯। সর্ব্বকর্ম্ম সমৃদ্ধি জন্য—

বলভদ্রং সমৃদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকর্ম্মণি সংস্মরেৎ।

২০। অপত্যার্থ—

জগৎপতিমপত্যর্থং স্তুবন্ ভক্ত্যা ন সীদতি।

২১। সর্ব্বাভ্যুদয়িকে—

শ্রীশং সর্ব্বাভ্যুদয়িকে কর্ম্মণ্যাশু প্রকীর্ত্তয়েৎ।

২২। অরিষ্টে—

অরিষ্টেষু হ্যশেষেসু বিশোকঞ্চ সদা জপেৎ।

২৩। নির্জ্জনদেশে গমনে অথবা বাত্যাদিতে মরণাদিতে—

মরুৎপ্রপাতাগ্নিজলবন্ধনাদিষু মৃত্যুষু।
স্বতন্ত্রপরতন্ত্রেষু বাসুদেবং জপেদ্বুধঃ॥

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয়-বজ্র-সংবাদে নাম বিশেষের মাহাত্ম্য নিম্নলিখিত রূপে লিখিত আছে ঃ—

১। জল-প্রতরণে—

কূর্ম্মং বরাহং মৎস্যম্বা জল-প্রতরণে স্মরেৎ।

২। অগ্নিজননে—

ভ্রাজিষ্ণুমগ্নিজননে জপেন্নাম ত্বখণ্ডিতং।

৩। আপদে, জ্বরে, শিরোরোগে বিষবীর্য্যে—

গরুড়ধ্বজানুস্মরণাদাপদোমুচ্যতে নরঃ।
জ্বরজুষ্ট-শিরোরোগ-বিষবীর্য্যঞ্চ শাম্যতি॥

৪। যুদ্ধার্থে—

বলভদ্রং তু যুদ্ধার্থী।

৫। কৃষ্যারম্ভে—

হলায়ুধম্।

৬। উত্তারণং বণিজ্যার্থী—

৭। রামমভ্যুদয়ে নৃপ—

৮। মঙ্গলে—

মাঙ্গল্যং মঙ্গলং বিষ্ণুং মাঙ্গল্যেষুচ কীর্ত্তয়েৎ।

৯। উঠিতে—

উত্তিষ্ঠন্ কীর্ত্তয়েদ্ বিষ্ণুং।

১০। নিদ্রাকালে—

প্রস্বপন্ মাধবং নরঃ।

১১। ভোজনে—

ভোজনে চৈব গোবিন্দং সর্ব্বত্র মধুসূদনম্।

আবার অন্যত্র উক্ত হইয়াছে ঃ—

ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহেচ প্রজাপতিম্॥
সংগ্রামে চক্রিনং ক্রুদ্ধং স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রমং।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরংপ্রিয়সঙ্গমে॥
জলমধ্যেবরাহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং।
কাননে নরসিংহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্॥
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্।
গমনে বামনঞ্চৈবং সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥

অপিচ—

কীর্ত্তয়েদ্ বাসুদেবঞ্চ অনুক্তেষ্বপি যাদব।
কার্য্যারম্ভে তথা রাজন্ যথেষ্টং নাম কীর্ত্তয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে শ্রীশ্রীভগবন্নামের নানা প্রকার ফলশ্রুতি শ্রেণীবদ্ধ রূপে লিখিত হইয়াছে যথা ঃ—

১। অখিলপাপোন্মূলনত্ব—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে নারদোক্তি—

অহো সুনির্ম্মলা যূয়ং রাগোহি হরিকীর্ত্তনে।
অবিধূয় তমঃ কৃৎস্নং নৃণাং নোদেতি সূর্য্যবৎ॥

অহো, তোমরা অতি সুনির্ম্মল কেন না হরিকীর্ত্তনে তোমাদের শ্রদ্ধা দৃষ্ট হইতেছে। হরিকীর্ত্তনে শ্রদ্ধার এমনই প্রভাব যেমন সূর্য্য উদিত হইলে অন্ধকার নষ্ট হয়, তেমনি হরিকীর্ত্তনে শ্রদ্ধার উদয়মাত্রেই পাপতম বিনষ্ট হইয়া যায়।

পাপানলস্য দীপ্তস্য মাকুর্ব্বন্তু ভয়ং নরাঃ।
গোবিন্দ-নাম-মেঘৌঘৈ নশ্যতে নীরবিন্দুভিঃ॥

গারুড়ে।

আর যেন নরগণ পাপানলের ভয় না করেন। যেহেতু শ্রীগোবিন্দের নামই মেঘ-পুঞ্জ-সদৃশ। ইহার বিন্দুমাত্র জলকণিকাতেও বিশাল পাপ-দাব-দাহ-প্রশমন করিতে সমর্থ।

অবশে নাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্ব পাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহ ত্রস্তৈর্মৃগৈরিব॥

মানুষ অবশভাবেও শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে, সিংহ-ভীত মৃগের ন্যায় পাপসকল সুদূরে পলায়ন করে। অথবা সিংহ সহসা সমুপস্থিত হইলে হরিণ-অবরোধকারী ব্যাঘ্রসমূহ যেমন ভয়ে ভয়ে

সুদূরে পলায়ন করে, তেমনি শ্রীভগবানের নাম শুনিলে পাপ সকলও সুদূরে পলায়ন করে।

অবশভাবে শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিলে যদি এরূপ পাপ-মুক্তির সম্ভাবনা হয়, তবে ভক্তিপূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিলে যে কত ফল হয়, শাস্ত্র তাহাও বলিতেছেন ঃ—

যন্নামকীর্ত্তনং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমং।
মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতুনামিব পাবকঃ ॥

হে মৈত্রেয় দ্বাদশবৎসর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ নষ্ট হয় বটে কিন্তু পাপের সংস্কার নষ্ট হয় না, উহা রহিয়া যায়; কিন্তু হরিনাম দ্বারা পাপের সংস্কার পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। যেমন ধাতুতে ধাত্বন্তর-সংযোগজনিত মল, উদ্বর্ত্তন প্রক্ষালনাদি দ্বারা বিনষ্ট হয় না, কিন্তু অগ্নি দ্বারা উহা নষ্ট হয়, সেই রূপ বহু প্রকার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও পাপের বীজ নষ্ট হয় না, কিন্তু হরিনাম দ্বারা উহা নিঃশেষ রূপে বিনষ্ট হয়। সুতরাং হরিনাম গ্রহণ রূপ প্রায়শ্চিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

যস্মিন্ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে।
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো ব্রহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ।
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ
কিঞ্চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে।

হরি-কীর্ত্তন-মাত্রে সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়। যাহাতে চিত্ত-অর্পণে কখনও নরক-দর্শন হয় না, যাঁহার ধ্যানের নিকট স্বর্গসুখও বিঘ্নস্বরূপ বলিয়াই প্রতীত হয়, যাঁহাতে চিত্ত সমাহিত হইলে ব্রহ্মলোকও তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া অনুমিত হয়, যে কোন রূপে যে অব্যয় পুরুষ অন্তরে স্থিত হইলে ধীমান মুনিগণের মুক্তি লাভ ঘটে অথবা মলিন মতিগণেরও মুক্তি সহজে লভ্য হয়,

সেই শ্রীভগবানের নাম কীৰ্ত্তিত হইলে যে পাপ বিদূরিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

বিষ্ণুধৰ্ম্মোত্তরে----

সায়ং প্রাতস্তথা কৃত্বা দেবদেবস্য কীৰ্ত্তনং।
সৰ্ব্ব পাপবিনির্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥

সায়ং ও প্রাতে দেবদেব মুকুন্দের নাম কীর্ত্তন করিলেই সৰ্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সুখে স্বর্গলোকে বাস ঘটিয়া থাকে।

নারায়ণো নাম নরো নরাণাং
প্রসিদ্ধ চৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্।
অনেক জন্মার্জ্জিত পাপ সঞ্চয়ং
হরত্যশেষং শ্রুত মাত্র এব। বামন পুরাণে।

নর নারায়ণ নামটি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ চোর। যেহেতু চোর যেমন লোকের বহুকালার্জ্জিত অর্থ চুরি করে, সেইরূপ এই নামও উচ্চারণমাত্রই মানুষের বহু কাল-সঞ্চিত পাপ সকল নিঃশেষ রূপে চুরি করিয়া থাকে। অথবা যে নর নামই নারায়ণ স্বরূপ—এরূপ অর্থও হইতে পারে।

গোবিন্দেতি তথা প্রোক্তং ভক্ত্যা বা ভাক্ত-বৰ্জ্জিতৈঃ
দহতে সৰ্ব্ব পাপানি যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ॥ স্কান্দে।

প্রলয়াগ্নি যেমন সমগ্র বিশ্বকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, গোবিন্দ নামটীও সেইরূপ ভক্তিতে বা অভক্তিতে উচ্চারিত হওয়ামাত্রই সৰ্ব্ব পাপ ভস্মীভূত করেন।

গোবিন্দো নাম্না যঃ কশ্চিন্নরো ভবতি ভূতলে।
কীৰ্ত্তনাদেব তস্যাপি পাপং যাতি সহস্রধা॥

কোন মানুষের নাম যদি গোবিন্দ হয়, তাঁহাকেও যদি গোবিন্দ বলিয়া ডাকা যায়, তাহাতেও সহস্র প্রকারের পাপ নষ্ট হয়।

কাশীখণ্ডে লিখিত হইয়াছে ঃ—

প্রমদাদপি সংস্পৃষ্টো যথানলকণো দহেৎ।
তথৌষ্ঠ-পুটসংস্পৃষ্টং হরি নাম দহেদঘম্ ॥

ভুলেও যদি অগ্নিকণা সংস্পৃষ্ট হয়, তাহাতেও যেমন দাহ্য পদার্থ দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে হেলায় বা শ্রদ্ধায় হরিনাম ওষ্ঠপুট-সংস্পৃষ্ট হইলেই তাহাতে পাতকরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। দহন-ব্যাপার যেমন অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি, সেইরূপ পাপনাশ করাও শ্রীভগবানের নামের অক্ষরসমূহের স্বাভাবিকী শক্তি।

বৃহন্নারদীয় লুব্ধকোপাখ্যানে লিখিত আছে ঃ—

নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেতসাং।
একমেব হরের্নাম সর্ব্বপাপ-বিনাশনম্।

মমতাকুলচিত্তবিশিষ্ট বিষয়ান্ধ মনুষ্যগণের পক্ষে একমাত্র হরিনামই সর্ব্ব পাপ বিনাশক।

উক্তস্থলেই শ্রীযমরাজ বলিতেছেন ঃ—

হরি হরি সকৃদুচ্চারিতং
দস্যু চ্ছলেন যৈ মনুষ্যৈঃ
জননী জঠরমার্গ-লুপ্তা
ন মম পট লিপিং বিশন্তি মর্ত্ত্যাঃ।

দস্যুবৃত্তি করিতে যাইয়াও যদি কাহারও দ্বারা একবার হরি হরি এই শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে তাহার জননী জঠরের পথ লুপ্ত হয় অর্থাৎ তাহার আর জন্ম হয় না এবং সে আর আমার অধিকারে আনীত হয় না।

পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে দেবশর্ম্মোপখ্যানান্তে শ্রীনারদ বলিতেছেন ঃ—

হত্যাযুতং পাপ-সহস্রমুগ্রং
গুর্ব্বঙ্গনাকোটি নিষেবণঞ্চ
স্তেয়ান্যনেকানি হরি-প্রিয়েণ
গোবিন্দ নাম্না নিহতানি সদ্যঃ ।

অযুত ব্রহ্মহত্যা, সহস্রবার উগ্রসুরাপান, কোটি কোটি গুর্ব্বঙ্গনা নিষেবণ এবং স্বর্ণ চৌর্য্যাদি মহাপাপসমূহও হরিপ্রিয়তা-প্রাপ্ত ব্যক্তি গোবিন্দ নাম বলে বিনষ্ট করেন।

অনিচ্ছয়াপি দহতি স্পৃষ্টো হুতবহো যথা ।
তথা দহতি গোবিন্দ নাম ব্যাজাদপীরিতম্ ।।

অনিচ্ছায় আগুন স্পৃষ্ট হইলেও উহা যেমন দগ্ধ করে, সেইরূপ পুত্রাদিচ্ছলে অনিচ্ছাতেও যদি গোবিন্দ নাম উচ্চারিত হয়, তাহাতেও পাপরাশি বিনষ্ট হয়।

তত্রৈব যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে—

কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য বিষ্ণোরমিত তেজসঃ ।
দুরিতানি বিলীয়ন্তে তমাংসীব দিনোদয়ে ॥

সূর্যোদয়ে যেমন অন্ধকার রাশি বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী অমিততেজা শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তনে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়।

নান্যৎ পশ্যামি জন্তুনাং বিহায় হরি কীর্ত্তনং ।
সর্ব্বপাপ-প্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তম ।।

হে দ্বিজোত্তম, সবাসন পাপক্ষালনে অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে হরি-কীর্ত্তন

ব্যতীত সর্ব্বপাপ-প্রশমনের আমি আর অন্য কোনও উপায় দেখিতে পাই না।

শ্রীভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল উপাখ্যানে লিখিত আছে :—

অয়ং হি কৃতো নির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসানপি।
যদ্ব্যজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ॥

এই অজামিল বিবশভাবে অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ে নারায়ণ নামক পুত্রের আহ্বানচ্ছলে যে শ্রীহরির পরম 'নারায়ণ' স্বস্ত্যয়ন নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহার কোটি কোটি জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এই হরিনাম কেবল প্রায়শ্চিত্ত মাত্র নয়, উহা মোক্ষ সাধনেরও উপায়।

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রী-রাজ-পিতৃ-গোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে।
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতং।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ।

স্বর্ণাপহারী, সুরাপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীঘাতী, গোহত্যাকারী, এবং অন্যান্য পাপাচারী সকলের পক্ষেই নারায়ণের নাম কীর্ত্তন প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, কারণ নমোচ্চারণকারী ব্যক্তিকে তিনি তাঁহার নিজের লোক বলিয়া রক্ষা করেন।

ন নিষ্কৃতৈ রুদিতৈ র্ব্রহ্মবাদিভি
স্তথা বিশুদ্ধত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরেনাম পদৈ রুদাহৃতৈ
স্তদুত্তমঃশ্লোক গুণোপলম্ভকম্।

ভগবান্ হরির নামোচ্চারণকারী জীব যেরূপ শুদ্ধি লাভ করেন, মনু প্রভৃতি ব্রহ্মবেত্তা মুনিগণ যদিও পাপক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান

করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে সেরূপ শুদ্ধি ঘটে না। বিশেষতঃ নামোচ্চারণের সবিশেষ ফল এই যে, উহাতে পাপনাশের সহিত উত্তমশ্লোক ভগবানের গুণগরিমা প্রকাশিত হয়। প্রায়শ্চিত্তের সে সামর্থ্য নাই। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও মহাপাতক বহুপাতক প্রভৃতি এক জন্মে ধ্বংস হওয়া অসম্ভব। জীবাত্মা ঐ সকল পাপে এমনভাবে কলুষিত ও বিজড়িত হইয়া পড়ে যে একবারে ঐ সকল পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা জীবাত্মা হইতে দূরীকৃত হয় না। কিন্তু নামের সামর্থ্য অতি চমৎকার, শ্রীভগবানের নাম পাপের মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলেন।

সঙ্কেত্যং পরিহাসম্বা স্তোভং হেলনমেববা।
বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

অজামিলের উদাহরণে দেখা যায় যে তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার নারায়ণ নামক পুত্রের আহ্বান করিয়াছিলেন, এই নারায়ণ নামটি তাঁহার পুত্রে সাঙ্কেতিত হইয়াছিল, কিন্তু নামের এমনই সামর্থ্য যে তাহাতেও তিনি যম-দূতগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। সুতরাং ভগবন্নামে পুত্রাদির আহ্বানে, পরিহাসনে, গীতালাপাদিপরিপূরণে, হেলাচ্ছলে, (যেমন বিষ্ণু আমার কি করিতে পারে? এইরূপ অবজ্ঞায়) ভগবানের নাম উচ্চারিত হইলেও অশেষ পাপ নষ্ট হয়।

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্ট স্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ॥

পতিত, স্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদিদষ্ট, জ্বরাদি-রোগাভিভূত বা দস্তা-হতাবস্থাতেও যদি লোক অবশ হইয়া হরি নাম উচ্চারণ করে, তাহার ফলেই আর তাহাকে নরকভোগ করিতে হয় না।

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমংশ্লোক-নাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসোদহেদেধো যথানলঃ॥

জ্ঞানেই হউক আর অজ্ঞানেই হউক, অনলের দাহ্য বস্তু দহনের ন্যায় হরিনাম পাপরাশিকে ভস্মীভূত করে।

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্য্যহাঘবান্।
শ্বাদঃ পুক্কশকোবাপি শুদ্ধ্যেরন্ যস্য কীর্ত্তিনাৎ॥

ব্রহ্মঘাতী, পিতৃঘাতী, গোঘাতী, মাতৃঘাতী, আচার্য্যঘাতী, এবং অন্যান্য পাপকারী ব্যক্তি শ্বপচ ও পুক্কশ প্রভৃতিও হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা সদ্য সদ্য পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে।

লঘুভাগবতে :—

বর্ত্তমানঞ্চ যৎপাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানল-কীর্ত্তনাৎ॥

বর্ত্তমান পাপ, অতীত পাপ ও ভবিষ্যৎ পাপ এই সকলরূপ পাপই শ্রীগোবিন্দের অনলরূপ নামকীর্ত্তন দ্বারা ভস্মীভূত হয়। "গোবিন্দানল কীর্ত্তন" পদের অর্থ গোবিন্দ নামের অনলবৎ কীর্ত্তন। "কীর্ত্তন"—অনল স্বরূপ।

সদাদ্রোহপরো যস্তু সজ্জনাণাং মহীতলে।
জায়তে পাবনোধন্যো হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই সাধুজনের প্রতি দ্রোহাচরণ করে, সে মহা অপরাধী। এতাদৃশ সজ্জন-দ্রোহীকে স্বয়ং ভগবানও ক্ষমা করেন না। ইহার পক্ষে অপর কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই। ভোগভিন্ন এ মহাপরাধের নাশের আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিন্তু নামের এমনই মহিমা যে এতাদৃশ মহাঅপরাধও নামে বিনষ্ট হয়। নিরন্তর নামকীর্ত্তন দ্বারাই এতাদৃশ অপরাধ হইতে লোক মুক্তি লাভ করে। 'অনুকীর্ত্তন' পদের অনুশব্দের অর্থ, 'নিরন্তর'। কেবল যে পাপ নষ্ট হয়, তাহা নহে সে ধন্য হয়, পরমশুদ্ধ হয়। অথবা

পাবন পদের অর্থ, এইযে সে যে কেবল নিজে পবিত্র হয়, তাহা নহে, অপরকেও পবিত্র করিতে সমর্থ হয়। আবার ধন্য পদের অর্থ এই যে, সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন দ্বারা সে ব্যক্তি প্রেমলক্ষণ ভগবদ্ভক্তি রূপ ধন-লাভের অধিকার-যোগ্য হয়।

যদিও অন্যত্র দেখা যায় যে "সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে"—ইত্যাদি অর্থাৎ সাধুগণের নিন্দা করিলেই নামাপরাধ ঘটে, কিন্তু এ স্থলে শুধু নিন্দা নয়,—সাধুদ্রোহ! তাহাও আবার "সদা" অর্থাৎ সর্ব্বদাই সাধুদ্রোহ! এ যে ভীষণতম মহাপরাধ। এই—পরম মহদপরাধের অবশ্যম্ভাবী অতি বিষময় ফল মহানরক ভোগ। শাস্ত্রকার বলেন "নাম্নোপি সর্ব্বসুহৃদঃ অপরাধাৎ পতত্যধঃ" অর্থাৎ সর্ব্বসুহৃৎ নামের নিকট অপরাধী হইলে অধঃপাত একবারেই সুনিশ্চিত। তবে কি এ পাপ হইতে নিস্তারের কোনও উপায় নাই! না থাকিবে কেন? নাম,—পরম করুণাময়। নামের নিকট অপরাধী হইলে অনন্তর নাম করিলে নামাপরাধও বিনষ্ট হয়। পরমকারুণিক শাস্ত্র বলেন :—

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্" নামাপরাধ করিলে নামসমূহই তাহার পাপ হরণ করেন, এবং নামাপরাধী পাপমুক্ত হইয়া ভক্তি-বিশেষকে লাভ করেন। অতএব মূল শ্লোকে ভালই বলা হইয়াছে যে "জায়তে পরমোধন্যঃ"। সর্ব্বদা নাম করিলে নামাশ্রয়ী পরম ধন্য হয়েন।

কূর্ম্মপুরাণে নামের পরম পাবনত্ব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যথা :—

বসন্তি যানি কোটিস্তু পাবনানি মহীতলে।
ন তানি তৎতুলাং যান্তি কৃষ্ণনামানুকীর্ত্তনে॥

পৃথিবীতে যে সকল কোটি কোটি পবিত্রতাজনক বস্তু আছেন, কৃষ্ণনামের সহিত তাঁহাদের তুলনাই হয় না।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে :—

নাম্নোঽস্য যাবতীশক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎকর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥

শ্রীহরির এই নামের পাপ-উন্মূলনে যে পরিমাণ শক্তি আছে, কোনও পাপী নিরন্তর পাপ করিলেও সে পরিমাণে পাপ করিতে পারে না। পাপীদের পাপাপেক্ষা শ্রীভগবানের পাপ-বিনাশন-শক্তি অত্যন্ত বেশী।

একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।
পাতকীর শক্তি নাই তত পাপ করে॥

ভগবদোত্তমে—

শ্বাদোঽপি নহি শক্নোতি কর্ত্তুং পাপানি যত্নতঃ।
তাবন্তি যাবতীশক্তি বিষ্ণোর্নাম্নোঽশুভক্ষয়ে॥

শ্রীহরিনামের অশুভক্ষয়ে যত শক্তি আছে, নিরন্তর কুক্কুরভক্ষণশীল শ্বপচ অন্ত্যজ জাতি অতি যত্ন করিয়াও তত পরিমাণে পাপ করিতে পারে না।

সর্ব্বকালের জন্য সামান্যতঃ নামের অশেষ পাপোন্মূলন শক্তি লিখিয়া এক্ষণে বিশেষরূপে কলিকালের জন্য লিখিত হইতেছে। এই কলিকাল অতি ভীষণ। এই কালে লোকগণ দুস্তর বিবিধ পাপবর্গের বিষময়ফলে, নিরন্তর ব্যাকুল—অন্যান্য যুগে মুক্তিলাভের যে সকল সাধনা ছিল কলিহত জীবগণের তাহাও দুরধিগম্য। অতএব ইহাদের আর অন্য গতি নাই। কেবল প্রভাব-বিশেষ-প্রকটন-পরায়ণ শ্রীমন্নাম-কীর্ত্তন দ্বারাই যে কলিহত জীবগণের অশেষ পাপ উন্মূলন হয়, শাস্ত্রকারগণ তাহারও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা স্কান্দে :—

তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগ্‌জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দ-কীর্ত্তনাৎ ॥

কর্ম্মজ, বাক্যজাত ও মানস এমন কোনও পাপ নাই যাহা এই দুরন্ত কলিকালে গোবিন্দ কীর্ত্তন দ্বারা বিনষ্ট না হয়।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

শমায়ালম্ জলং বহ্নে স্তমসো ভাস্করোদয়ে।
শান্ত্যৈ কলেরঘৌঘস্য নামসঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ ॥

যেমন অনল প্রশমনের জন্য জল সমর্থ, যেমন অন্ধকার-নাশের জন্য সূর্য্যোদয় সমর্থ, তেমনি কলিকালের সর্ব্ববিধ পাপ-নাশের জন্য একমাত্র হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই সমর্থ।

এই দুরন্তকলিতে সর্ব্ব-সাধনাপেক্ষা এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রযাতি
সংসারপারং দুরিতৌঘ-মুক্তঃ
নরঃ স সত্যং কলিদোষ-জন্ম-
পাপং নিহন্ত্যাশু কিমত্র চিত্রম্।

নিত্য মহাপাপ নিরত হইলেও একমাত্র নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে পাপরাশি বিমুক্ত হইয়া মহাপাপীও যখন সংসার যাতনা হইতে বিমুক্ত হয়, এই নাম প্রভাবে কলিদোষজাত পাপ যে বিনষ্ট হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—

পরাক-চন্দ্রায়ণ-তপ্ত কৃচ্ছ্রৈ
র্ন দেহি-শুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্

কলৌ সর্ব্বকৃন্মাধব-কীর্ত্তনেন
গোবিন্দ-নাম্না ভবতীহ যাদৃক্।

এই কলিকালে একবার মাত্র "গোবিন্দ" এই নাম দ্বারা মাধবের সঙ্কীর্ত্তন করিলে দেহীদিগের পাপ হইতে যেরূপ শুদ্ধি ঘটে, পরাকব্রত, চান্দ্রায়ণ ও তপ্তকৃচ্ছ্র সমূহের * অনুষ্ঠানে তাদৃশ শুদ্ধি হয় না।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের এই পদ্যে জানা যায় কলিতে গোবিন্দ নামের মাহাত্ম্যই অধিক। শ্রীপাদসনাতন শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকাতে লিখিয়াছেন :—

সকৃৎ যৎ মাধবস্য কীর্ত্তনম্। তচ্চ গোবিন্দেতি নাম্না ইতি কলৌ "গোবিন্দ" নাম-মাহাত্ম্যমভিপ্রেতম্। যদ্বা

* পরাকব্রত তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত ও চান্দ্রায়ন ব্রত সম্বন্ধে অত্রিসংহিতার বিধান এইরূপ :—

একৈকং বর্দ্ধয়েন্নিত্যং শুক্লে কৃষ্ণে চ হ্রাসয়েৎ
অমাবস্যাং ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণো বিধিঃ। ১২২ শ্লোক

শুক্লপক্ষের প্রতিপদে একগ্রাস ভোজন করিয়া শুক্ল দ্বিতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এক এক গ্রাস বাড়াইবে আবার কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ হইতে এক এক গ্রাস কমাইয়া অমাবস্যার দিবস উপবাস করিবে. ইহাই চান্দ্রায়ণ বিধি।

"দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরকীর্ত্তিতঃ" দ্বাদশদিন ক্রমাগত উপবাসে পরাকব্রত সিদ্ধ হয়।

ত্র্যহং মুষ্ণং পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পিবেৎ পয়ঃ
ত্র্যহং মুষ্ণং ঘৃতং পীত্বা বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্
ষট্ পলানি পিবেদাপ স্ত্রিপলন্তু পয়ঃ পিবেৎ
পলমেকন্তু বৈ সর্পি স্তপ্তকৃচ্ছ্রং বিধীয়তে। ১২২ শ্লোক।

তিনদিন ছয়পল পরিমিত উষ্ণজল, তিন দিন তিন পল পরিমিত উষ্ণ দুগ্ধ, তিন দিন একপল পরিমিত উষ্ণঘৃত পান করিবে, তৎপরে তিনদিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিলে তপ্তকৃচ্ছ্র নামক ব্রতানুষ্ঠান হয়।

গোবিন্দেতি নাম মাত্রেণেতি কীর্ত্তনস্য বাহুল্যং বিবিধত্বঞ্চ পরিহৃতমিতিদিক্ ।

একবার "গোবিন্দ" নামে মাধবের কীর্ত্তনে এই কলিকালে মহৎ ফললাভ হয়। অথবা বহুল কীর্ত্তন ও বিবিধ কীর্ত্তনেরও তেমন প্রয়োজন হয় না।

গোবিন্দ নাম মাত্রেই দেহাদের শুদ্ধি সম্পাদিত হয় ; কীর্ত্তনের বাহুল্য ও বিবিধত্ব ইহা দ্বারা পরিহৃত হইল। অর্থাৎ কেবল গোবিন্দ গোবিন্দ এইরূপ নামোচ্চারণ করিলেই দেহিশুদ্ধি সংঘটিত হয়। অর্থাৎ জীবাত্মা শুদ্ধ হয়েন।

শ্রীহরিনামে যে সর্ব্বপাপ উন্মূলিত হয়, এই সকল প্রমাণ বচন দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়া এক্ষণে নাম কীর্ত্তনের দ্বারা যে নিজকুল ও সঙ্গীজন পর্য্যন্ত পবিত্র হয়, তাহারই আলোচনা করা হইতেছে। তত্রৈব—

মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্ননিশং হরিং।
শুদ্ধান্তকরণো ভূত্বা জায়তে পংক্তি-পাবনঃ॥

মহাপাতকযুক্ত ব্যক্তিও যদি সর্ব্বদা হরিনাম করেন, তাহা হইলে সত্বরেই তাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়, এবং তিনি পংক্তিপাবন হন।

লঘু ভাগবতে—

গোবিন্দেতি মুদাযুক্তঃ কীর্ত্তয়েদ্ যস্ত্বনন্যধীঃ
পাবনেন চ ধন্যেন তেনেয়ং পৃথিবী ধৃতা।

যিনি একমনে সানন্দচিত্তে গোবিন্দনাম কীর্ত্তন করেন, সেই পরমপবিত্র ধন্যপুরুষ এই পৃথিবীকে ধারণ করেন। হরিভক্তি-সুধোদয়ে—

ন চৈবমেকং বক্তারং জিহ্বা রক্ষতি বৈষ্ণবী।
আশ্রাব্য ভগবৎ-খ্যাতিং জগৎ কৃৎস্নং পুনাতি হি॥

বৈষ্ণবী জিহ্বা যে কেবল একমাত্র বক্তাকে রক্ষা করেন, তাহা নহে। ইনি ভগবৎ নাম বা ভগবৎ নামাত্মিকা কীর্ত্তি শ্রবণ করাইয়া সমগ্র জগৎকে পবিত্র করেন।

দশমস্কন্ধে—

যন্নাম গৃহ্নন্ নিখিলান্ শ্রোতৄনাত্মন মেবচ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদাহি তে॥

যাঁহার নাম গ্রহণ করিতে করিতে লোক আপনাকে এবং নিখিল শ্রোতৃবৃন্দকে সদ্য সদ্য পবিত্র করিতে পারেন তাদৃশ যে তুমি, সেই তোমার পদস্পৃষ্ট হইলে আর কথা কি?

নরসিংহ পুরাণে প্রহ্লাদের উক্তি এই যে—

তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ।
যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যচ্চৈ মুর্দান্বিতাঃ॥

হে নৃসিংহ, যাঁহারা আনন্দিত চিত্তে উচ্চকণ্ঠে তোমার নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহরাই সাধু, তাঁহারাই সর্ব্বজীবের অকপট স্বার্থশূন্য বন্ধু।

সর্ব্বব্যাধি বিনাশিত্ব—বৃহন্নারদীয় ভগবত্তোয প্রসঙ্গে—

অচ্যুতানন্দগোবিন্দনামোচ্চারণ-ভীষিতাঃ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥

অচ্যুত আনন্দ-গোবিন্দ-নামোচ্চারণ শ্রবণে ভীত হইয়া রোগ সকল নষ্ট হয় ইহা সত্য সত্য বলিতেছি।

পরাশর সংহিতায় শাম্বপ্রতি ব্যাস বলিতেছেন—

ন শাম্ব ব্যাধিজং দুঃখং হেয়ং নান্যৌষধৈরপি।
হরিনামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন সংশয়ঃ॥

হে শাম্ব, অন্যান্য ঔষধ দ্বারা ব্যাধি দূরীভূত হয় না কিন্তু হরিনামরূপ মহৌষধে ব্যাধি সকল নিশ্চয় দূরীভূত হয়।

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নাম-কীর্ত্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্ ॥ স্কান্দে।

যাহার নাম স্মরণে ও কীর্ত্তনে, দেহরোগ ও মানসিক রোগে সদ্য সদা বিনষ্ট হয়, সেই অনন্ত দেবকে নমস্কার করি।

মহাব্যাধিসমাচ্ছন্নো রাজবাধোপপীড়িতঃ।
নারায়ণেতি সঙ্কীর্ত্ত্য নিরাতঙ্কো ভবেন্নরঃ॥ বহ্নিপুরাণে।

মহাব্যাধি সমাচ্ছন্ন ও রাজবাধায় উৎপীড়িত মানব "নারায়ণ" এই নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নিরাতঙ্ক হয়।

সর্ব্ব দুঃখোপশমন---বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণে—

সর্ব্ব রোগোপশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
শান্তিদং সর্ব্বরিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥

সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বরোগ ও সর্ব্বোপদ্রব বিনষ্ট হয়। এই হরিনাম সর্ব্বপ্রকার অরিষ্টের শান্তিদায়ক।

শ্রীভাগবতে দ্বাদশ স্কন্দে—

সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ।

শ্রীভগবান সঙ্কীর্ত্তিত হইলে অথবা তাঁহার অনুভাব শ্রুত হইলে তিনি স্বয়ং জনগণের চিত্তে প্রবেশ করিয়া সূর্য্য যেমন অন্ধকার নাশ করেন অথবা মহাবাত যেমন মেঘ সকলকে উড়াইয়া লয়, তদ্রূপ জনসাধারণে

শেষ অশুভ বিনষ্ট করেন। এস্থলে "শ্রুতানুভাব" এই পদটীর একটি অর্থ এই যে শ্রুত হইয়াছে অনুভাব যাঁহার, এমন যে শ্রীভগবান্। আর এক অর্থ এই যে এই ভগবান্ কে ?—না, শ্রুত হইয়াছে অনুভাব যাহার ; সে অনুভাবটী কি ! না, পুতনাদি মুক্তি প্রদান প্রভৃতি অতি চমৎকার লীলা। এমন যে চিত্ত চমৎকারী লীলাকারী শ্রীভগবান্ তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে তিনি অন্তরে প্রবেশ করিয়া অশেষ পাপ বিনষ্ট করেন। সূর্য্য যেমন গিরি গুহার অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তিনিও তেমনি নিখিল পাপ বিনাশ করেন। এ দৃষ্টান্তেও পরিতোষ না হওয়ায় আর একটি দৃষ্টান্ত এই যে অতিবাত (ঝঞ্ঝা বায়ু) যেমন মেঘ গুলিকে উড়াইয়া লইয়া বিনাশ করিয়া ফেলে, সেইরূপ শ্রীগোবিন্দ নাম কীর্ত্তিত হইলে পাপ রাশি বিনষ্ট হয়।

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে—

আর্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা
ঘোরেষু চ ব্যাধিষু বর্ত্তমানাঃ
সঙ্কীর্ত্ত্য নারায়ণ শব্দমেকম্
বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি।

যাহারা বিষ ভক্ষণাদি দ্বারা ব্যাকুল, দারিদ্র্য-দুঃখে নিপীড়িত এবং ভগ্নাঙ্গ, শত্রু-ভয়ে ভীত এবং ঘোরতর ব্যাধিগ্রস্ত, তাঁহারা "নারায়ণ" একমাত্র এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া সকল দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে ও সুখী হইয়া থাকে।

কীর্ত্তনাদেব দেবস্য বিষ্ণোরমিত তেজসঃ
যক্ষ-রাক্ষস-বেতাল-ভূতপ্রেত-বিনায়কাঃ

ডাকিন্যো বিদ্রবন্তিস্ম যে তথান্যেচ হিংসকাঃ।
সর্ব্বানর্থহরং তস্য নাম সঙ্কীর্ত্তনং স্মৃতম্ ॥
নাম সঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা ক্ষুৎতৃট্প্রস্খলিতাদিষু।
বিয়োগং শীঘ্র মাপ্নোতি সর্ব্বানর্থৈর্ন সংশয়ঃ ॥

অমিততেজা বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন মাত্রেই যক্ষরাক্ষস ভূতপ্রেত বেতাল বিনায়ক ডাকিনী প্রভৃতি হিংসকগণ শীঘ্র সুদূরে পলায়ন করে। শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন, সর্ব্বঅনর্থ নিবৃত্ত হয়। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও পতনাদিতেও হরিনাম কীর্ত্তন করিলে অনর্থ দূর হয়।

পদ্মপুরাণে দেবহূতি স্তুতিতে—

মোহানলোল্লসজ্জ্বালাজ্বলল্লোকেষু সর্ব্বদা।
যন্নামাম্ভোধরচ্ছায়াং প্রবিষ্টো নৈব দহ্যতে ॥

অজ্ঞান রূপ অনলের নিত্যপরিবর্দ্ধনশালিনী শিখায় বিশ্ব-সংসার প্রতি নিয়তই জ্বলিয়া মরিতেছে, কিন্তু ভগবানের নাম-রূপ বারিধর মেঘের শীতল চ্ছায়ায় প্রবিষ্ট হইলে আর সে দাহের ভয় থাকে না। মোহ শব্দের অর্থ অজ্ঞান; অর্থাৎ গৃহাদি বিষয়ক মমতা। এই মমতাই অনলরূপ। আর এই অনলেই সংসারের লোক নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। "বিষয়ের বিষানলে নিরবধি হিয়া জ্বলে জুড়াইতে না কৈনু উপায়"। ইহার একমাত্র উপায় শ্রীভগবানের নাম রূপ বারিবর্ষি মেঘের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা।

ইতঃপূর্ব্বে কলির পাপ-হারিত্ব সম্বন্ধেই আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে কলির পাপ-কার্য্য-কারণাদির অখিল পরিকরও যে শ্রীভগবন্নাম-গ্রহণে বিনষ্ট হয় তাহার প্রমাণ বচন লিখিত হইতেছে।

কলি-বাধাপহারত্ব—

কলি-কাল-কুসর্পস্য তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রস্য মা ভয়ম্ ।
গোবিন্দ নাম-দাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম্ ॥ স্কান্দে

সুতীক্ষ্ণ বিষদন্ত কলিরূপ কাল সর্পের আর ভয় নাই। শ্রীগোবিন্দ নাম গ্রহণ করিলেই উহা যে কেবল দগ্ধ হয় তাহা নয়, একবারেই ভস্মীভূত হইয়া যায়।

বৃহন্নারদীয় কলিধর্ম্ম প্রসঙ্গে—

হরি-নামপরা যে চ ঘোরে কলি যুগে নরাঃ
ত এব কৃত কৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্ ।
হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময় ।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥

এই ঘোর কলিযুগে যে সকল মনুষ্য হরিনাম-পরায়ণ হয়েন তাঁহারাই কৃতকৃত্য। কলি তাহাদিগকে দুঃখ দিতে পারে না। হে জগন্ময়, হে হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব ইত্যাদি নাম যাঁহারা গ্রহণ করেন কলি তাঁহাদিগকে দুঃখ দিতে পারে না।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

যেঽহর্নিশং জগৎধাতুর্বাসু দেবস্য কীর্ত্তনম্ ।
কুর্ব্বন্তি তান্ নরব্যাঘ্র ন কলির্বাধতে নরান্ ॥

এতদ্বারা নামের পাপ-বিনাশিনী শক্তির প্রমাণ দিয়া এক্ষণে বর্ত্তমান পাপ-ফল ভোগাদি হইতেও যে শ্রীনাম রক্ষা করেন, দুইটী শ্লোকে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইতেছে—

নারকি-উদ্ধার—নৃসিংহ পুরাণে—

যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তিস্ম নারকাঃ ।
তথা তথা হরৌ ভক্তি মুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ ॥

এস্থলে নারকাঃ পদের অর্থ নরকবর্ত্তী মনুষ্য সমূহ; এবং 'দিব' পদের অর্থ বিষ্ণুলোক; স্বর্গ নহে। নরসিংহ পুরাণে এই নরকোদ্ধার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজের নিকট নারকীরা নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীনারদ তাঁহাদিগকে নাম কীর্ত্তনোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ফলে নারকীগণ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অত্যন্ত সুখ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিল।

ইতিহাসোত্তমে—

নরকে পচ্যমানানাং নরানাং পাপকর্ম্মণাম্।
মুক্তিঃ সঞ্জায়তে তস্মাৎ নাম সঙ্কীর্ত্তনাৎ হরেঃ॥

নরকে পচ্যমান পাপীরাও নামসঙ্কীর্ত্তনে নরক হইতে মুক্তিলাভ করেন। এস্থলে "তস্মাৎ" পদের অর্থ নরক হইতে।

প্রারব্ধ-বিনাশিত্ব—

শ্রীনামের একটি অসাধারণ শক্তি। এই যে ইহাতে প্রারব্ধ-কর্ম্ম-শক্তিও বিনষ্ট হইয়া যায়। যথা শ্রীভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল উপাখ্যানে-

নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষুণাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনঃ
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা।

তীর্থপদ শ্রীভগবানের নামানুকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কিছুই মুমুক্ষদিগের কর্ম্মনিবন্ধ-কর্ত্তনের উপায় নহে। নামকীর্ত্তন ব্যতীত অপরাপর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের তাদৃশ উপশম হয় না। রজো ও তমোগুণের দ্বারা যে মন মলিন হইয়া থাকে, তাহা এই নামকীর্ত্তনের প্রভাবে পুনরায় কর্ম্মে আসক্ত হয় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শ্রীভগবানের নাম দুষ্প্রারব্ধ-নিবর্ত্তক। এই শ্লোক এবং আরও তিনটী শ্লোক দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে। মূল শ্লোকে লিখিত আছে শ্রীভগবানের নামানুকীর্ত্তন-"কর্ম্মনিবন্ধ-নিকৃন্তন"। "কর্ম্মনিবন্ধ-নিকৃন্তন" পদে "অশেষ প্রারব্ধ কর্ম্মচ্ছেদন" এই অর্থই উপলব্ধ হয়। তথাপি অখিল প্রারব্ধ-ক্ষয় এই অর্থ এখানে গৃহীত হইতে পারে না। কেন না, নিখিল প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়ে দেহপাত অবশ্যম্ভাবী; তাহা হইলে ভগবদ্ভজনোপযোগী দেহের অভাবে ভগবদ্ভজনও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং এস্থলে উহার অর্থ দুষ্প্রারব্ধ ক্ষয়ই বুঝিতে হইবে। অতএব নাম শক্তি ভাষ্যে লিখিত আছে, কোন কোন স্থলে কোন কোন উপাসকে প্রারব্ধ-কর্ম্ম-নিকৃন্তকত্ব উপাসকের ইচ্ছা বশতঃই হইয়া থাকে। অন্যথা অজামিলাদির সম্বন্ধে বিরোধ ঘটে। অথবা এরূপ অর্থও হইতে পারে যে রোগাদি বিনাশন ও নারকী উদ্ধার পর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দুষ্প্রারব্ধ ক্ষয় পর্য্যন্ত লিখিয়া এক্ষণে সর্ব্বপ্রারব্ধ-ক্ষপণ সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে। অশেষ প্রারব্ধ-ক্ষয়ে দেহপাত হইলেও নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রভাবে নিত্য প্রলয়াদির প্রণালী অনুসারে তখনও ভগবদ্ভজনের জন্য তৎযোগ্য দেহান্তর প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। কিংবা এমনও হইতে পারে যে সদ্যোজাত ভগবদ্ভজনোচিত গুণ-বিশেষ-প্রাপ্তি দ্বারা পূর্ব্ব দেহই নবীন ভাব প্রাপ্ত হয়। এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। যেমন শ্রীধ্রুবের পরম পদারোহণ-সময়ে নিজের পূর্ব্বদেহই ভগবৎপার্ষদোচিত-দেহ-গুণযুক্ত হইয়া ভিন্নবৎ প্রতিভাত হইয়াছিল। "বিভ্রৎ রূপং হিরণ্ময়ম্" এই স্থলে স্বামিপাদ এসম্বন্ধে অতি সুব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতঃপরে লিখিত আছে সুরবৎ ভাসকো নরঃ" এই উক্তিও এস্থলে সুসঙ্গত। দেহের এইরূপ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রচুরতর দৃষ্ট হয়।

বহিঃ সুখ দুঃখজনকপ্রারব্ধ ক্ষীণ হইলেও কাহারও কাহারও দেহাদিতে

কিঞ্চিৎ বাহ্য সুখ দুঃখ দৃষ্ট হয়, উহা কেবল ভক্তিমাহাত্ম্য-গোপনের জন্যই ভগবৎ কর্ত্তৃক বা ভক্ত কর্ত্তৃক আত্মগোপনেচ্ছা-জাত।

ফলোন্মুখ কর্ম্মকেই প্রারব্ধ বলা হয়। এই প্রারব্ধ দ্বিবিধ—একপ্রকার,—প্রারব্ধ বর্ত্তমান দেহোপভোগ্য; অন্য প্রকার, শরীরান্তরোপভোগ্য—যেমন শ্রীভরতের মৃগশরীর ধারণ। এসম্বন্ধে শ্রীভাগবতে স্বয়ং বাদরায়ণই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ভরত স্বকীয় প্রারব্ধ-কর্ম্ম-স্বরূপ মৃগদারক ব্যপদেশ-প্রভাবে স্বারব্ধ কর্ম্মদ্বারা যোগারম্ভণ হইতে বিভ্রংসিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার স্বারব্ধ কর্ম্ম মৃগশিশুরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যোগপথ হইতে বিভ্রষ্ট করিয়াছিল। "নাতঃপরং" এই শ্লোকটী বর্ত্তমান শরীরভোগ্য প্রারব্ধ নাশ করার উদাহরণ, কিন্তু শ্রীভগবানের নামের এমনই মহিমা যে উহা কেবল বর্ত্তমান শরীরভোগ্য প্রারব্ধের বিনাশক নহে, শরীরান্তরে অবশ্যভোগ্য প্রারব্ধেরও বিনাশক। শ্রীভগবানের নামে অশেষ প্রারব্ধ নষ্ট হয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশে:—

> যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
> পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্
> বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
> প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।

এই কলিকালের এমনই মাহাত্ম্য যে পতনোন্মুখ আসন্নমৃত্যু আতুর অবশ ভাবেও যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে বা কোনরূপে যাহার নাম লইলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অতি সদ্‌গতি লাভ করে, এই কলিযুগে জনগণ কি তাঁহার অর্চ্চনা করিবে না? একটি শ্লোকে 'কর্ম্মনিবন্ধ' আর একটি শ্লোকে 'কর্ম্মার্গল' এই দুইটী পদ ব্যবহৃত হওয়ায় ঐ কর্ম্ম যে অবশ্য ভোগ্য তাহাই জানা যাইতেছে। যে কর্ম্ম অবশ্য ভোগ্য, তাহা প্রারব্ধ

কর্ম্ম। যেহেতু প্রারব্ধ কর্ম্মব্যতীত অন্যান্য কর্ম্ম যে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে এমন নিয়ম নাই। পূর্ব্ব শ্লোকদ্বয়ে যে "নিবন্ধ" ও 'আগম' শব্দের উল্লেখ আছে—তাহাদ্বারা উক্ত কর্ম্ম, প্রারব্ধ কর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে; কিন্তু গোবিন্দ নামোচ্চারণে প্রারব্ধও ক্ষয় হয়, যথা বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত হইয়াছে—

গোবিন্দেতি জপন্ জন্তুঃ প্রত্যহং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ সুরবৎ ভাসতে নরঃ॥

সৎকর্ম্মাদি বিহীন কীটবৎ অতি নীচ ব্যক্তিও যদি গোবিন্দ নাম জপ করে তাহা হইলে তাদৃশ জীবও নিরন্তর অশেষ দুষ্প্রারব্ধ হইতে মুক্ত হইয়া সেই দেহে ইন্দ্রাদিবৎ বিরাজ করে। এই শ্লোকে যে সুর পদের উল্লেখ আছে, উহার এক অর্থ ইন্দ্রাদি। অপর অর্থ এই যে "সু সুশোভিনং পদং রাতি দদাতি ইতি সুরঃ" অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদ। এই শ্লোকে যে পাপশব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা স্বর্গাদি ফলক পুণ্যকেও বুঝাইবে। কেন না পুণ্যের ফল ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া তাহাও পাপ বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে। অথবা এই শ্লোকে দুষ্প্রারব্ধ-নাশ-নিশ্চিতই উক্ত হইয়াছে। তাহার ফলেই জীব এই দেহেই দেববৎ বিরাজ করিতে সমর্থ হন।

এইরূপে বিহিত-কার্য্য না করায় এবং নিষিদ্ধাচরণ করার যে সকল পাপ জন্মে, শ্রীভগবানের নাম-প্রভাবে সে সকলই উন্মূলিত হইয়া যায়। শ্রীনামের এতাদৃশ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ যে কোনরূপে ভগবদাশ্রয় করিলেই এই সকল পাপ বিনষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের নিকট ও তাঁহার নামের নিকট যে অপরাধ করা হয়, তাহা মহাপাতক, অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই সে মহাপাতকের বিনাশ হয় না। কিন্তু নাম কীর্ত্তন দ্বারা নামাপরাধেরও ক্ষয় হয়; যথা শ্রীবিষ্ণুযামলে ভগবান্ বলিতেছেন—

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ ॥

এই সংসারে যিনি শ্রদ্ধাসহকারে আমার নামসমূহ কীর্ত্তন করেন, আমি তাঁহার কোটি কোটি অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকি সন্দেহ নাই।

সর্ব্বসম্পূর্ত্তিকারিত্ব,—

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে শ্রীভগবানের প্রতি শুক্রাচার্য্য বলিতেছেন :—

মন্ত্রতস্তন্ত্রত শ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব ॥

মন্ত্রে স্বর ভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রম-বিপর্য্যয়াদি দ্বারা এবং দেশকাল পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও দক্ষিণাদি দ্বারা যে ছিদ্রতা বা ন্যূনতা ঘটে, নিরন্তর তোমার নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সে সমুদয় ন্যূনতার সম্পূরণ হয়, এবং অধিক ফল লাভ হয়।

স্কন্দপুরাণে ও লিখিত আছে :—

যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু।
ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যেতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্ ॥

যাহাকে স্মরণ করিলে অথবা যাঁহার নামোচ্চারণ করিলে তপস্যা যজ্ঞ ও অন্যান্য ক্রিয়ার ন্যূনতা সদাই সম্পূর্ণতা লাভ করে আমি সেই অচ্যুতকে বন্দনা করি।

সর্ব্ববেদাধিকত্ব,—

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিতেছেন :—

ঋগ্বেদো হি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।
অধীতা স্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম ॥

হরি এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করিলেই সর্ব্ববেদ পাঠজনিত ফল লাভ হয়,

সুতরাং হরিনামোচ্চারণ যে বেদপাঠ অপেক্ষাও অধিকতর ফলজনক ইহাই শাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্ত।

স্কন্দপুরাণে শ্রীপার্ব্বতী বলিতেছেন :—

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ॥

তুমি ঋক্ যজু বা সামবেদ ইহার কিছুই পাঠ করিওনা, কেবল শ্রীহরির গোবিন্দ নাম নিত্য কীর্ত্তন কর।

এই প্রমাণে স্পষ্টতঃই বেদাদি পাঠের নিষেধ ও তৎস্থলে কেবল গোবিন্দ নাম কীর্ত্তনের উপদেশ করা হইয়াছে। সুতরাং গোবিন্দনাম কীর্ত্তন যে বেদাদি পাঠ হইতেও অধিকতর ফলজনক, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

পদ্মপুরাণে শ্রীরামাষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রে লিখিত আছে :—

বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্।
তাদৃক্ নাম সহস্রেণ রাম নাম সমং স্মৃতম্ ॥

বিষ্ণুর এক একটি নাম সর্ব্ববেদাধিক রূপে গণ্য, আবার এক রামনাম তাদৃশ সহস্র নামের তুল্য।

সর্ব্বতীর্থাধিকত্ব—স্কান্দে

কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ বা।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥

যদি জিহ্বাগ্রে হরি এই অক্ষরদ্বয় সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, তবে কুরুক্ষেত্র কাশী ও পুষ্করাদিতীর্থ কি প্রয়োজন ?

তীর্থ-কোটি-সহস্রাণি তীর্থকোটি-শতানি চ।
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ বামনে।

বিষ্ণুনাম কীর্ত্তনে কোটি কোটি তীর্থ ফলাপেক্ষাও বেশী ফললাভ হয়।

বিশ্বামিত্র সংহিতায়—

বিশ্রুতানি বহুন্যেব তীর্থানি বিবিধানি চ।
কোট্যংশেনাপি তুল্যানি নাম কীর্ত্তনতো হরেঃ ॥

কোটি কোটি তীর্থ আছেন। কিন্তু নামের তুলনায় তাহাদের ফল কোটি ভাগের একভাগও নহে।

লঘুভাগবতে—

কিং তাত বেদাগম শাস্ত্র-বিস্তরৈ
স্তীর্থৈ রনেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্।
যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তি-কারণম্
গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট ॥

হে বৎস, বেদ আগম ও অন্যান্য শাস্ত্রবিস্তারে এবং অনেকানেক তীর্থ সমূহেই বা প্রয়োজন কি ? যদি নিজের মুক্তি নিদান আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা হইলে হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ স্পষ্টরূপে এই নাম উচ্চারণ কর।

সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকত্ব—

গো-কোটিদানং গ্রহণে খগস্য
প্রয়াগ-গঙ্গোদক-কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরু-স্বুবর্ণ দানং
গোবিন্দকীর্ত্তে র্ন সমং শতাংশৈঃ ॥

সূর্য্যগ্রহণ সময়ে কোটি গোদান, প্রয়াগে গঙ্গাতীরে কল্পকাল বাস, সুমেরু সদৃশ সুবর্ণদান,—ইহার কিছুই গোবিন্দ নাম কীর্ত্তনের শতাংশের একাংশ তুল্যও নহে।

বৌধায়ন সংহিতায়—

ইষ্টাপূর্ত্তানি কর্ম্মাণি সুবহূনি কৃতান্যপি।
ভব-হেতূনি তান্যেব হরের্নাম তু মুক্তিদম্॥

বহু বহু ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্ম* অনুষ্ঠিত হইলেও, উহারা সংসার-বন্ধনেরই হেতু হইয়া থাকে, কিন্তু একমাত্র হরিনামই মুক্তিপ্রদ।

গারুড়ে শ্রীশৌনক অম্বরীষ-সংবাদে—

বাজপেয়-সহস্রানাং নিত্যং ফলমভীপ্সসি।
প্রাতরুত্থায় ভূপাল কুরু গোবিন্দ-কীর্ত্তনম্॥

হে ভূপাল, যদি প্রত্যহ সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের ফল অভিলাষ কর, তাহা হইলে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিও।

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নর-নায়ক।
মুক্তি মিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দ-কীর্ত্তনম্॥

হে রাজেন্দ্র, আত্মানাত্মবিবেকপ্রদর্শক সাংখ্য-জ্ঞানে কি ফল হইবে, অষ্টাঙ্গ যোগেই বা কি ফল হইবে? যদি মুক্তি ইচ্ছা কর, তবে গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন কর।

শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেবের প্রতি দেবহূতি বলিতেছেন:—

* ইষ্টাপূর্ত্ত—অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥
বাপী কূপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ
অন্ন-প্রদান-মারাম পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে

অত্রি সংহিতা ৪৩,৪৪ শ্লোক

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা, বেদাজ্ঞাপালন আতিথ্য, বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতিকে ইষ্টকর্ম্ম বলে। বাপী কূপ তড়াগাদি জলাশয় উৎসর্গ দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও উপবনাদি উৎসর্গ প্রভৃতি কার্য্যকে পূর্ত্ত বলা হয়।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃহ্ণন্তি যে তে।

যাহারা শ্রদ্ধাদিরহিত হইয়াও যে কোন প্রকারেই হউক, তোমার নাম উচ্চারণ করে, নামাভাস রূপে অসম্যক্ রূপেও যদি উচ্চারণ করে, সে যদি জাতিতে কুক্কুরমাংসভোজী চণ্ডালও হয়, তথাপি তোমার নাম গ্রহণ-ফলে সে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই পরিকীর্ত্তিত। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারা সম্যক্ তপস্যার ফল লাভ করেন, হোমের ফল লাভ করেন, তীর্থস্নানের ফল লাভ করেন। তাঁহারা আর্য্য অর্থাৎ সদাচার সম্পন্ন। তাঁহারা অনচু অর্থাৎ সদ্গুরুর নিকট সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করার ফল লাভ করেন। অর্থাৎ সকল প্রকারের সৎকর্ম্মই শ্রীনামকীর্ত্তনের অন্তর্ভূত। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে যাঁহারা নামকীর্ত্তনপরায়ণ, তাঁহারা জন্মান্তরে সকল পুণ্য কর্ম্মই সম্পন্ন করিয়াছেন।

সর্ব্বার্থ-প্রদত্ব—

স্কান্দে ব্রহ্ম নারদ সংবাদে চাতুর্ম্মাস্য মাহাত্ম্যে—

এতৎ ষড়্‌বর্গ-হরণং রিপু-নিগ্রহণং পরম্।
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনম্॥

শ্রীবিষ্ণুর এই নামানুকীর্ত্তন,—কামক্রোধাদি ষড়্‌বর্গের বিনাশক, রিপু-নিগ্রহে নিপুণ এবং আত্মতত্ত্ব লাভের নিদান। (আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমান-মাত্মতত্ত্ব-মাধ্যাত্মম্)

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

হৃদিকৃত্বা তথা কামমভীষ্টং দ্বিজ-পুঙ্গব।
একং নাম জপেদ্‌যস্তু শতং কামানবাপ্নুয়াৎ॥

হে দ্বিজপুঙ্গবগণ, যে ব্যক্তি হৃদয়ে কোনও অভীষ্ট কামনা করিয়া ভগবানের একটি নাম জপ করেন, তাঁহার শতকামনা পূর্ণ হইয়া থাকে।

তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল স্তোত্রে—

সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্য মায়ুষ্যং ব্যাধিনাশনম্।
ভুক্তি-মুক্তি-প্রদং দিব্যং বাসুদেবস্য কীর্ত্তনম্॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল প্রাপ্তি, আয়ুর্বৃদ্ধি, ব্যাধিবিনাশন, ভুক্তি-মুক্তি-লাভ ও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

শ্রীনারায়ণ ব্যূহ স্তবে—

পরিহাসোপহাসাদ্যৈ র্বিষ্ণো গৃহ্ণন্তি নাম যে।
কৃতার্থা স্তেঽপি মনুজা স্তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ॥

পরিহাস বা তিরস্কার চ্ছলেও যাহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাঁহারাও কৃতার্থ হয়েন; তাঁহাদিকে নমস্কার।

তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তৈরেব সুকৃতং কৃতম্।
তৈরাপ্তং জন্মনঃ প্রাপ্যং যে কালে কীর্ত্তয়ন্তি মাম্॥ বারাহে

যাঁহারা স্নানাদি সময়ে আমার নামকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা কৃতার্থ ও ধন্য। আবার কাল শব্দের পরিবর্ত্তে অকাল পাঠান্তরে "অশৌচাদি সময়ে" এই অর্থ হইবে। অর্থাৎ অশৌচাদি সময়েও নামকীর্ত্তন মঙ্গলজনক। বিশেষতঃ কলিযুগে—

সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেতদ্ দুর্ল্লভঞ্চাকৃতাত্মনাম্।
কলৌযুগে হরের্নাম তে কৃতার্থাঃ ন সংশয়ঃ॥

এই কলিকালে পাপীদের দুর্ল্লভ এই হরিনাম যাহারা একবার মাত্রও উচ্চারণ করেন তাঁহারা কৃতার্থ হয়েন। শ্রীভাগবতে একাদশে—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যাঃ গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥

গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্যগণ কলিকে সম্মান করেন, কেন না এই কালে কেবল নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই সর্ব্বস্বার্থ লাভ হয়।

স্কান্দে—ব্রহ্ম নারদ সংবাদে—

তথাচৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরি-কীর্ত্তনম্।
কলৌযুগে বিশেষেণ বিষ্ণু প্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥

সংসারে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই উৎকৃষ্ট তপস্যা, অতএব শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য বিশেষরূপে হরিনাম করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব—

দানব্রত তপস্তীর্থ ক্ষেত্রাদীণাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরা শুভাঃ ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু ॥
বাতোঽপ্যতো হরের্নাম্নি উগ্রাণামপি দুঃসহঃ।
সর্ব্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ ॥ স্কান্দে

অতএব ব্রহ্মাণ্ডে—

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎসর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ ॥

দান ব্রত তপস্যা ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতি দ্বারা যে সকল পাপ দূরীভূত হয়, দেবতা ও সাধুসেবায় যে সকল পাপ ক্ষালন হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও

অন্যান্য আত্ম-বস্তু লাভে যে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, মঙ্গল-বিধাতা বিষ্ণু সেই সকল মঙ্গল-দায়িনী শক্তি আকর্ষণপূর্ব্বক আপনার নামসমূহে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সূর্য্য যেরূপ তমোরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভগবানের নামরূপ বায়ু যথা কথঞ্চিৎ সামান্য পাপ হইতে অতি ভয়ানক পাপও বিদূরিত করিয়া থাকে।

সর্ব্বার্থশক্তিসম্পন্ন দেব-দেব চক্রপাণির যে নাম অভিপ্রেত, সকল প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য সেই নামই কীর্ত্তন করিবে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে শ্রীভগবানের প্রত্যেক নামেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধির শক্তি আছে।

জগদানন্দকত্ব,—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ শ্রীভগবদ্গীতা

হে হৃষীকেশ, আপনার নাম কীর্ত্তন দ্বারা কেবল যে আমি আনন্দানুভব করিতেছি এমন নহে, আপনার নামে সমস্ত সংসার যে অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট হয়, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে।

জগৎ বন্দ্যতাপাদকত্ব—

বৃহন্নারদীয়ে—

নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্ব্বত্র বন্দিতাঃ ॥
স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজন্স্তিষ্ঠন্নুত্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা
যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ ॥

কিঞ্চিৎ বাহ্য সুখ দুঃখ দৃষ্ট হয়, উহা কেবল ভক্তিমাহাত্ম্য-গোপনের জন্যই ভগবৎ কর্ত্তৃক বা ভক্ত কর্ত্তৃক আত্মগোপনেচ্ছা-জাত।

ফলনোন্মুখ কর্ম্মকেই প্রারব্ধ বলা হয়। এই প্রারব্ধ দ্বিবিধ—এক-প্রকার,—প্রারব্ধ বর্ত্তমান দেহোপভোগ্য; অন্য প্রকার, শরীরান্তরোপ-ভোগ্য—যেমন শ্রীভরতের মৃগশরীর ধারণ। এসম্বন্ধে শ্রীভাগবতে স্বয়ং বাদরায়ণই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ভরত স্বকীয় প্রারব্ধ-কর্ম্ম-স্বরূপ মৃগদারক ব্যপদেশ-প্রভাবে স্বারব্ধ কর্ম্মদ্বারা যোগারম্ভণ হইতে বিভ্রংসিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার স্বারব্ধ কর্ম্ম মৃগশিশুরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যোগপথ হইতে বিভ্রষ্ট করিয়াছিল। "নাতঃপরং" এই শ্লোকটী বর্ত্তমান শরীরভোগ্য প্রারব্ধ নাশ করার উদাহরণ, কিন্তু শ্রীভগবানের নামের এমনই মহিমা যে উহা কেবল বর্ত্তমান শরীরভোগ্য প্রারব্ধের বিনাশক নহে, শরীরান্তরে অবশ্যভোগ্য প্রারব্ধেরও বিনাশক। শ্রীভগবানের নামে অশেষ প্রারব্ধ নষ্ট হয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশে:—

> যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
> পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্
> বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
> প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।

এই কলিকালের এমনই মাহাত্ম্য যে পতনোন্মুখ আসন্নমৃত্যু আতুর অবশ ভাবেও যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে বা কোনরূপে যাঁহার নাম লইলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অতি সদ্গতি লাভ করে, এই কলিযুগে জনগণ কি তাঁহার অর্চ্চনা করিবে না? একটি শ্লোকে 'কর্ম্মনিবন্ধ' আর একটি শ্লোকে 'কর্ম্মার্গল' এই দুইটী পদ ব্যবহৃত হওয়ায় ঐ কর্ম্ম যে অবশ্য ভোগ্য তাহাই জানা যাইতেছে। যে কর্ম্ম অবশ্য ভোগ্য, তাহা প্রারব্ধ

কর্ম। যেহেতু প্রারব্ধ কর্মব্যতীত অন্যান্য কর্ম যে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে এমন নিয়ম নাই। পূর্ব্ব শ্লোকদ্বয়ে যে "নিবন্ধ" ও 'অগদ' শব্দের উল্লেখ আছে -তাহাদ্বারা উক্ত কর্ম, প্রারব্ধ কর্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে; কিন্তু গোবিন্দ নামোচ্চারণে প্রারব্ধও ক্ষয় হয়, যথা বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত হইয়াছে—

গোবিন্দেতি জপন্ জন্তুঃ প্রত্যহং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ সুরবৎ ভাসতে নরঃ॥

সৎকর্ম্মাদি বিহীন কীটবৎ অতি নীচ ব্যক্তিও যদি গোবিন্দ নাম জপ করে তাহা হইলে তাদৃশ জীবও নিরন্তর অশেষ দুষ্প্রারব্ধ হইতে মুক্ত হইয়া সেই দেহে ইন্দ্রাদিবৎ বিরাজ করে। এই শ্লোকে যে সুর পদের উল্লেখ আছে, উহার এক অর্থ ইন্দ্রাদি। অপর অর্থ এই যে "সু সুশোভিনং পদং রোতি দদাতি ইতি সুরঃ" অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদ। এই শ্লোকে যে পাপশব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা স্বর্গাদি ফলক পুণ্যকেও বুঝাইবে। কেন না পুণ্যের ফল ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া তাহাও পাপ বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে। অথবা এই শ্লোকে দুষ্প্রারব্ধ-মাত্র-বিনাশিত্বই উক্ত হইয়াছে। তাহার ফলেই জীব এই দেহেই দেববৎ বিরাজ করিতে সমর্থ হন।

এইরূপে বিহিত-কার্য্য না করায় এবং নিষিদ্ধাচরণ করার যে সকল পাপ জন্মে, শ্রীভগবানের নাম-প্রভাবে সে সকলই উন্মূলিত হইয়া যায়। শ্রীনামের এতাদৃশ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ যে কোনরূপে ভগবদাশ্রয় করিলেই এই সকল পাপ বিনষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের নিকট ও তাঁহার নামের নিকট যে অপরাধ করা হয়, তাহা মহাপাতক, অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই সে মহাপাতকের বিনাশ হয় না। কিন্তু নাম কীর্ত্তন দ্বারা নামাপরাধেরও ক্ষয় হয়; যথা শ্রীবিষ্ণুযামলে ভগবান্ বলিতেছেন—

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥

এই সংসারে যিনি শ্রদ্ধাসহকারে আমার নামসমূহ কীর্ত্তন করেন, আমি তাঁহার কোটি কোটি অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকি সন্দেহ নাই।

সর্ব্বসম্পূর্ত্তিকারিত্ব,—

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে শ্রীভগবানের প্রতি শুক্রাচার্য্য বলিতেছেন :—

মন্ত্রতস্তন্ত্রত শ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব॥

মন্ত্রে স্বর ভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রম-বিপর্যয়াদি দ্বারা এবং দেশকাল পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও দক্ষিণাদি দ্বারা যে ছিদ্রতা বা ন্যূনতা ঘটে, নিরন্তর তোমার নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সে সমুদয় ন্যূনতার সম্পূরণ হয়, এবং অধিক ফল লাভ হয়।

স্কন্দপুরাণে ও লিখিত আছে :—

যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু।
ন্যূনং সম্পূর্ণতা মেতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্॥

যাহাকে স্মরণ করিলে অথবা যাঁহার নামোচ্চারণ করিলে তপস্যা যজ্ঞ ও অন্যান্য ক্রিয়ার ন্যূনতা সদাই সম্পূর্ণতা লাভ করে আমি সেই অচ্যুতকে বন্দনা করি।

সর্ব্ববেদাধিকত্ব,—

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিতেছেন :—

ঋগ্‌বেদো হি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।
অধীতা স্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম॥

হরি এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করিলেই সর্ব্ববেদ পাঠজনিত ফল লাভ হয়,

সুতরাং হরিনামোচ্চারণ যে বেদপাঠ অপেক্ষাও অধিকতর ফলজনক ইহাই শাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্ত।

স্কন্দপুরাণে শ্রীপার্ব্বতী বলিতেছেন :—

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥

তুমি ঋক্ যজু বা সামবেদ ইহার কিছুই পাঠ করিওনা, কেবল শ্রীহরির গোবিন্দ নাম নিত্য কীর্ত্তন কর।

এই প্রমাণে স্পষ্টতঃই বেদাদি পাঠের নিষেধ ও তৎস্থলে কেবল গোবিন্দ নাম কীর্ত্তনের উপদেশ করা হইয়াছে। সুতরাং গোবিন্দনাম কীর্ত্তন যে বেদাদি পাঠ হইতেও অধিকতর ফল জনক, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

পদ্মপুরাণে শ্রীরামাষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রে লিখিত আছে :—

বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্।
তাদৃক্ নাম সহস্রেণ রাম নাম সমং স্মৃতম্॥

বিষ্ণুর এক একটি নাম সর্ব্ববেদাধিক রূপে গণ্য, আবার এক রামনাম তাদৃশ সহস্র নামের তুল্য।

সর্ব্বতীর্থাধিকত্ব—স্কান্দে

কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ বা।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

যদি জিহ্বাগ্রে হরি এই অক্ষরদ্বয় সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, তবে কুরুক্ষেত্র কাশী ও পুষ্করাদিতীর্থ কি প্রয়োজন?

তীর্থ-কোটি-সহস্রাণি তীর্থকোটি-শতানি চ।
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥ বামনে।

বিষ্ণুনাম কীর্ত্তনে কোটি কোটি তীর্থ ফলাপেক্ষাও বেশী ফললাভ হয়।

বিশ্বামিত্র সংহিতায়—

বিশ্রুতানি বহুন্যেব তীর্থানি বিবিধানি চ।
কোট্যংশেনাপি তুল্যানি নাম কীর্ত্তনতো হরেঃ ॥

কোটি কোটি তীর্থ আছেন। কিন্তু নামের তুলনায় তাহাদের ফল কোটি ভাগের একভাগও নহে।

লঘুভাগবতে—

কিং তাত বেদাগম শাস্ত্র-বিস্তরৈ
স্তীর্থৈ রনেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্।
যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তি-কারণম্
গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট ॥

হে বৎস, বেদ আগম ও অন্যান্য শাস্ত্রবিস্তারে এবং অনেকানেক তীর্থসমূহেই বা প্রয়োজন কি? যদি নিজের মুক্তি নিদান আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা হইলে হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ স্পষ্টরূপে এই নাম উচ্চারণ কর।

সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকত্ব—

গো-কোটিদানং গ্রহণে খগস্য
প্রয়াগ-গঙ্গোদক-কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরু-সুবর্ণ দানং
গোবিন্দকীর্ত্তে র্ন সমং শতাংশৈঃ ॥

সূর্য্যগ্রহণ সময়ে কোটি গোদান, প্রয়াগে গঙ্গাতীরে কল্পকাল বাস, সুমেরু সদৃশ সুবর্ণদান,—ইহার কিছুই গোবিন্দ নাম কীর্ত্তনের শতাংশের একাংশ তুল্যও নহে।

বৌধায়ন সংহিতায়—

ইষ্টাপূর্ত্তানি কর্ম্মাণি সুবহুনি কৃতান্যপি।
ভব-হেতুনি তান্যেব হরের্নাম তু মুক্তিদম্॥

বহু বহু ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্ম* অনুষ্ঠিত হইলেও, উহারা সংসার-বন্ধনেরই হেতু হইয়া থাকে, কিন্তু একমাত্র হরিনামই মুক্তি-প্রদ।

গারুড়ে শ্রীশৌনক অম্বরীষ-সংবাদে—

বাজপেয়-সহস্রানাং নিত্যং ফলমভীপ্সসি।
প্রাতরুত্থায় ভূপাল কুরু গোবিন্দ-কীর্ত্তনম্॥

হে ভূপাল, যদি প্রত্যহ সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের ফল অভিলাষ কর, তাহা হইলে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিও।

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নর-নায়ক।
মুক্তি মিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দ-কীর্ত্তনম্॥

হে রাজেন্দ্র, আত্মানাত্মবিবেকপ্রদর্শক সাংখ্য-জ্ঞানে কি ফল হইবে, অষ্টাঙ্গ যোগেই বা কি ফল হইবে? যদি মুক্তি ইচ্ছা কর, তবে গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন কর।

শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেবের প্রতি দেবহূতি বলিতেছেন:—

* ইষ্টাপূর্ত্ত—অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে।
বাপী কূপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ
অন্ন-প্রদান-মারাম পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে
অত্রি সংহিতা ৪৩,৪৪ শ্লোক

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা, বেদাজ্ঞাপালন আতিথ্য, বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতিকে ইষ্টকর্ম্ম বলে। বাপী কূপ তড়াগাদি জলাশয় উৎসর্গ দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও উপবনাদি উৎসর্গ প্রভৃতি কার্য্যকে পূর্ত্ত বলা হয়।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃহ্ণন্তি যে তে।

যাহারা শ্রদ্ধাদিরহিত হইয়াও যে কোন প্রকারেই হউক, তোমার নাম উচ্চারণ করে, নামাভাস রূপে অসম্যক্ রূপেও যদি উচ্চারণ করে, সে যদি জাতিতে কুক্কুরমাংসভোজী চণ্ডালও হয়, তথাপি তোমার নাম গ্রহণ-ফলে সে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই পরিকীর্ত্তিত। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারা সম্যক্ তপস্যার ফল লাভ করেন, হোমের ফল লাভ করেন, তীর্থস্নানের ফল লাভ করেন। তাঁহারা আর্য্য অর্থাৎ সদাচার সম্পন্ন। তাঁহারা অনচু অর্থাৎ সদ্গুরুর নিকট সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করার ফল লাভ করেন। অর্থাৎ সকল প্রকারের সৎকর্ম্মই শ্রীনামকীর্ত্তনের অন্তর্ভূত। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে যাঁহারা নামকীর্ত্তনপরায়ণ, তাঁহারা জন্মান্তরে সকল পুণ্য কর্ম্মই সম্পন্ন করিয়াছেন।

সর্ব্বার্থ-প্রদত্ব—

স্কান্দে ব্রহ্ম নারদ সংবাদে চাতুর্ম্মাস্য মাহাত্ম্যে—

এতৎ যড়বর্গ-হরণং রিপু-নিগ্রহণং পরম্।
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনম্॥

শ্রীবিষ্ণুর এই নামানুকীর্ত্তন,—কামক্রোধাদি ষড়্বর্গের বিনাশক, রিপু-নিগ্রহে নিপুণ এবং আত্মতত্ত্ব লাভের নিদান। (আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমান-মাত্মতত্ত্ব-মাধ্যাত্মম্)

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

হৃদিকৃত্বা তথা কামমভীষ্টং দ্বিজ-পুঙ্গব।
একং নাম জপেদ্যস্তু শতং কামানবাপ্নুয়াৎ॥

হে দ্বিজপুঙ্গবগণ, যে ব্যক্তি হৃদয়ে কোনও অভীষ্ট কামনা করিয়া ভগবানের একটি নাম জপ করেন, তাঁহার শতকামনা পূর্ণ হইয়া থাকে।

তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল স্তোত্রে—

সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্য মায়ুষ্যং ব্যাধিনাশনম্।
ভুক্তি-মুক্তি-প্রদং দিব্যং বাসুদেবস্য কীর্ত্তনম্॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল প্রাপ্তি, আয়ুর্বৃদ্ধি, ব্যাধিবিনাশন, ভুক্তি-মুক্তি-লাভ ও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

শ্রীনারায়ণ ব্যূহ স্তবে—

পরিহাসোপহাসাদ্যৈ র্বিষ্ণো র্গৃহ্ণন্তি নাম যে।
কৃতার্থা স্তেঽপি মনুজা স্তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ॥

পরিহাস বা তিরস্কার চ্ছলেও যাহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাহারাও কৃতার্থ হয়েন; তাঁহাদিকে নমস্কার।

তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তৈরেব সুকৃতং কৃতম্।
তৈরা[illegible]ং জন্মনঃ প্রাপ্যং যে কালে কীর্ত্তয়ন্তি মাম্॥ বারাহে

যাঁহারা স্নানাদি সময়ে আমার নামকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা কৃতার্থ ও [illegible]। আবার কাল শব্দের পরিবর্ত্তে অকাল পাঠান্তরে "অশৌচাদি সময়ে" এই অর্থ হইবে। অর্থাৎ অশৌচাদি সময়েও নামকীর্ত্তন [illegible]জনক। বিশেষতঃ কলিযুগে—

সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেতদ্ দুর্ল্লভঞ্চাকৃতাত্মনাম্।
কলৌযুগে হরের্নাম তে কৃতার্থাঃ ন সংশয়ঃ॥

এই কলিকালে পাপীদের দুর্ল্লভ এই হরিনাম যাঁহারা একবার মাত্রও উচ্চারণ করেন তাঁহারা কৃতার্থ হয়েন। শ্রীভাগবতে একাদশে—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যাঃ গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥

গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্যগণ কলিকে সম্মান করেন, কেন না এই কালে কেবল নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই সর্ব্বস্বার্থ লাভ হয়।

স্কান্দে—ব্রহ্ম নারদ সংবাদে—

তথাচৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরি-কীর্ত্তনম্।
কলৌযুগে বিশেষেণ বিষ্ণু প্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥

সংসারে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই উৎকৃষ্ট তপস্যা, অতএব শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য বিশেষরূপে হরিনাম করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বশক্তিমত্ব—

দানব্রত তপস্তীর্থ ক্ষেত্রাদীণাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরা শুভাঃ ॥
রাজস্যুয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু ॥
বাতোঽপ্যতো হরের্নাম্ন উগ্রাণামপি দুঃসহঃ।
সর্ব্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ ॥ স্কান্দে

অতএব ব্রহ্মাণ্ডে—

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎসর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ ॥

দান ব্রত তপস্যা ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতি দ্বারা যে সকল পাপ দূরীভূত হয়, দেবতা ও সাধুসেবায় যে সকল পাপ ক্ষালন হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও

অন্যান্য আত্ম-বস্তু লাভে যে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, মঙ্গল-বিধাতা বিষ্ণু সেই সকল মঙ্গল-দায়িনী শক্তি আকর্ষণপূর্ব্বক আপনার নামসমূহে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সূর্য্য যেরূপ তমোরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভগবানের নামরূপ বায়ু যথা কথঞ্চিৎ সামান্য পাপ হইতে অতি ভয়ানক পাপও বিদূরিত করিয়া থাকে।

সর্ব্বার্থশক্তিসম্পন্ন দেব-দেব চক্রপাণির যে নাম অভিপ্রেত, সকল প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য সেই নামই কীর্ত্তন করিবে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে শ্রীভগবানের প্রত্যেক নামেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধির শক্তি আছে।

জগদানন্দকত্ব,—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ শ্রীভগবদ্গীতা

হে হৃষীকেশ, আপনার নাম কীর্ত্তন দ্বারা কেবল যে আমি আনন্দানুভব করিতেছি এমন নহে, আপনার নামে সমস্ত সংসার যে অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট হয়, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে।

জগৎ বন্দ্যতাপাদকত্ব—

বৃহন্নারদীয়ে—

নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্ব্বত্র বন্দিতাঃ ॥
স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজন্‌স্তিষ্ঠন্নুত্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা
যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ ॥

শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে—

স্ত্রী শূদ্রঃ পুক্কশোবাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপি চ নমোনমঃ॥

স্ত্রী, শূদ্র পুক্কশ অথবা পাপ যোনিজাত ব্যক্তিগণও যদি ভক্তি পূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাদের প্রতিও ভূয়োভূয় নমস্কার।

অগতির একমাত্র গতিত্ব—

পাদ্মে বৃহৎ সহস্রনাম-কথারম্ভে—

অনন্যগতয়ো মর্ত্ত্যাঃ ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জ্জিতাঃ॥
সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণো নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥

যাহারা অনন্যগতি অর্থাৎ অত্যন্ত পাপজাতিত্ব নিবন্ধন যাহাদের কর্ম্মে কোনও অধিকার নাই, যাহারা নিয়ত বিষয়ভোগী, পর পীড়াদায়ক, জ্ঞান-বৈরাগ্য-বর্জ্জিত ব্রহ্মচর্য্যশূন্য এবং সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী, তাহারাও যদি নিরন্তর বিষ্ণু নাম জপ করে তাহা হইলে অনায়াসে ধর্ম্মিষ্ঠদিগেরও দুর্লভগতি লাভ করিতে পারে।

সদাসর্ব্বত্র সেব্যত্ব

বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধু উপখ্যানে—

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কাল নিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥

হে লুব্ধক, শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন-বিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টমুখেও নাম গ্রহণের নিষেধ নাই।

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ ॥

হরি পবিত্রতাকারী, সুতরাং তাঁহার নামসঙ্কীর্ত্তনে অশৌচ আশঙ্কা নাই। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার নামকীর্ত্তন কর্ত্তব্য।

নোদেশ কালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিত-কামদম্ ॥ স্কান্দে।

শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনে দেশ কাল ও অবস্থা ও বিষয় শুদ্ধির অপেক্ষা নাই, ইহা স্বতন্ত্র এবং কামীর কামদায়ক। অর্থাৎ শুচিব্যক্তি নামকীর্ত্তন করিতে পারিবেন, অশুচিব্যক্তি পারিবেন না এমন কোনও ব্যবস্থা নাই। নাম ও নামী অভেদ। নামী যেমন পবিত্রতাকর, নামও তেমনি পবিত্রতাকর। যেমন আচমনাদি না করিলেও যমুনাদির জল স্পর্শমাত্রেই অশুদ্ধ ব্যক্তিও শুদ্ধ হয়, নামের সম্বন্ধেও সেইরূপ। এই স্থলে এমন প্রশ্নই হইতে পারে না যে অশুদ্ধ ব্যক্তি কি প্রকার শ্রীযমুনাজল স্পর্শ করিবে? নামকীর্ত্তক পুরুষ নাম-কীর্ত্তনদ্বারা যখন অপরাপর ব্যক্তিকেও পবিত্র করিতে সমর্থ, তখন নাম-কীর্ত্তন দ্বারা তিনি নিজে যে পবিত্র হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। নাম কীর্ত্তন সম্বন্ধে দেশ কাল বা বাল্য যৌবনাদি অবস্থা কিম্বা উন্মাদাদি অবস্থারও বিচার নাই। যে কোন ব্যক্তি যে কোন অবস্থায় যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে নাম কীর্ত্তন করিতে পারে।

ন দেশ-কাল-নিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ।
পরং সঙ্কীর্ত্তনাদেব রাম রামেতি মুচ্যতে ॥

বৈষ্ণব চিন্তামণিতে শ্রীযুধিষ্ঠির প্রতি নারদ-বাক্য—

ন দেশ-নিয়মোরাজন্ ন কাল-নিয়মস্তথা।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে ॥

কালোঽস্তি দানে যজ্ঞেচ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণু-সঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবী তলে॥

হে রাজন্ হরিনাম গ্রহণের স্থানাস্থান বিচার নাই কালাকাল বিচার নাই, দান যজ্ঞ স্নান ও সজ্জপ সম্বন্ধে কালাকালের বিচার আছে, কিন্তু হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে কালাকালের বিচার নাই।

সর্ব্বসেব্যত্ব,—

শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্নীতং হরের্ণামানুকীর্ত্তনম্॥

এই শ্রীহরিনামে ফলাকাঙ্ক্ষীদিগের ফল প্রাপ্তি, মুমুক্ষুদিগের মোক্ষলাভ এবং জ্ঞানীদিগের জ্ঞান প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং মুক্ত মুমুক্ষু বিষয়ী প্রভৃতি সকলের পক্ষেই সর্ব্বদা এই হরিনাম সেব্য।

মুক্তিফলদত্ব,—

নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেবেতি যো নরঃ।
সততং কীর্ত্তয়েদ ভূমি যাতি মল্লয়তাং স হি॥ বারাহে

ভূমিপদ সম্বোধনে। মল্লয়তা পদের অর্থ সাজুয্য-মুক্তি।

অর্থাৎ হে ভূমি, যে মনুষ্য বাসুদেব অচ্যুত অনন্ত নারায়ণ ইত্যাদি নাম সতত কীর্ত্তন করেন তিনি সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন।

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক।
মুক্তি মিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দ-কীর্ত্তনম্॥ গারুড়ে

হে রাজন্ সংযম জ্ঞানেই বা কি ফল, যোগেই বা কি ফল যদি আপনি মুক্তি বাঞ্ছা করেন, তবে গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করুন।

সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধপরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ স্কান্দে

যিনি একবার হরিনাম উচ্চারণ করেন তিনি মোক্ষ প্রাপ্তি বিষয়ে বদ্ধ-পরিকর হয়েন।

ব্রহ্মপুরাণে—

অপ্যন্যচিত্তোঽশুদ্ধো যঃ সদা কীর্ত্তয়েদ্ধরিম্।
সোঽপি দোষক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্চেদিপতি র্যথা ॥

অন্য চিত্ত ও অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিও যদি সর্ব্বদা হরি কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তিনি চেদিপতি শিশুপালের ন্যায় সর্ব্ব দোষ মুক্ত হইয়া মোক্ষ ফল লাভ করিয়া থাকেন।

পদ্মপুরাণে দেবহূতি স্তুতিতে—

সকৃদুচ্চারয়েদ্ যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।
শুদ্ধান্তঃ করণোভূত্বা নির্ব্বাণ মধিগচ্ছতি ॥

যিনি আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ততঃ এক বার মাত্র নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেন, তিনি নির্ম্মল চিত্ত হইয়া নির্ব্বাণ পদবী প্রাপ্ত হন।

পরদাররতোবাপি পরাপকৃতিকারকঃ।
স শুদ্ধো মুক্তি মাপ্নোতি হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ মাৎস্যে।

যে ব্যক্তি পরদার নিরত বা পরাপকার সাধক সে ব্যক্তি হরি নাম কীর্ত্তনে পূত চিত্ত হইয়া মুক্তি পথ পাইয়া থাকেন।

বৈশম্পায়ন সংহিতায়—

সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপরতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বধর্ম্ম-বহিস্কৃত, সকল পাপানুরক্ত কিন্তু নাম কীর্ত্তনে সে ব্যক্তিও যে মুক্ত হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বৃহন্নারদীয়ে—

যথা কথঞ্চিদ্ যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে বা শ্রুতেঽপি বা।
পাপিনোঽপি বিশুদ্ধাঃ স্যুঃ শুদ্ধাঃ মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ॥

শ্রীভগবানের নাম যে কোন প্রকারে কীর্ত্তন বা গ্রহণ করিলে পাপীলোক পাপ মুক্ত হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।

ভারত-বিভাগে—

প্রাণ-প্রয়াণ-পাথেয়ং সংসার-ব্যাধি-ভেষজম্।
দুঃখ-শোক-পরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

"হরি" এই দুইটী অক্ষর প্রাণ প্রয়াণ পথের পাথেয়—ভবরোগের ঔষধি এবং দুঃখ শোক নিবৃত্তির উপায়।

নব্যং নব্যং নামধেয়ং মুরারে
র্যদ্যৈচ্চতদ্ গেয়-পীযূষপুষ্টম্।
যে গায়ন্তি ত্যক্তলজ্জাঃ সহর্ষং
জীবন্মুক্তাঃ সংশয়ো নাস্তি তত্র॥ নারদীয়ে।

মুরারির নাম সকল প্রতিক্ষণে নূতনত্ব-নিবন্ধন মাধুর্য্য প্রকাশ করে, এবং উহারা কাব্যরসের মাধুর্য্য পূর্ণ; যাঁহারা লজ্জা পরিহার পূর্ব্বক সানন্দে এই নাম গান করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে জীবন্মুক্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীভাগবতে—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নামবিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥

ঘোর সংসারী ব্যক্তি বিবশ হইয়া যাঁহার নাম স্মরণে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে, স্বয়ং ভয়ও তাঁহার নামের রবে আপনি ভীত হয়।

তৃতীয়ে ব্রহ্মস্তুতৌ—

যস্যাবতার গুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি
নামানি যে সুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেক জন্মাশমলং সহসৈব হিত্বা
সং যান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে॥

হে ভগবন্, যদি লোকে প্রাণ-প্রয়াণ-কালে বিবশ হইয়া আপনার অবতার গুণ কর্ম্ম ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া দেবকীনন্দন, ভক্তবৎসল, গোবর্দ্ধনধারী ইত্যাদি নাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে বহু জন্মার্জ্জিত পাপরাশি পরিত্যাগ করিয়া অনাবৃত সত্য জ্যোতির্ম্ময় আপনাকে প্রাপ্ত হয়। অতএব আমি আপনার স্মরণাপন্ন হইলাম।

শ্রীভাগবতে—

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্॥

ভগবানের নাম গুণ ও কর্ম্ম কীর্ত্তন দ্বারা পাপীর পাপক্ষয় হইয়া থাকে, এ কথারই বা প্রয়োজন কি? যেহেতু মহাপাতকী অজামিল পুত্রের নাম ব্যপদেশে নারায়ণ নাম উচ্চারণে মুক্তি লাভ করিলেন। সুতরাং পাপক্ষালনের আর কি বলিব?

শ্রীবৈকুণ্ঠলোক-প্রাপকত্ব

লিঙ্গপুরাণে নারদ প্রতি শিববাক্য—

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণো র্হেলয়া কলিমর্দ্দনম্।
কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ॥

যখন লোক গমনে, অবস্থানে, শয়নে, ভোজনে, নিশ্বাসে, ক্ষেপণে ও পুরণে ও অবহেলাক্রমে কলিমর্দ্দন হরিনাম করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন ভক্ত ভক্তিসহ হরিনাম করিলে যে তাঁহার পরম ধামে গমন হইবে সে বিষয় আর সন্দেহ কি?

নারদীয়ে শ্রীব্রহ্মবাক্য—

ব্রাহ্মণঃ শ্বপচীং ভুঞ্জন্ বিশেষেণ রজস্বলা
অশ্নাতি সুরয়া পক্কং মরণে হরিমুচ্চরন্।
অভক্ষ্যাগময়োর্জ্জাতং বিহায়াঘৌঘ-সঞ্চয়ম্।
প্রযাতি বিষ্ণু-সালোক্যং বিমুক্তো ভববন্ধনৈঃ।

যদি ব্রাহ্মণ রজস্বলা চণ্ডালী-গমন ও সুরাসিদ্ধ অন্নভোজন করিয়াও মৃত্যুকালে একবার হরিনাম করে, তাহা হইলে অভক্ষ্যভক্ষণ অগম্যাগমন প্রভৃতিজনিত উৎকট পাপ-ভার ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু সাল্যোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বৃহন্নারদীয়ে বলির প্রতি শুক্র বলিয়াছেন :—

জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষর-দ্বয়ম্।
বিষ্ণুর্লোক মবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তি-দুর্ল্লভম্॥

যাঁহার জিহ্বায় হরি এই দুই অক্ষর বর্ত্তমান, তিনি আর পুনরায় জন্ম-গ্রহণ না করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।

পদ্মপুরাণে—

যত্র তত্র স্থিতো বাপি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়েৎ।
সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্॥

যেখানে সেখানে থাকিয়া যদি কেহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ করেন তবে তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন।

পদ্মপুরাণে বৈশাখ মাহাত্ম্যে অম্বরীষ প্রতি নারদ বলিতেছেন :—

তদেব পুণ্যং পরমং পবিত্রং
গোবিন্দগেহে গমনায় পত্রম্।
তদৈব লোকে সুকৃতৈকসত্রং
যদুচ্যতে কেশব নাম মাত্রম্॥

কেশবের একমাত্র নামোচ্চারণই পুণ্যজনক পরম পবিত্র, বৈকুণ্ঠ গমনের সহায়, এবং সর্ব্বপ্রকার সুকৃতির একমাত্র স্থান।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

এবং সংগ্রহণীপুত্রাভিধানব্যজতো হরিম্।
সমুশ্চার্য্যান্ত কালেহগাদ্ধাম তৎপরমং হরেঃ॥

এইরূপে দুরাচার অজামিল বেশ্যাপুত্রের নাম চ্ছলে মৃত্যু-সময়ে হরিনাম উচ্চারণ করিয়া বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নারায়ণ মিতি ব্যাজাদুচ্চার্য্য কলুষাশ্রয়ঃ।
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন॥

ঘোর পাপী অজামিল যখন পুত্রনামচ্ছলে নারায়ণকে ডাকিয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণে যে কি ফল হইবে তাহা আর কি বলিব?

বামনপুরাণে

যে কীর্ত্তয়ন্তি বরদং বরপদ্মনাভং
শঙ্খাব্জচক্রশরচাপগদাসি-হস্তম্।
পদ্মালয়-বদন-পঙ্কজ ষট্‌পদাঙ্কং
নূনং প্রযান্তি সদনং মধুঘাতিনস্তে ॥

বরদাতা পদ্মনাভ শঙ্খচক্র-গদা-পদ্ম-শরচাপ ও অসিধারী কমলার বদন-কমলের ভ্রমর তুল্য নারায়ণের নাম কীর্ত্তনে যাহারা রত, তাঁহারা নিশ্চয়ই তৎসদনে গমন করেন।

আঙ্গিরসপুরাণে—

বাসুদেবেতি মনুজ উচ্চার্য্য ভব-ভীতিতঃ।
তন্মুক্তঃ পদমাপ্নোতি বিষ্ণোরেব ন সংশয়ঃ ॥

ভবভয়-নিবন্ধন যিনি বাসুদেব নাম উচ্চারণ করেন তিনি ভবভয় হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন।

নন্দিপুরাণে—

সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকম্।
নাম-সঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে যাহারা মহাপাতক অনুষ্ঠান করে, নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহারা বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

বিশেষতঃ কলৌ দ্বাদশ স্কন্ধে—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥

হে রাজন্, কলির নিখিল দোষ সত্ত্বেও এই একটি গুণ দেখিতে পাওয়া

যায় যে লোকে হরিনাম কীর্ত্তন করিলে বন্ধমুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে।

গারুড়ে অম্বরীষ প্রতি শুকদেব বলিতেছেন—

যদিচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানাদ্ যৎ পরম্ পদম্।
তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দ-কীর্ত্তনম্॥

হে রাজেন্দ্র তুমি যদি পরম জ্ঞান এবং তাহা হইতে পরমপদ পাইতে কামনা কর, তাহা হইলে পরম সমাদরে গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিতে থাক।

শ্রীভগবৎ-প্রীণনত্ব—

বাসুদেবস্য সঙ্কীর্ত্ত্যা সুরাপো ব্যাধিতোপি বা।
মুক্তোজায়েত নিয়তং মহাবিষ্ণুঃ প্রসীদতি॥ বারাহে

রোগী বা মদ্যপায়ীও যদি বাসুদেবের নাম কীর্ত্তন করে, তবে সে ব্যক্তি নিত্য মুক্ত হয়।

নাম-সঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুতৃট্প্রস্খলিতাদিষু।
করোতি সততং বিপ্রা স্তস্য প্রীতোহ্যধোক্ষজঃ। বৃহন্নারদীয়ে

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও প্রস্খলনাদিতেও যে ব্যক্তি নাম-সঙ্কীর্ত্তন করে, হে বিপ্রগণ কেশব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। যদিও অত্যন্ত অভ্যাস বলে ক্ষুধা তৃষ্ণাদির দ্বারা বিকল হইয়া স্বতঃই নামসঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহাতে নামে চিত্তবৃত্তি প্রযুক্ত না থাকিলেও এ অবস্থাতে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রাশস্ত্য ও সর্ব্বদা নাম-পরত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি এস্থলে ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বিবশত্বমাত্রই ধ্বনিত হইল।

বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে—

নাম-সঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট প্রস্খলিতাদিষু।
যঃ করোতি মহাভাগ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥

শ্রীভগবদ্বশীকারিত্ব

মহাভারতে—

ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥

আমি অতিদূরে থাকিলেও শ্রীমতী দ্রৌপদী সাক্ষাৎ সম্বোধনের ন্যায় সম্বোধন করিতে না পারিলেও বহুদূর হইতে তিনি যে আমায় হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট আমার এই ঋণ শনৈঃ শনৈঃ বাড়িয়া যাইতেছে। তিনি পরম আর্ত্তিতে আমায় ডাকিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার নিকট আমি চিরদিনই ঋণী রহিয়াছি। এ কথা কিছুতেই আমার হৃদয় হইতে বিসারিত হইতেছে না।

আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে—

গীত্বা চ মম নামানি নর্ত্তয়েন্মম সন্নিধৌ।
ইদং ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তেন চার্জ্জুন॥
গীত্বা চ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো জনার্দ্দনঃ॥

হে অর্জ্জুন আমি সত্য বলিতেছি যাহারা আমার সমক্ষে আমার নাম গান করে. নৃত্য করে; আমি তাহাদের ক্রীত হইয়া থাকি, যাহারা আমার শ্রীমূর্ত্তির সমক্ষে নাম গান রোদন করে, আমি জনার্দ্দন অন্য কাহারও ক্রীত না হইয়া তাহাদের ক্রীত হই।

শ্রীমৎ টীকাকার জনার্দ্দন শব্দের অর্থ করিয়াছেন—জনৈ র্জীবৈঃ সর্ব্বৈঃ সেবিতুং অর্দ্দ্যতে যাচ্যতে নতু প্রাপ্যতে ইতি জনার্দ্দনঃ। অর্থাৎ জনগণ সেবার জন্য ইহার প্রার্থনা করেন, কিন্তু তথাপি ইনি সহজে তাঁহাদের প্রাপ্য নহেন, তাই ইহার নাম জনার্দ্দন। শ্রীভগবান্ এরূপ জনার্দ্দন

হইলেও যাহারা তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে রোদন করে, তিনি অন্যের অলভ্য হইলেও সর্ব্বতোভাবে তাহাদের বশীভূত হইয়া থাকেন।

বিষ্ণুধর্ম্মে প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

জিতন্তেন জিতন্তেন জিতন্তেনেতি নিশ্চিতম্।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে হরি এই অক্ষরদ্বয় বর্ত্তমান, তিনি নিশ্চয়ই ভগবানকে বশীভূত করিয়াছেন।

স্বতঃ পরম-পুরুষার্থত্ব—

স্কান্দে কাশীখণ্ডে বৈশাখ মাহাত্ম্যে—

ইদমেবহি মাঙ্গল্য মেতদেব ধনার্জ্জনম্।
জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্ যদ্দামোদর-কীর্ত্তনম্॥

শ্রীমদ্দামোদর-নাম কীর্ত্তনই সর্ব্বমঙ্গলের আকর-স্বরূপ, অথবা সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল কর্ম্মের ফলস্বরূপ। ধনার্জ্জন পুরুষার্থতা বটে। কিন্তু নাম-সঙ্কীর্ত্তন স্বতঃই পরমপুরুষার্থত্ব। সুতরাং নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বপুরুষার্থতার সার। অথবা ধন শব্দের অর্থ এখানে প্রেম! কেননা প্রেমই পরম ধন। এই নাম-কীর্ত্তনই জীবনের মহাফল।

প্রভাস খণ্ডে—

মধুর-মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

হে ভৃগুবর এই নাম মধুর হইতেও মধুর, এবং সর্ব্ব মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ। ইহা সর্ব্ববেদবল্লীর অতি সৎফল এবং পরব্রহ্ম স্বরূপ। সুতরাং যে

কোন প্রকারে হেলায় হউক, শ্রদ্ধায় হউক, একবার মাত্রও কীর্ত্তিত হইলে এই কৃষ্ণ নাম মোক্ষ প্রদান করেন। এই পদ্যে যে "পরিগীতম" পদটী আছে তাহার অর্থ এই যে অব্যক্ত বা অসম্পূর্ণরূপে উচ্চারিত হইলেও মোক্ষ ফলপ্রদ হয়েন। শ্রীনাম সর্ব্ববেদের সার হইলেও চণ্ডালাদিরও গেয়।

বিষ্ণু-রহস্যে ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

এতদেব পরংজ্ঞানমেতদেব পরং তপঃ।
এতদেব পরং তত্ত্বংবাসুদেবস্য কীর্ত্তনম্॥

বাসুদেব কীর্ত্তনই পরমজ্ঞান এবং উহাই পরম তপস্যা অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা বা সমাধি; উহাই পরম বস্তু। পরম জ্ঞানাদিই সাধ্য। নাম-কীর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে তাদৃশ ফলপ্রদ। প্রত্যুত ঐ সকল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ-সাধন। এতদ্দ্বারা নাম কীর্ত্তনের পরম ফল সিদ্ধ হইল।

এই প্রকারে নাম কীর্ত্তনের পরম সাধনত্ব ও সাধ্যত্ব বিষয়ে আলোচনা করিয়া এক্ষণে স্বতঃ পরম পুরুষার্থরূপ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি ভক্তিপ্রকার সমূহের মধ্যে নাম কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা-বর্ণন করার জন্য মুক্তা ফলাদি গ্রন্থ-কারগণ-সম্মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মরণ অপেক্ষাও যে নাম-কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ, তাহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার সপ্রমাণ করিয়াছেন।

ভক্তি-প্রকার সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা।

শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পাদসেবন প্রভৃতি নবধা ভক্তি অঙ্গ স্বতঃই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু এই সকলের মধ্যে আবার নাম-কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মুক্তাফলাদি গ্রন্থকারগণ স্মরণেরই শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ স্মরণ হইতেও শ্রীমন্নাম-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যাধিক্য শাস্ত্র-সম্মত সৎ-সিদ্ধান্ত। যথা বৈষ্ণব চিন্তামণিতে শিব-উমা-সংবাদে—

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দন-মাত্রেন কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্ ॥

বিষ্ণু-স্মরণ করিলে সংসার দুঃখের মূল স্বরূপ পাপ বিনষ্ট হয়। কিন্তু মন নিগ্রহ করিতে না পারিলে স্মরণ-ব্যাপার সংসাধিত হয় না। সুতরাং স্মরণ ব্যাপারটা অতীব দুস্কর কার্য্য। উহা বহুল আয়াস সাধ্য। কিন্তু কীর্ত্তন কার্য্যটি ওষ্ঠ-স্পন্দন মাত্রেই সম্পন্ন হইয়া পাপের মূল নষ্ট করেন। সুতরাং স্মরণ হইতে কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। অথবা স্মরণ হইতে কীর্ত্তনই সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ। শ্রীনাম কীর্ত্তনে মন শ্রবণ ও বাগিন্দ্রিয়াদি ব্যাপিয়া সুখ-বিশেষ অনুভূত হইয়া থাকে। শ্রীভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে এই সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। ইহাই শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসের টীকার অভি-প্রেত। অপিশ্চ স্মরণাদিও পূজার অঙ্গ। সুতরাং স্মরণ অপেক্ষা পূজা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পূজাপেক্ষাও নাম কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ।

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেব সমুর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরি-নামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥

যিনি শত শত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সম্যক্ প্রকার বাসুদেবের অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই হরিনাম সমূহ সর্ব্বদা বিরাজমান থাকেন।

বিশেষতঃ কলিযুগে নামই প্রধানতম সাধন তদ্ যথা বিষ্ণু-রহস্যে—

যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দ-কীর্ত্তনাৎ।

অর্থাৎ সত্যযুগে ভক্তি সহকারে শত শত যজ্ঞদ্বারা হরির পূজন করিলে যে ফল হয়, কলিযুগে কেবল গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন দ্বারাই সে ফল লাভ করা যায়। এস্থলে সত্যযুগের কথা বলা হইল কেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে যজ্ঞাদির জন্য অশেষ বিশুদ্ধ দ্রব্যাদির প্রয়োজন। সত্যযুগে সেই সকল

বিশুদ্ধ যজ্ঞ সামগ্রী সুলভ ছিল। তাহাতে যজ্ঞ সুসিদ্ধ ও সমধিক ফলবান হইত। অনন্যা ভক্তি তো দূরের কথা, শ্রবণ-স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গদ্বারা যে ফল লাভ হয় অথবা বিশুদ্ধ যজ্ঞ সামগ্রী দ্বারা শত শত যজ্ঞ দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিতে কেবল এক গোবিন্দ নাম-কীর্ত্তন দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। স্থান সমূহের মধ্যে যেমন মথুরা শ্রেষ্ঠ, মাসের মধ্যে যেমন কার্ত্তিকাদি তিনটী মাস শ্রেষ্ঠ, তিথি সমূহের মধ্যে যেমন একাদশী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ, যুগসমূহের মধ্যেও তেমনি কলিযুগ শ্রেষ্ঠ। কার্ত্তিকাদি মাসে ও একাদশ্যাদি তিথিতে স্বল্পমাত্রায় ভক্তিজনক কার্য্য করিলেও অধিক ফল হয়। সেই প্রকার কলিযুগেও অল্পমাত্র সাধনাতেই বহুফল লাভ হইয়া থাকে।

কলিযুগে অল্পমাত্র সাধনাতেই বহুফল লাভ হইয়া থাকে। অন্যান্য যুগাপেক্ষা কলিযুগের শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, অতএব এই কলি-যুগে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং এইকালে ভগবদ্ভজনের সবিশেষ শ্রেষ্ঠতা অতীব যুক্তিযুক্ত। প্রথমস্কন্দে সুত বলেন—

কুশলন্যাশু সিদ্ধন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ।

একাদশ স্কন্দে শ্রীকরভাজন বলেন—

"কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।"

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ ইত্যাদি।

এই কলিযুগের মাহাত্ম্য বিশেষ যুক্তিযুক্ত বটে। তবে যে শাস্ত্রে স্থানে স্থানে কলিতে পাপ উপদ্রবাদি বিবিধ ধর্ম্মবিঘ্নাদির কথা শুনা যায় এবং বহির্দৃষ্টিতে কলির নিন্দাদি শুনা যায়, সে সকল উক্তি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে, পুরপালকগণ ও শ্রীরুদ্রগণাদিকে দৈত্যরাক্ষস বলিয়া শুনা যায়, উহা বহিরঙ্গদের বহির্দৃষ্টির ভ্রম ধারণা মাত্র। সুতরাং কলিমাহাত্ম্য শাস্ত্রসিদ্ধ ও শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥

সত্যযুগে চিত্তের পরম শুদ্ধতা জন্য ধ্যানের দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ হয়, ত্রেতা যুগে সর্ব্ববেদ প্রবৃত্তি দ্বারা ও যজ্ঞাদি দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ হয়, দ্বাপরে শ্রীমূর্ত্তি-বিশেষে প্রবৃত্তি দ্বারা অর্চ্চনায় যে সিদ্ধিলাভ হয়, কলিতে কেবল শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন দ্বারাই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। অন্যান্য যুগের সর্ব্বসাধনাই এই নাম কীর্ত্তনের অন্তর্ভূত। কলিতে কেবল নাম-কীর্ত্তন করিলেই এই সকল সিদ্ধিলাভ হয়। "সঙ্কীর্ত্ত্য" পদের অর্থ—সম্যক উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা। ইহাতে নিজের আনন্দ ও শ্রোতাদের আনন্দ সঞ্জাত হয়। উহার ফলে মাহাত্ম্য-বিশেস সম্পাদিত হয়।

দ্বাদশ স্কন্ধে—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুধ্যান-পরায়ণের যে ফললাভ হয়, ত্রেতায় বিষ্ণুযাজ্ঞিকের যে সিদ্ধিলাভ ঘটে এবং দ্বাপর শ্রীবিষ্ণু অর্চ্চনাকারীর যে ফল হয়, কলিতে কেবল হরি এই অক্ষরদ্বয়ের কীর্ত্তনেই সেই সকল ফললাভ হইয়া থাকে।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃসঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ একাদশে।

নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ দ্বারাই যে কলির উপাস্য শ্রীকৃষ্ণবর্ণদ্বয় উচ্চারণ-কারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং শ্রীভগবানের উপাসনা করা সুবিজ্ঞজনসম্মত

অপিচ—

নামযুক্তান্ জনান্ দৃষ্ট্বা স্নিগ্ধো ভবতি যো নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ় মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়ঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন॥

হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি নামযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া স্নিগ্ধ হয়, সে পরমস্থান প্রাপ্ত হয় এবং বিষ্ণুর নিকটে থাকিয়া আনন্দ উপভোগ করে। এই জন্য তুমি একাগ্রচিত্তে নাম ভজনা কর কেন না নামকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি আমার প্রিয়। অর্জ্জুন, তুমি সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন কর।

অতঃপরে নামজপ নামশ্রবণ ও নাম স্মরণের বিষয় শ্রীহরি ভক্তিবিলাসে আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে টীকাকারা মহোদয় বলেন নামকীর্ত্তনের সহিত নামজপাদির অল্পই ভেদ আছে। জপ তিন প্রকার, বাচিক, উপাংশু ও মানসিক। ঈষৎ ওষ্ঠ চালন দ্বারা পুনঃ পুনঃ নামের মৃদু উচ্চারণের নামই উপাংশুজপ। এই উপাংশু জপই এস্থলে গ্রাহ্য। বাচিকজপ-কীর্ত্তনেরই অন্তর্গত, আর মানসিকজপ স্মরণের অন্তর্গত। লঘু লঘু উচ্চারণকে ও কোন কোন স্থলে স্মরণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

শ্রীমন্নামজপ মাহাত্ম্য।

বিষ্ণুরহস্যে ভগবদুক্তি :—

সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধোবাহু
মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দ্দনেতি
জীবন্ জপত্যনুদিনং মরণে ঋণীব
পাষাণ-কাষ্ঠ সদৃশায় দদাম্যভীষ্টম্॥

ঋণীব্যক্তির মনে সর্ব্বদাই এক প্রবল চিন্তা—হায় আমি অমুকের

নিকট ঋণ করিয়াছি, এই ঋণ শোধ করিতে পারি নাই। এই ব্যক্তি যেমন ঋণদাতার নাম জীবনে মরণে সর্ব্বদাই জপ করে, সেইরূপ জীবনে মরণে যে জন মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দ্দন ইত্যাদি নাম জপ করে, তাদৃশ ব্যক্তি জ্ঞানহীন ভক্তিরসহীন পরম নীরস হৃদয়বিশিষ্ট জনকেও আমি আমার অতি প্রিয়বস্তু দান করি। অথবা ঋণী শব্দটীকে শ্রীভগবানের বিশেষণ করিয়া এই অর্থ করা যায় যে আমি তাহার নিকট ঋণী অর্থাৎ বশ্যতা প্রাপ্ত হইয়া তাহার দেহান্ত হইলেও তাহাকে অভীষ্ট প্রদান করি। 'ইব' শব্দের অর্থ লোকোক্তরীতি অনুসারে। অথবা অন্য প্রকার অর্থও হইতে পারে। তাহা এই যে আমি একবারমাত্র নামকীর্ত্তনকারী পাষাণ-সদৃশ হৃদয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও পরম অভীষ্ট প্রদান করি, যে ব্যক্তি জীবনে মরণে বহুবার বহুবিধ ভাবে আমার নাম জপ করে আমি তাহার নিকট প্রকৃত পক্ষেই ঋণীর ন্যায় বশীভূত হইয়া থাকি।

কাশী খণ্ডে অগ্নিবিন্দু স্তুতিতে লিখিত আছে :—

নারায়ণেতি নরকার্ণব তারণেতি
দামোদরেতি মধুহেতি চতুর্ভুজেতি
বিশ্বেশ্বরেতি বিরজেতি জনার্দ্দনেতি
ক্বাস্তীহ জন্ম জপতাং ক্ব কৃতান্তভীতিঃ।

যাঁহারা অণুক্ষণ হে নারায়ণ, হে নরকার্ণবতারণ, হে দামোদর হে মধুসূদন, হে চতুর্ভুজ, হে বিশ্বেশ্বর, হে বিরজ, হে জনার্দ্দন ইত্যাদি নাম জপ করেন, তাঁহাদের জন্মই বা কোথায়, অথবা কৃতান্তভয়ই বা কোথায়?

পাদ্মে বৈশাখ মাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণ সংবাদে—

বাসুদেব জপাসক্তানপি পাপকৃতোজনান্।
নোপসর্গন্তি বৈ বিপ্র! যমদূতাশ্চ দারুণাঃ॥

পাপকারী ব্যক্তিগণও যদি হরিনাম জপে একান্ত আসক্ত চিত্তে হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকট কোন বিঘ্ন,—এমন কি যমদূতেরাও অগ্রসর হইতে পারে না।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

ক্ব নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তিলক্ষণম্।
ক্ব জপো বাসুদেবেতি মুক্তিবীজমনুত্তমম্॥

স্বর্গ গমনে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়, বাসুদেব নামজপে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং নামজপ সাধনার সমক্ষে স্বর্গ লাভের সাধনা অতি তুচ্ছ।

শ্রীমন্নামস্মরণ-মাহাত্ম্য।

ইতিহাস সমুচ্চয়ে—

স্বপ্নেঽপি নাম-স্মৃতিরাদি পুংসঃ
ক্ষয়ং করোত্যাহিত পাপরাশেঃ
প্রযত্নতঃ কিং পুনরাদিপুংসঃ
প্রকীর্ত্তিতে নাম জনার্দ্দনস্য।

যখন আদিপুরুষ পুরুষোত্তমের নাম স্বপ্নেও স্মৃত হইলে সঞ্চিত সমস্ত পাপের ক্ষয়সাধন করে, যত্নপূর্ব্বক তাঁহার নামকীর্ত্তন করিলে যে কি ফল লাভ হয়, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে?।

লঘুভাগবতামৃতে—

তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু কৃতার্থা নৃপ নিশ্চিতম্।
স্মরন্তি যে স্মারয়ন্তি হরের্নাম কলৌ যুগে॥

এই কলিযুগে সেই সকল মনুষ্যই ভাগ্যবান্ ও কৃতার্থ যাহারা হরিনাম স্মরণ করেন ও স্মরণ করান।

পদ্মপুরাণে দেবহূতি স্তুতিতে—

প্রয়াণে চাপ্রয়াণেচ যন্নাম স্মরণান্নৃণাম্।
সদা নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে॥

যাঁহার নাম জীবনে ও মরণে স্মরণ করিলে মনুষ্যগণের পাপরাশি সদ্য সদ্য বিনষ্ট হয় আমি সেই চিদাত্মাকে নমস্কার করি।

তত্রৈবোত্তর খণ্ডে—

যন্নাম স্মরণাদেব পাপিনামপি সত্বরম্।
মুক্তির্ভবতি জন্তূনাং ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্লভা॥

শ্রীহরির নাম স্মরণ করিলে পাপীদিগেরও ব্রহ্ম-দুর্লভা মুক্তি হয়।

ব্রহ্মবৈবর্তে—

যদনুধ্যান-দাবাগ্নিদগ্ধকর্ম্মতৃণঃ পুমান্।
বিশুদ্ধঃ পশ্যতি ব্যক্তমব্যক্তমপি কেশবম্॥
তদস্য নাম জীবস্য পতিতস্য ভবাম্বুধৌ।
হস্তাবলম্বদানায় প্রবীণোনাপরো হরেঃ॥

যেরূপ অগ্নি সংযোগে তৃণরাশি দগ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ যাঁহার ধ্যানরূপ দাবাগ্নি সংযোগে জীবের কর্ম্মরূপ তৃণ সকল দগ্ধ হইয়া অব্যক্ত কেশবের ব্যক্ত মূর্ত্তি সন্দর্শন ঘটে, এতাদৃশ শ্রীভগবানের নাম ভবসাগরে নিপতিত নিরন্তর দুঃখভোগী জীবের পরিত্রাণের জন্য হস্তাবলম্ব হইয়া দাঁড়ান। অতএব হরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কি আছে? শ্রীভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে এই বিষয় বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

জাবালী সংহিতায় লিখিত আছে—

হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং শ্রেয়ঃ নিরন্তরম্ ।
কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্বৃতী র্বহুধেচ্ছতা ॥

যিনি নানাপ্রকার আনন্দলাভের ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে হরিনাম পরম জপ্য ধ্যেয়, গেয়, এবং কীর্ত্তনীয়।

শ্রীভগবন্নাম মাহাত্ম্য

বৃহন্নারদীয় শ্রীমন্নারদ বলেন—

যন্নাম শ্রবণেনাপি মহাপাতকিনোঽপি যে ।
পাবনত্বং প্রপদ্যন্তে কথং তুষ্যামি ক্ষুন্নধিঃ ॥

যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রে মহাপাতকীরাও পবিত্রতা লাভ করেন, ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমি তাঁহার কি স্তুতি করিব ?

ইতিহাসোত্তমে—

শ্রুতং সঙ্কীর্ত্তিতং বাপি হরেরাশ্চর্য্য কর্ম্মণঃ ।
দহত্যেনাংসি সর্ব্বাণি প্রসঙ্গাৎ কিমু ভক্তিতঃ ॥

আশ্চর্য্যকর্ম্মা হরির নাম প্রসঙ্গতঃ শ্রবণ করিলে বা কীর্ত্তন করিলেই সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নাম কীর্ত্তিত বা শ্রুত হইলে যে কত ফল লাভ হয়, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব।

শ্রীভাগবতে ষষ্ঠস্কন্দে চিত্রকেতু বলিতেছেন—

নহি ভগবন্নঘটিত মিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ ।
যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ ॥

হে ভগবন্ আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া তাহার ফলে পুক্কশও যখন সাক্ষাৎ অর্থাৎ সশরীরে মুক্তি পায়, তখন আপনার দর্শন-লাভে মানুষের সমস্ত পাপরাশি যে বিনষ্ট হইবে না, একথা একান্তই অসম্ভব।

পদ্যাবলী হইতে সংগৃহীত।

শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামি মহোদয় তৎসংগৃহীত পদ্যাবলী গ্রন্থে নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই সকল শ্লোক ঋষি-বিরচিত না হইলেও ভক্তভাবাপন্ন সৎকবি বিরচিত তদ্‌যথা--

১। অলমলমিয়মেব প্রাণিণাং পাতকানাং
নিরসন-বিষয়ে যা কৃষ্ণকৃষ্ণেতি বাণী
যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দ-সান্দ্রা
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষ-সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীঃ।

সর্ব্বজ্ঞকৃত।

প্রাণিগণের পাতকরাশি-নিরসনের পক্ষে এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাণীই অতিশয় সমর্থা। মুকুন্দের জ্ঞানানন্দঘন ভক্তির উদ্রেক হইলে উঁহারই পাদপদ্মে মোক্ষ সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী বিলুঠিতা হয়েন। শ্রীনাম-সাধনেই আনন্দঘন ভক্তির উদ্রেক হয়। সেই ভক্তি দেবী যখন হৃদয় অধিকার করেন, তখন মোক্ষ-সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী দাসীর ন্যায় স্বতঃই উহার চরণতলে লুটাইয়া পড়েন।

এই পদে যে অলং শব্দ আছে উহার একটী অর্থ পর্য্যাপ্ত অতিশয়। অর্থাৎ অল্প পাপে মহাপ্রায়শ্চিত্তের ন্যায় অতিশয় অধিক। পাপনিরসনের পক্ষে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপায় আছে। লোকে যেমন কথায় বলে "মশা মারিতে কামান দাগা" এই অর্থেও অলং শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। উহাতে বারণার্থ বুঝায়। অমরকোষে "অলং ভূষণ পর্য্যাপ্তি শক্তিবারণ বাচকমিতি।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীনারদপঞ্চরাত্র হইতে উদ্ধৃত এই ধরণের একটি শ্লোক আছে তদ্‌যথা :—

হরিভক্তি-মহাদেব্যাঃ সর্ব্বমুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥

২। শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী বলেন—

জ্ঞানমস্তি তুলিতং তুলায়াম্
প্রেম নৈব তুলিতং তু তুলায়াম্
সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াম্।
কৃষ্ণ-নাম তুলিতং ন তুলায়াম্।

জ্ঞান তৌল-যন্ত্রে তুলিত হইতে পারে, কিন্তু প্রেম তুলিত হয় না; সিদ্ধি তুলিত হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ নাম তুলায় তুলিত হয় না। সত্যভামার যজ্ঞ-দক্ষিণাদানে দেখা গিয়াছিল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও তুলসী পত্রে লিখিত কৃষ্ণ নাম অধিকতর ভারী হইয়া তৌল পাত্র মৃত্তিকায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞান উপাধি-নিবর্ত্তক ও মোক্ষ দায়ক। সাধন-ভক্তির প্রারম্ভেই নিখিল উপাধি বিনষ্ট হয়, অন্যাভিলাষিতা দূরীভূত হয়, চিত্ত শক্তি লাভ করে, ব্রহ্মজ্ঞানজনিত মোক্ষ সহজে সাধন-ভক্তির প্রভাবে সাধকের সমায়াত্ত হয়। কিন্তু শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনামৎসেবনং জনাঃ॥

মোক্ষ হইতে যে ভগবৎসেবা অধিকতর বাঞ্ছনীয় ইহাতে তাহাই সপ্রমাণ হইল। কিন্তু প্রেমের তুলনা হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্ উক্তি এই যে—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥

গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তজনের পক্ষে যেরূপ সুখপ্রদ বা সুখকর, আত্মভূত জ্ঞানীদের পক্ষে তাদৃশ আনন্দজনক নহেন। অর্থাৎ জ্ঞানে তাদৃশ আনন্দানুভব হয় না, প্রেম-ভক্তিতে যেরূপ আনন্দ হয়।

একাদশ স্কন্ধে জায়ন্তেয় উপাখ্যানে লিখিত আছে—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ
হরিরবশাভিহিতো ঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়-রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ।

অবশে অভিহিত হইলেও যিনি সাধকের নিখিল পাপ বিনষ্ট করেন, এতাদৃশ হরির শ্রীপাদপদ্ম যিনি প্রেমরজ্জুতে হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং যাঁহার হৃদয় হইতে শ্রীহরি কখনও দূরীভূত হন না, তাঁহাকে ভাগবত-প্রধান বলিয়া জানিবে।

প্রেমের ভগবদ্বশীকারিণী শক্তি ভক্তি-শাস্ত্রে বহু স্থানে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞান বা জ্ঞান-ফল মুক্তির সহিত ভক্তির তুলনাই হয় না। প্রেম-ভক্তির সহিত কাহারও তুলনা হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে লিখিত হইয়াছে—

যৎকর্ম্মভি র্যৎতপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥

অপিচ—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্

ন যোগ-সিদ্ধিরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥

যিনি আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন,—ব্রহ্মপদ, মহেন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমত্ব, পাতালাধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ এতৎ সকলই তাঁহার সমক্ষে অতি তুচ্ছ।

শ্রীভাগবতে বহে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাং
জ্ঞানবৈরাগ্য-বীর্য্যানাং নেহ কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ॥

শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যাহারা ভক্তি বহন করেন, জ্ঞান, বৈরাগ্য, বীর্য্য প্রভৃতি ভগবত্তার জন্য তাঁহারা লালায়িত নহেন।

বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের উক্তি এই যে—

ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিতা ত্বয়ি।

নিখিল জগতের মূলস্বরূপ আপনাতে যাহাদের ভক্তি অর্পিত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে ধর্ম্মার্থ কামের কোনও প্রয়োজন নাই। মুক্তি তো তাহাদের করস্থিতা।

ভক্তি যোগই পরম ধর্ম্ম।

স্মৃত্যাদি উক্ত ধর্ম্ম বটে কিন্তু পরম ধর্ম্ম নহে। শ্রীভাগবত বলেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোহক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

যাঁহার নামে, যাঁহার চিন্তনে ও অনুধ্যানে জাগতিক নিখিল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ তুচ্ছ হইয়া পড়ে, তিনি অধোক্ষজ। যে সকল ধর্ম্ম করিলে

এই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তির উদয় হয়, তাহাই পরম ধর্ম্ম। কেন না তাদৃশ ভক্তি দ্বারাই আত্মা প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন। সেই সকল কর্ম্মও ভক্ত্যঙ্গ কর্ম্ম, সুতরাং উহারা ভক্তি-যোগ। শ্রীভাগবতে ষষ্ঠে উক্ত হইয়াছে—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পর স্মৃতঃ।
ভক্তি-যোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥

এই লোকজনগণের ইহাই পরম ধর্ম্ম,—তাঁহার নামগ্রহণাদি দ্বারা তাঁহাতে ভক্তিযোগ-স্থাপন। শ্রীপাদ সনাতন শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন--

তস্য ভগবতো নাম গ্রহণাদিভিরতো ভক্তের্নাম গ্রহণপ্রধানতাভিপ্রেতা। অর্থাৎ নাম গ্রহণেই ভক্তির প্রধানতা ইহাই অভিপ্রেত।

অংহসংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য
তরণিরিব তিমিরজলধিং
জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।

সূর্যদেব উদিত হইয়া যেমন অন্ধকার-রাশি বিনাশ করেন, তেমনি শ্রীহরির নামোচ্চারণে নিখিল পাপ রাশি বিনষ্ট হয়। এই শ্রীহরি নামের জয় হউক।

এই পদ্যটী শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামি-কৃত। কিন্তু কলিকাতায় প্রকাশিত একখানি ক্ষুদ্র আয়তন পদ্যবলীতে এই শ্লোকটি শ্রীলক্ষ্মীধর কৃত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। হরিনাম যে কেবল পাপহারি তাহা নহে, জগতের সুমঙ্গলপ্রদ। যিনি নামোচ্চারণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়, যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহাদেরও মঙ্গল হয়। শ্রীনামোচ্চারণ-শব্দজনিত

বায়ুতে যে বিকম্পন-তরঙ্গ (vibrations) উপস্থিত হয়, তাহাতে জগতের মঙ্গল সাধিত হয়। এইজন্য নাম,—পরম স্বস্ত্যয়ন। ওলাউঠা প্রভৃতি জনপদ-ধ্বংশকর মহামারী উপস্থিত হইলে কেবল শ্রীনাম কীর্ত্তন দ্বারাই সেই মহোপদ্রব প্রশান্ত হইয়া থাকে, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; সুতরাং "জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম" ইহা অতি সত্য কথা। এই পদ্যটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীপাদ হরিদাসের শ্রীমুখে উক্ত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপ ক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥
আনুসঙ্গিক ফল নামের মুক্তি, পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥
হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হতে, আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির হয় ভয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম আদি পরকাশ॥
ঐছে নমোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যেই মুক্তি না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে॥

অজ্ঞাত নামা জনৈক ভক্তের একটি পদ্য এই :—

চতুর্ণাং বেদানাং হৃদয়মিদ মাকৃষ্য হরিণা
চতুর্ভির্যদ্বর্ণৈঃ স্ফুটমঘটি নারায়ণ-পদম্

তদেতদ্ গায়ন্তো বয়মনিশ মাত্মানমধুনা
পুণীমো জানীমো ন পরিতোষায় কিমপি।

বেদকর্ত্তা হরি চতুর্ব্বেদের হৃদয় আকর্ষণ পূর্ব্বক চারিটি বর্ণে "নারায়ণ" এই পদটি রচিত করিয়াছেন। জগৎ নিস্তারের জন্যই এই নাম প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা অধুনা সতত এই নাম কীর্ত্তন করিয়া আত্মশোধন করিব; এতদ্ব্যতীত হরি-পরিতোষণের জন্য যে আর কি আছে তাহা জানি না।

শ্রীকৃষ্ণ নামে রুচি শীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে মুক্তি অপেক্ষাও শ্রীভগবানের নাম-রস-পানের সুখাধিক্য বেশী,—তৎ প্রদর্শনের জন্য শ্রীমৎ ঈশ্বর পুরীকৃত একটি পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্‌যথা—

যোগশ্রুত্যপপত্তি-নির্জ্জনবন-ধ্যানাধ্বসম্ভাবিত-
স্বারাজ্যং প্রতিপাদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ।
অস্মাকন্তু কদম্ব-কুঞ্জ-কুহর-প্রোন্মীলদিন্দীবর-
শ্রেণী-শ্যামলধাম-নাম-জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-নিরত দ্বিজগণ ধ্যান-ধারণাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান, শ্রুতির অনুশীলন, নির্জ্জন বনে চিত্তৈকাগ্রতা-সাধনের জন্য ধ্যান, তীর্থ-পর্য্যটনাদি দ্বারা সম্ভাবিত নির্ভয় স্বারাজ্য লাভ করিয়া মুক্ত হইতে যদি বাসনা করেন, তাঁহারা তাহা করুন। কিন্তু আমরা কদম্বকুঞ্জমধ্যবর্ত্তী নববিকশিত ইন্দীবর-শ্রেণী-শ্যামল শ্যামসুন্দরের নাম-গান-সুখে মগ্ন হইয়া যেন লক্ষ জন্ম যাপন করিতে পারি।

আর কোনও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকৃত একটি নাম মাহাত্ম্যসূচক পদ্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তদ্‌যথা—

কল্যানাণাং নিধানং কলিমল-মথনং পাবনং পাবনাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদ-প্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানম্

বিশ্রাম-স্থানমেকং কবিবর-বচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণ-নাম।

শ্রীকৃষ্ণ-নাম নিখিল কল্যাণের নিধান, কলিকাল-জনিত পাপ রাশির বিনাশক, পবিত্রতাকর উপায় বা বস্তু সমূহ হইতেও অতিশয় পবিত্রতম। যাঁহারা মুক্তি কামনা করেন, তাঁহাদের পরমপদ প্রাপ্তির পাথেয়-স্বরূপ, নারদ ব্যাস শুকাদি প্রেমিক ভক্তগণের বাক্যের বিশ্রাম স্থান, সাধু ভক্ত-গণের জীবন তুল্য এবং ধর্ম্ম বৃক্ষের বীজ স্বরূপ—হে ভক্তগণ এতাদৃশ কৃষ্ণ-নাম আপনাদের মঙ্গল জনক হউক। শ্রীকৃষ্ণ-নাম যে শ্রীকৃষ্ণবৎ সর্ব্বগুণাশ্রয়, এই পদ্যে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

অতঃপরে অজ্ঞাতনামা কোন কবিকৃত একটি পদ্য যথা :—

বেপন্তে দুরিতানি মোহমহিমা সন্দোহমালম্বতে
সাতঙ্কং নখরঞ্জনীং কলয়তি শ্রীচিত্রগুপ্তঃকৃতী
সানন্দং মধুপর্ক-সংভৃতিবিধৌ বেধাঃ করোত্যোদ্যমং
বক্তুং নাম্নি তবেশ্বরাভিলষিতে ব্রূমঃ কিমন্যৎ পরম্।

হে ঈশ, তোমার নাম-কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলে পাপ সকল কম্পিত হয়, মোহ-মহিমা বিমূর্চ্ছিত হয়, সুনিপুণ চিত্রগুপ্ত শঙ্কিত হইয়া পূর্ব্ব লিখিত পাপীদের তালিকা হইতে নাম গ্রহণকারী পাপীর নাম নরুণ দ্বারা তুলিয়া ফেলিতে ব্যতিব্যস্ত হন। তাঁহার সশঙ্ক হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে বিলম্ব হইলে ধর্ম্মরাজ অসন্তুষ্ট হইবেন। যে ব্যক্তি শ্রীভগবন্নাম গ্রহণ করিতেছে পাপিশ্রেণীতে তাঁহার নাম থাকা মহাদোষ। নামোচ্চারণ-কারী ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ গমন করিবেন এই মনে করিয়া বিধাতা আনন্দ সহকারে তাঁহার সাদর অভ্যর্থনার জন্য মধুপর্ক ধারণ করেন, শ্রীনাম গ্রহণের যে কি মাহাত্ম্য, তাহা কেহ বা জানে আর কেহ বা বলিতে পারে?

নাম-মাহাত্ম্যসূচক নিম্ন লিখিত পদ্যটি আনন্দাচার্য্য কৃত—

কঃ পরেত-নগরী-পুরন্দরঃ
কোভবেদথ তদীয় কিঙ্করঃ
কৃষ্ণ নাম জগদেকমঙ্গলম্
কণ্ঠ-পীঠমুররীকরোতি চেৎ।

জগতের একমাত্র মঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণ-নাম যদি কণ্ঠপীঠক অঙ্গীকার করেন, অর্থাৎ নরনারীগণের কণ্ঠ পীঠে সমাসীন হন, তাহা হইলে প্রেতপুর-পুরন্দরের আর অধিকার থাকে কোথায়? কেই বা তাঁহার কিঙ্কর হয়?

অতঃপরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব মহাপ্রভু কৃত চেতোদর্পণ মার্জন ইত্যাদি পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নির্গলিত নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় উপদেশসমূহে এই পদ্য এবং "নাম্নামকারি বহুতা" পদ্য উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইবে।

অজ্ঞাতনামা অপর কোন কবির কৃত আর একটি পদ্য যথা—

ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিসংখ্যাধিকানাং
ঐশ্বর্য্যং যচ্চেতনা বা তদংশঃ
আবির্ভূতং তন্মহঃ কৃষ্ণ-নাম
তন্মে সাধ্যং সাধনং জীবনঞ্চ।

অপরিমিত ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধীয় সমস্ত ঐশ্বর্য্য এবং সমুদায় চেতন পদার্থ যাহার অংশ,—সেই মহামহিম শ্রীকৃষ্ণ নামই আমার সাধ্য, আমার সাধন ও আমার জীবন। নাম ও নামী অভিন্ন। এস্থলে শ্রীনামের পরম ব্রহ্ম স্বরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে! ভক্ত যখন বলেন শ্রীকৃষ্ণ নামই আমার সাধ্য, শ্রীকৃষ্ণ নামই আমার সাধন,—তখন বুঝিতে হইবে এই শ্রীনামব্রহ্ম সাধনদ্বারা সাধ্যবস্তু ও উপলব্ধ হয়, কেবল তাহাই নহে—তিনি আরও বলেন এই শ্রীকৃষ্ণ নামই

আমার জীবন আমি নাম ভিন্ন এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারি না। নামে ও প্রাণে যতক্ষণ দৃঢ়ভাবে মেশামিশি ও মাথামাখি না হয়, ততক্ষণ এরূপ কথা বলা সম্ভবপর হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্ব্যাস বর্ণিত একটি পদ্য এই—

বিষ্ণোর্নামৈব পুংসাং শমলমপহরৎ পুণ্যমুৎপাদয়চ্চ
ব্রহ্মাদিস্থানভোগাদ্ বিরতিমথগুরোঃ শ্রীপদদ্বন্দ্ব-ভক্তিম্
তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহ স্মৃতিজনন-ভ্রান্তি-বীজঞ্চ দগ্ধ্বা
সম্পূর্ণানন্দবোধে মহতি চ পুরুষে স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তিম্।

শ্রীভগবানের নাম কেবল যে পাপ হরণ করেন তাহা নহে, কিন্তু পুণ্য উৎপাদন করেন, (এস্থলে পুণ্য শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা-জনিত পুণ্য)—শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে—"সুকৃতি শব্দের অর্থ কৃষ্ণ কৃপাহেতু পুণ্য" সুতরাং শ্রীনাম যে পুণ্য দান করেন তাহা সাধারণ পুণ্য নহে—শ্রীকৃষ্ণ কৃপাহেতু পুণ্যই তাঁহার শ্রীনাম-সাধকের লভ্য)। শ্রীনাম সাধকের ব্রহ্মাদি ভোগ্য পদার্থেও বিরতি উপস্থিত হয় এবং শ্রীগুরুর পাদপদ্ম যুগলে ভক্তি উৎপন্ন করে। গুরু ভক্তির মহামহিমা সর্ব্বত্রই সুপ্রসিদ্ধ। শাস্ত্র বলেন,—

যস্য দেবে চ মন্ত্রে চ গুরৌ ত্রিষ্বপি নিশ্চলা
ন ব্যবচ্ছিদ্যতে বুদ্ধি স্তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ।

দেবতায়, মন্ত্রে ও গুরুতে যাঁহার বুদ্ধি নিশ্চলা ভাবে বিদ্যমান থাকে, তাঁহার সিদ্ধি অতি নিকটবর্ত্তিনী। শ্রীনাম সাধনে তত্ত্বজ্ঞান প্রকট হয়, জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার ভ্রমণের বীজ অবিদ্যা দগ্ধ হয়, তখনও সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রেমময় দাস্যে নাম-সাধক পুরুষকে সমর্পিত

করিয়া শ্রীনাম অন্য করণীয় কার্য্যাভাবে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। মোক্ষাবস্থাতেও নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রচলন ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীমদ্‌ব্যাস পাদের এই পদ্যটী শ্রীনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয়। শ্রীনাম-সাধনার মহামাহাত্ম্য এই পদ্যে অতি সুনির্ব্বাচিত বাক্যে বলা হইয়াছে। ইহাতে যে সকল প্রয়োজনীয় কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি বিশেষ কথা এই যে শ্রীনাম সাধনে শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তির উদয় হয়। ফলতঃ গুরুভক্তের পক্ষে সিদ্ধি যে অতি নিকট-বর্ত্তিনী শাস্ত্রকার স্পষ্টতঃই তাহা বলিয়াছেন।

এ স্থলে গুরুভক্তি কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, শ্রীহরিভক্তিবিলাস ধৃত শাস্ত্রীয় বাক্যগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই এখানকার প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে।

গুরু পদাশ্রয় ও গুরু-সেবা সাধনার প্রথম সোপান। স্বয়ং ভগবান শ্রীভগবদগীতায় স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—"তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"। গুরু সেবা ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান পরিস্ফুট হয় না। কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত হইয়াছে,—

> উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽস্যাহরেৎ সদা।
> মার্জ্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বাসসাং চরেৎ॥
> নাস্য নির্ম্মাল্য-শয়নং পাদুকোপানহাবপি।
> আক্রমেদাসনং ছায়া মাসন্দীং বা কদাচন॥
> সাধয়েদ্দন্তকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ।
> অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ॥
> ন পাদসাবয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন।

জৃম্ভাহাস্যাদিকঞ্চৈব কণ্ঠ-প্রাবরণং তথা।
বর্জ্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্য মথাস্ফোটনমেবচ ॥

অর্থাৎ শ্রীগুরুর জলকুম্ভ, কুশ, কুসুম ও সমিধ আহরণ করিবে। সর্ব্বদা অঙ্গের ও বস্ত্রের মার্জ্জনা করিবে। শ্রীগুরুর নির্ম্মাল্য, শয্যা, কাষ্ঠ পাদুকা, (চর্ম্ম পাদুকা) আসন শয্যা, ভোজন পাত্রাধার ত্রিপদিকা কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। গুরুদেবের জন্য দন্ত কাষ্ঠাদি আহরণ করিবে এবং স্বকৃত কর্ম্ম সকল তাঁহার নিকটে নিবেদন করিবে। গুরুর অনুমতি না লইয়া কুত্রাপি গমন করিবে না, গুরুদেবের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে রত থাকিবে। তৎ সন্নিধানে কদাচ পাদ প্রসারণ করিবে না। তাঁহার সম্মুখে জৃম্ভণ (হাইতোলা) হাস্য ও উচ্চৈঃস্বরে বাক্ প্রয়োগ করিবে না। উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা কণ্ঠাবরণ ও অঙ্গুলী স্ফোটন করিবে না।

দেব্যাগমে লিখিত আছে—

গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজামদ্বৈতঞ্চ পরিত্যজেৎ।
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে বিবর্জ্জয়েৎ ॥

গুরুর সমক্ষে পৃথক্ পূজা, অদ্বৈতবাদোক্তি, দীক্ষা ব্যাখ্যা ও প্রভুত্ব সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে,—ইহা শ্রীশিব বাক্য। উক্ত আগমে শ্রীনারদোক্তি এই যে—

যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্রৈব তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেৎ দণ্ডবদ্ ভূমৌ চ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥
গুরোর্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা।
বস্ত্রচ্ছায়াং তথা শিষ্যো লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ॥

যে যে স্থলে গুরুদর্শন হইবে সেই সেই স্থলেই চ্ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় করযোড়ে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইবে। শিষ্য গুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। আসন, যান, কাষ্ঠ ও চর্ম্মপাদুকা অতিক্রম করিবে না।

মনু বলেন—

নোদাহরেৎ গুরোর্নাম পরোক্ষমপি কেবলং।
নচৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতি-ভাষণ-চেষ্টিতম্ ॥

পরোক্ষেও কেবলমাত্র গুরুদেবের নামাক্ষর উচ্চারণ করিতে নাই, তাঁহার গতি স্বর ও চেষ্টাদির অনুকরণ করিবে না।

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—

যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্নীয়াশ্চ কেবলং।
অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্নীয়াচ্চ যতাত্মবান্ ॥
প্রণবশ্রী স্ততো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্।
পাদ শব্দ সমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলিযুতঃ ॥
ন তমজ্ঞাপয়েন্মোহাত্তস্যাজ্ঞাং নচ লঙ্ঘয়েৎ।
নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিৎ ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা ॥

যতাত্মাবান্ ব্যক্তি যথাতথা অভক্তি সহকারে গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিবে না। নতশির ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদ এইরূপভাবে বলিবে। মোহ বশতঃ গুরুদেবকে আদেশ করিবে না অথবা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া দিয়া কোনও বস্তু খাইবে না এবং গুরুদেবের কোনও দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না! প্রসাদ সম্বন্ধে এ বিধান আদৌ প্রযোজ্য নহে। অপিচ আরও লিখিত হইয়াছে—

যৎকিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোরমং।
সমর্প্য গুরুবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভূঞ্জীত প্রত্যহম্ ॥

মনোরম, প্রিয় অন্নপানাদি যাহা কিছু শাস্ত্রত উপভোগ্য, তৎসমুদায়ই শ্রীগুরুদেবকে প্রত্যহ নিবেদন করিয়া ভোজন করিবে।

বিষ্ণু স্মৃতিতে লিখিত আছে :—

ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোঽপি বা।
নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ ॥
আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মনা মনসাবাচা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

নিজে তাড়িত ও পীড়িত হইলেও গুরুর অপ্রিয় কার্য্য করিবে না, তাঁহার বাক্যের অবমাননা করিবে না। প্রাণ ধন কর্ম্ম মন ও বাক্যে যে ব্যক্তি গুরুর প্রিয় আচরণ করে, সে পরমাগতি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে লিখিত হইয়াছে—

যত্র যত্র পরীবাদো মাৎসর্য্যাৎ শ্রুয়তে গুরোঃ।
তত্র তত্র ন বস্তব্যং নির্য্যায়াৎ সংস্মরণ্ হরিম্ ॥
যৈঃ কৃতাচ গুরোর্নিন্দা বিভোঃ শাস্ত্রস্য নারদ।
নাপি তৈঃ সহ বস্তব্যং বক্তব্যং বা কথঞ্চন ॥

যেখানে যেখানে মাৎসর্য্য বশতঃ গুরু নিন্দা হয় সে স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ শ্রীহরি নাম স্মরণ করিয়া সুদূরে চলিয়া যাইবে, কখনও সে স্থানে থাকিবে না। হে নারদ, যে সকল ব্যক্তি গুরুনিন্দা, শাস্ত্রনিন্দা বা ভগবানের নিন্দা করে, কখনই তাহাদের সঙ্গে একত্রে বাস করিবে না। এমন কি তাহাদের সহিত বাক্যলাপও করিবে না।

স্মৃতি মহার্ণবে লিখিত আছে :—

রিক্তপাণি র্ন পশ্যেত রাজানং ভিষজং গুরুং।
নোপায়নকরঃ পুত্রং শিষ্যং ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥

রাজা গুরু ও চিকিৎসককে রিক্তহস্তে দর্শন করিতে নাই। অপরপক্ষে উপহার হস্তে লইয়া পুত্র শিষ্য বা ভৃত্যকে দেখিতে নাই।

শ্রীভগবানের উক্তি এই যে—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যনথা নিস্ফলং ভবেৎ ॥

প্রথমতঃ গুরুপূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিবে, তাহা হইলে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে অন্যথা নিস্ফল হইবে।

নারদের উক্তি এই যে—

গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ।
স দুর্গতি মবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিস্ফলম্ ॥

গুরু উপস্থিত থাকিলে যে ব্যক্তি গুরু পূজা না করিয়া অন্য পূজা করে তাহার দুর্গতি ঘটে পূজাও নিস্ফল হয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত আছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

দেবে যেরূপ ভক্তি, গুরুতেও যাহার সেইরূপ ভক্তি সেই মহাত্মার চিত্তের গোচরে প্রকৃত শাস্ত্রে কথিত ও প্রকাশিত হয়।

একাদশে শ্রীভাগবতে—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যা বুদ্ধ্যা সূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন আমাকেই সর্ব্ব ধর্ম্মের আচার্য্য বলিয়া জানিবে। কাহারও অনাদর করিও না। গুরুকে প্রাকৃত মানুষের মত মনে করিয়া অবহেলা করিও না। গুরু সর্ব্বদেবময়।

দশম স্কন্ধে লিখিত আছে—

নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥

আমি সর্ব্ব ভূতাত্মা হরি; গুরু শুশ্রূষা দ্বারা আমি যেমন তৃপ্ত হই, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থ বা যতিধর্ম্ম দ্বারা সেরূপ তুষ্ট হই না।

যস্য সাক্ষাদ্ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥ সপ্তম স্কন্ধ

জ্ঞানদীপপ্রদাতা গুরু সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ,—সেই গুরুকে যে প্রাকৃত মানুষ বলিয়া মনে করে তাহার নিখিল শাস্ত্র-শ্রবণ হস্তিস্নানবৎ নিষ্ফল হয়। অপিচ—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণো গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মাদ্ সংপূজয়েৎ সদা॥

গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই দেবদেব মহাদেব, গুরুই পরব্রহ্ম সুতরাং সর্ব্বদাই গুরুপূজা করিবে।

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ সঃ হরিঃ স্মৃতঃ।
গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্ট স্তস্য তুষ্ট হরিঃ স্বয়ম্।
গুরো সমাসনে নৈব নচৈবোচ্চাসনে বসেৎ॥

মন্ত্র ও গুরু অভিন্ন, গুরু ও কৃষ্ণ অভিন্ন,, যিনি গুরু তিনিই কৃষ্ণ, গুরু তুষ্ট থাকিলে স্বয়ং হরি তুষ্ট হন। গুরুর সমান আসনে অথবা তদপেক্ষা উচ্চাসনে উপবেশন করিবে না।

বিষ্ণুরহস্যে—

তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন যথাবিধি তথা গুরুং।
অভেদেনার্চ্চয়েদ্ যস্তু স মুক্তি-ফল মাপ্নুয়াৎ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ জ্ঞানে যথাবিধ গুরুর অর্চ্চনা করেন, তিনি ভব-যাতনা হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি লাভ করেন।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে ও ভাগবতে শ্রীহরিশ্চন্দ্রের উক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে—

গুরু-শুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমং।
তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ পরং কিঞ্চিৎ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে ॥

গুরু-শুশ্রূষণই সর্ব্বধর্ম্মের উত্তম, তাহা অপেক্ষা পবিত্র আর কিছুই নাই।

কাম ক্রোধাদিকং যদ্ যদাত্মনোঽনিষ্ট-কারণম্।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥

কাম ক্রোধাদি আত্মার অনিষ্ট কারণ যে সকল রিপু আছে, গুরুভক্তি দ্বারা তৎ সকলই জয় করা যায়।

আদিত্যপুরাণে—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥

হরি রুষ্ট হইলেও গুরু তাহা হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই পরিত্রাণ করিতে পারেন না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

অপি ঘ্নন্তঃ শপন্তো বা বিরুদ্ধা অপি যে ক্রুধা।
গুরবঃ পূজনীয়াস্তে গৃহং নত্বা নয়েত তাম্ ॥
তৎশ্লাঘ্যং জন্ম ধন্যং তৎদিনং পুণ্যাথ নাড়িকা।
যস্যাং গুরুং প্রণমতে সমুপাস্য তু ভক্তিতঃ ॥

ক্রোধ বশতঃ গুরু যদি প্রহার করেন কিম্বা শাপ প্রদান করেন তাহা হইলেও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার ক্রোধাপনয়ন করিয়া গৃহে আনিবে। সেই জন্ম শ্লাঘ্য, সেই দিন ধন্য, সেই নাড়িকা কালও পুণ্য; যাহাতে গুরুদেবকে ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিয়া প্রণাম করা যায়।

পঞ্চরাত্রে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেন নিরয়ং ব্রজেৎ ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ বৈষ্ণবং গুরুম্ ॥

অবৈষ্ণব উপদিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করিলে নরকগামী হইতে হয়, তাদৃশ স্থলে সম্যক্ বিধি পূর্ব্বক পুনশ্চ বৈষ্ণব গুরু গ্রহণ করাইতে হয়।

শ্রীগুরুর প্রতি অভক্তি বা অশ্রদ্ধা করিলে যে নরক ক্লেশ পাইতে হয়, অগস্ত্য সংহিতায় তাহার বিবরণ আছে যথা ঃ—

যে গুর্ব্বাজ্ঞাং ন কুর্ব্বন্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ ।
ন তেষাং নরকক্লেশনিস্তারো মুনি-সত্তম ॥
যৈঃ শিষ্যৈঃ শশ্বদারাধ্যা গুরবো হ্যবমানিতাঃ ।
পুত্রমিত্রকলত্রাদি সম্পদ্ভ্যঃ প্রচ্যুতা হি তে ॥
অধিক্ষিপ্য গুরুং মোহাৎ পুরুষং প্রবদন্তি যে ।
শূকরত্বং ভবত্যেব তেষাং জন্মশতেষ্বপি ॥
যে গুরুদ্রোহিণো মূঢ়াঃ সততং পাপকারিণঃ ।
তেষাঞ্চ যাবৎ সুকৃতং দুষ্কৃতং স্যান্ন সংশয়ঃ ॥
অতঃ প্রাগ্ গুরু মভ্যর্চ্চ্য কৃষ্ণ-ভাবেন বুদ্ধিমান্ ।
ত্র্যবরানসমান্ কুর্য্যাৎ প্রণামান্ দণ্ডপাতবৎ ॥

যে পাপিষ্ঠ পুরুষাধমসকল গুরুর আজ্ঞা প্রতি পালন না করে, কোনও ক্রমে তাহাদের নরক ক্লেশ নিবারণ হয় না। সর্ব্বদা আরাধ্য গুরুকে যে সকল ব্যক্তি অবমাননা করে, পুত্র মিত্র কলত্র ও সম্পৎ হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত হইতে হয়। যে সকল পুরুষ অজ্ঞানতা বশতঃ গুরুকে ভৎর্সনা করে, তাঁহাকে সামান্য পুরুষ বলিয়া মনে করে, তাহাদের শত জন্ম শূকর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যে সকল মূর্খ গুরুদ্রোহী হয় এবং পাপ কার্য্য করে তাহাদের

পূর্ব্বজন্ম ও ইহ জন্মের সকল পুণ্যই পাপে পরিণত হইয়া তাহাদিগকে নরক-ভোগী করে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রীগুরুকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া প্রথমে পূজা করিয়া দণ্ডবৎ হইয়া তিনের অন্যূন অযুগ্ম প্রণাম করিবে।

এইরূপ গুরুভক্তি সহকারে শ্রীনাম-জপ ও শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে এক দিকে যেমন এক শ্রেণীর নামাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, অপর দিকে শ্রীনাম গ্রহণের সাফল্যও সমাধিক পরিমাণে সম্বর্দ্ধিত হয়।

এই পর্য্যন্ত পদ্যাবলীর একটি পদ্যের গুরুভক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হইল। এখন আবার পদ্যাবলীর শ্রীনাম-মাহাত্ম্যসূচক অপরাপর পদ্য উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

অজ্ঞাতনামা কোন কবি-রচিত একটি পদ্য এই যে—

স্বর্গার্থীয়া ব্যবসিতিরসৌ দীনয়ত্যেব লোকান
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং ক্লেশভাজম্
যোগাভ্যাসঃ পরমবিরস স্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মমতু রসনা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রৌতু॥

দোষযুক্ত সাধ্য-সাধনে আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধসাধন শ্রীকৃষ্ণ-নামই সাধনীয়,—এই সিদ্ধান্ত-জ্ঞাপনের জন্য বলা হইতেছে স্বর্গ প্রাপ্তির অনুষ্ঠানে লোক সুদীন হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ মন্ত্র, দ্রব্য, পুরোহিত, কাল, প্রভৃতির দোষে স্বর্গ-ফল আদৌ উপজাত হয় না, যদিই বা হইল, তাতেই বা কি? স্বর্গের ফল অতি অস্থায়ী, স্বর্গেও সুখের তারতম্য আছে, অপরের সুখাধিক্য দেখিলে মনে তাপ জন্মে। তাহাও দুঃখ জনক, সুতরাং লোক তাহাতে দীনাতিদীনই হইয়া থাকে। নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানজনিত মোক্ষের প্রয়াস শুষ্ক ও ক্লেশকর বৈরাগ্যময়, তাহাতে অত্যন্ত ক্লেশই জন্মে। যোগাভ্যাসে শমদমাদি অঙ্গ প্রতিপালনে অনন্ত ক্লেশের উদয় হয়,—সেই সকল ক্লেশে

সাধক বিরস হইয়া পড়েন। এই সকল দোষ দর্শনে বহু আয়াস-সাধ্য সাধনায় অতি তুচ্ছ ফলের আশা দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই সকল প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া আমার রসনা কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করুক। ফলতঃ শ্রীনাম গ্রহণে যে ফল লাভ হয়, তাহা প্রকৃতই অতুল্য।

শ্রীপাদ-শ্রীধর স্বামিকৃত একটি শ্লোক উল্লেখযোগ্য। উহা এই :—

সদা সর্ব্বত্রাস্তে নন্বু বিমলমাদ্যং তব পদম্
তথাপ্যেকং স্তোকং নহি ভবতরোঃ পত্রমভিনৎ।
ক্ষণং জিহ্বাগ্রস্থং তব তু ভগবন্নাম মখিলং
সমূলং সংসারং কষতি কতরৎ সেব্যমনয়োঃ।

শ্রীনাম ও ভগবৎ প্রভারূপ ব্রহ্ম—এই উভয়ের মধ্যে নামই শ্রেষ্ঠতর। একান্তী নাম-সাধক শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী এই পদ্য দ্বারা উহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। হে ভগবন্ যদিও তোমার অঙ্গের প্রভাবস্বরূপ নির্ম্মল ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, তথাপি তিনি সংসার বৃক্ষের একটি মাত্র পত্রও ছেদন করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু হে প্রভো, ক্ষণকালের জন্য ও যদি তোমার নাম রসনায় স্ফুরিত হয়েন তাহা হইলে উঁহা সমূল সংসার তরু উৎপাটন করেন। অতএব ব্রহ্ম অপেক্ষা তোমার নামব্রহ্মই শ্রেষ্ঠতর। এস্থলে "পদ" শব্দের অর্থ—ব্রহ্ম।

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনামকৌমুদী গ্রন্থকার শ্রীমৎ-লক্ষ্মীধর-কৃত একটি বিখ্যাত পদ্যে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। তদ্যথা—

আকৃষ্টিঃকৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসাং
আচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মোক্ষশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং নচ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনা-স্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ-নামাত্মক মন্ত্র রসনায় স্পৃষ্ট হওয়া মাত্রই ফল প্রদান করেন। ইহা দীক্ষা, কি সৎক্রিয়া বা পুরশ্চরণ প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা করেন না। ইহা নামোচ্চারণকারী সাধুগণের আকর্ষণ, পাপসকলের উৎপাটক। কেবল বোবা ভিন্ন চণ্ডাল আদি লোক সমূহেরও সুলভ ও বশ্য; উহা দ্বারা মুক্তি-রূপাশ্রীও বশীভূতা হয়েন। শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকাতেও লিখিত হইয়াছে "বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি……জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা" ইত্যাদি। মন্ত্র-দেবপ্রকাশিকা গ্রন্থেও এইরূপ অভিমত দৃষ্ট হয়।

সাধনাভিনিবেশব্যতীতও শ্রীনাম সর্ব্বপাপ হরণ করেন। "আমি নামোচ্চারণ করিব, কেবল এই বাসনা হওয়া মাত্রই জিহ্বায় নামের স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পায়। শাস্ত্র বলেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবন্মুখোহি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

এই শ্রীনাম মোক্ষের আধার। নামাশ্রয় ভিন্ন মোক্ষসিদ্ধি অসম্ভব।

এই পদ্যে যে দীক্ষার আপাত অনাদরবৎ উক্তি দৃষ্ট হয়, উহা প্রৌঢ়িবাদ মাত্র। তাহা না হইলে গুরুকরণপূর্ব্বক দীক্ষাই বিফল হয়। কিন্তু শাস্ত্র এই যে,—মহাদেব বলিতেছেন—

দেবি, দীক্ষা বিহীনস্য ন সিদ্ধির্নচ সদ্‌গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতোভবেৎ॥
তথাহদীক্ষিত লোকানাং অন্নং বিন্মূত্রবজ্জলং।
অদীক্ষিতকৃতং শ্রাদ্ধং গৃহীত্বা পিতরস্তথা॥
নরকেচ পতন্ত্যেতি যাবদিন্দ্রা চতুর্দ্দশ।
অজস্রৈরুপচারৈশ্চ ভক্তিযুক্তোব্রজেদ্ যদি॥

তথাপ্যদীক্ষিতস্যার্চ্চা দেবা গৃহ্ণন্তি নৈব হি।
নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাৎতপোভি র্নিয়মৈর্ব্রতৈঃ।
ন তীর্থ গমনেনাপি নচ শারীরযন্ত্রণৈঃ।
সদ্‌গুরোরাহিতদীক্ষঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥

এই সকল বচন প্রমাণে দীক্ষার নিত্যত্ব দৃষ্ট হইতেছে। "তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত" "বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয় ব্রতধারণম্" ইত্যাদি বহুল শাস্ত্রবাক্য আছে। "গৃহ্ণীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ" "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা" "অস্মিল্লোকে-ঽথবা" ইত্যাদি "তান্ অধিতিষ্ঠতি ইত্যাদি" মদ্ভক্তো যো মদর্চ্চাঞ্চ ইত্যাদি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে— "নাচরেদ্ যস্তু সিদ্ধোঽপি লৌকিকং ধর্ম্মমগ্রতঃ" ইত্যাদি বচনসমূহ দ্বারা ভক্তিসন্দর্ভে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে নামমন্ত্রের প্রভাবাধিক্য হইলেও দীক্ষাদি পরিত্যাজ্য নহে। দীক্ষান্তরে নাম গ্রহণে যে ফলাধিক্য হয় এরূপ উপদেশও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা-দর্শনের জন্য ললিতার নিকটে শ্রীনারদ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, ব্যাস ও ধ্রুবাদি মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই পদ্যটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও ধৃত হইয়াছে। কুলীন গ্রামের শ্রীরামানন্দ বসু ও সত্যরাজ খাঁ মহাপ্রভুর নিকটে এই নিবেদন করেন যে—

গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
সত্যরাজ কহে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
আনুসঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব,—করি তার পরম সম্মান॥

শ্রীমদ্ধ্রুবানন্দ কবিকৃত পদ্য—

বিচেয়ানি বিচার্য্যানি বিচিন্ত্যানি পুনঃ পুনঃ।
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু নঃ॥

হে ভগবন্ কৃপণগণের ধনের ন্যায় তোমার নাম সকল আমাদের সঞ্চয়ের বস্তু, বিচারের বস্তু ও সর্ব্বদাই পরিচিন্তনীয় বস্তু হউন।

নাম-সঙ্কীর্ত্তন—

১। শ্রীরামেতি জনার্দ্দনেতি জগতাং নামেতি নারায়ণে
ত্যানন্দেতি দয়াপরেতি কমলাকান্তেতি কৃষ্ণেতি চ॥
শ্রীমন্নামমহামৃতাব্ধি-লহরী কল্লোলমগ্নং মুহু
র্মুহ্যন্তংগলদশ্রুনেত্রমবশং মাং নাথ নিত্যং কুরু।

২। শ্রীকান্ত কৃষ্ণ করুণাময় কঞ্জনাভ
কৈবল্যবল্লভ মুকুন্দ মুরান্তকেতি।
নামাবলীং বিমলমৌক্তিকহার-লক্ষ্মী-
লাবণ্য-বঞ্চনকরীং করবাম কণ্ঠে। (শ্রীলক্ষ্মীধর কৃত)

৩। হে গোপালক হে, কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্র-করুণা-পারীণ হে মাধব।
হে রামানুজ হে জগৎত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং
হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা।

৪। শ্রীনারায়ণ পুণ্ডরীক-নয়ন শ্রীরাম সীতাপতে
গোবিন্দাচ্যুত নন্দ-নন্দন মুকুন্দানন্দ দামোদর
বিষ্ণো রাঘব বসুদেব নৃহরে দেবেন্দ্র-চূড়ামণে
সংসারার্ণব-কর্ণধারক হরে শ্রীকৃষ্ণ তুভ্যং নমঃ।

৫। হে ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ড-খণ্ডন বর শ্রীখণ্ড-লিপ্তাঙ্গ হে
বৃন্দারণ্য-পুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবর-শ্যামল
কালিন্দী-প্রিয় নন্দ-নন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয়।

(শ্রীপাদ গোপালভট্ট কৃত)

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি মহোদয় কৃত
শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের
৩য় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত

পরং শ্রীমৎপদাম্ভোজ সদা সঙ্গত্যপেক্ষয়া।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়াং বিশুদ্ধাং ভক্তিমাচর॥ ১৪৪॥

শ্রীশ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-সঙ্গের উদ্দেশ্যে কর্ম্মজ্ঞানাদি-বিবর্জ্জিতা শ্রীনাম-কীর্ত্তন-বহুলা ভক্তির অনুষ্ঠানকর।

তয়াশু তাদৃশী প্রেমসম্পদুৎপাদয়িষ্যতে।
যয়া সুখং তে ভবিতা বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণদর্শনম্॥

নাম-সঙ্কীর্ত্তনময়ী ভক্তির প্রভাবে তোমার হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইবে। সেই প্রেম-প্রভাবে পরম-সুখে বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হইবে। এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মার উক্তিতে একটি পদ্য আছে। উহা এই :---

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহনীয়শীলাঃ
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতঙ্গাঃ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করায় উদয়॥

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনময়ী ভক্তির অনুষ্ঠানে শুদ্ধ হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হয়। ফলতঃ প্রেম আত্মনিষ্ঠ বস্তু, উহা নিত্য, সুতরাং উৎপাদ্য নহে। শ্রীনাম-কীর্ত্তনে চিত্তে প্রেমাবির্ভাব-যোগ্যতা সাধিত হয়। এই অবস্থায় অকৈতব শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আত্মায় প্রকটিত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই সর্ব্বসাধনার প্রয়োজন। শ্রীনামকীর্ত্তনে সেই প্রেম লব্ধ হয়। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর সবিশেষ উপদেশ আছে। তাহা এইরূপ—যথা শ্রীচরিতামৃতে "তৃণাদপি" শ্লোকব্যাখ্যায়,—

যেরূপে লইলে নাম হয় প্রেমোদয়
তাহার লক্ষণ কহি শুন স্বরূপ রামরায়
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পাণি না মাগয়॥

যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
বর্ষ্ম বৃষ্টি সহি অন্যেরে করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হৈঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজায়॥

প্রেম্ণোঽন্তরঙ্গং কিল সাধনোত্তমং
মন্যেত কশ্চিৎ স্মরণং ন কীর্ত্তনম্।
একেন্দ্রিয়ে বাচি বিচেতনে সুখম্
ভক্তিঃ স্ফুরত্যাশু হি কীর্ত্তনাত্মিকা॥

তপোলোকবাসী যোগীন্দ্রগণ মনে করেন, ভক্তি প্রকারের মধ্যে স্মরণই সর্ব্বোত্তম সাধক। পিপ্পলায়নাদি মুনীন্দ্রগণের এই ধারণার সম্বন্ধে ইহাই বলা যাইতে পারে, স্মরণ প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন বটে; কিন্তু তাঁহারা বলেন ইহাই অন্তরঙ্গ সাধনের মুখ্যতম;—কীর্ত্তন সেরূপ নহে। কেন না শ্রীনাম কীর্ত্তন কেবল একমাত্র অচেতন কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্যে স্ফুরিত হইয়া থাকেন। তাহাতে কীর্ত্তনাত্মিকা ভক্তি আশু কিঞ্চিৎ সুখ দান করিতে পারেন। কীর্ত্তনরূপা ভক্তি যেমন সহজ লভ্য, উহার ফল তেমনই স্বল্প।

ভক্তিঃ প্রকৃষ্টা স্মরণাত্মিকাঽস্মিন্
সর্ব্বেন্দ্রিয়ানামধিপে বিলোলে
ঘোরে বলিষ্ঠে মনসি প্রয়াসৈ-
র্নীতে বশং ভাতি বিশোধিতে যা।

স্মরণাত্মিকা ভক্তি কীর্ত্তনাত্মিকা ভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা যেমন সহজ লভ্য নহে, তেমনি ইহার ফলই অকিঞ্চিৎকর নহে। বহু প্রয়াসে

দুর্ব্বার চঞ্চল মন বিশোধিত হয়। মন ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর। এতাদৃশ বলিষ্ঠ মনে যখন স্মরণাত্মিকা ভক্তির স্ফুরণ হয়, সে ভক্তি যে কীর্ত্তনাত্মিকা ভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? মন যখন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের রাজা, তখন অচেতন কর্ম্মেন্দ্রিয় অপেক্ষা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রাজা মনের আসন অবশ্যই উচ্চতন। আর সেই মনের উপরেই যখন স্মরণাত্মিকা ভক্তি অধিকার বিস্তার করেন, তখন স্মরণাত্মিকা ভক্তি কীর্ত্তনাত্মিকা ভক্তি অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহা সহজেই বোধগম্য। ইহা পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত— স্বমতের নহে। স্বপক্ষের প্রতিবাদ এই যে—

মনের শাসন তো সহজ নহে। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ভিক্ষু-গীতায় উক্ত হইয়াছে—

মনোবশেঽন্যেহ্যভবন্ স্ম দেবা
মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি
ভীষ্মো হি দেব সহসঃ সহীয়ান্
যুঞ্জ্যাদ্বশং তং স হি দেবদেবঃ।

অন্যান্য দেবগণ মনেরই বশীভূত কিন্তু মন কাহারও বশীভূত নহেন। কিন্তু ভীষ্মদেব অতি মহান্, তিনি এতাদৃশ মনকেও স্ববশে আনিয়াছিলেন সেই জন্য তিনি "দেব-দেব" সংজ্ঞায় অভিহিত।

অপিচ—

দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ
শ্রুতঞ্চ কর্ম্মানি চ সদ্‌ব্রতানি
সর্ব্বে মনো নিগ্রহ-লক্ষণান্তাঃ
পরো হি যোগো মনসাঃ সমাধিঃ।

দান স্বধর্ম্ম নিয়ম যম, বেদাধ্যয়ন কর্ম্ম সদ্‌ব্রতসমূহ এতৎ সকলই

মনোনিগ্রহ দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। মনের সমাধিই পরম যোগ। এতাদৃশ বস্তুকে বশীকরণে যে সাধন,—সমর্থ ও সিদ্ধহস্ত তাহার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বেশী বলাই বাহুল্য।

এই প্রকারে পরমতের উল্লেখ ও তৎপক্ষে সিদ্ধান্ত সন্নিবেশ করিয়া এখন স্বমত স্থাপন ও পরমত খণ্ডন করার জন্য শ্রীপাদ গোস্বামী লিখিতেছেন :—

> মন্যামহে কীর্ত্তনমেব সত্তমং
> লীলাত্মকৈক স্বহৃদি স্ফুরৎ স্মৃতে
> র্বাচি স্বযুক্তে মনসি শ্রুতৌ তথা
> দীব্যৎ পরানপ্যুপকুর্ব্বদাত্মবৎ।

কিন্তু আমরা একমাত্র চঞ্চল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত স্মরণ অপেক্ষা কীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া মনে করি। কেন না কীর্ত্তন স্বয়ং বাক্যে স্ফূর্ত্ত প্রাপ্ত হইলেও সূক্ষ্মরূপে উহা মনের সহিতও সংযুক্ত হয়। মনের সহিত সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সহজ সংযোগ অতি প্রসিদ্ধ। তাহা না হইলে বিষয় গ্রহণই অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহা বাগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা সূক্ষ্মরূপে মনোগ্রাহ্যও হইয়া থাকে। কীর্ত্তন যে কেবল বাগিন্দ্রিয় গ্রাহ্য মাত্র, এমনও নহে, কীর্ত্তন-ধ্বনি কর্ণেও ক্রীড়া করেন। আবার যাঁহাদের কর্ণে এই কীর্ত্তন ধ্বনি প্রবেশ করেন, তাঁহারা ও সাক্ষাৎ নাম সেবকের ন্যায় উপকৃত হয়েন। কীর্ত্তনের এতই বিশাল প্রভাব! স্মরণ দ্বারা এত ফল লাভ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তনের এই বহুল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা সম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতনানুজ শ্রীমৎরূপ গোস্বামি মহোদয়ের কৃত শ্রীবিদগ্ধ মাধব নাটকে একটি অত্যুত্তম পদ্য দৃষ্ট হয় তদ্‌যথা :—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ-প্রাঙ্গন-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিম
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

হে সখি, "কৃষ্ণ" এই দুইটী বর্ণ যে কি অমৃত-দ্বারা বিরচিত হইয়াছে, তাহা বাক্যের অতীত। মুখে যখন এই দুই বর্ণের তাণ্ডব স্ফূর্ত্তি হয়, রসনা যখন এই দুই বর্ণ লইয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করে, তখন মনে হয়, এক মুখ এই আনন্দময় ব্যাপারের জন্য প্রচুর নহে। বিধাতা যদি কোটি-কোটি মুখ দিতেন তবে এই শ্রীনাম-গ্রহণের পিপাসা মিটিত, কর্ণরন্ধ্রে যখন এই মধুময় বর্ণদ্বয় প্রবেশ করে, তখন মনে হয় কোটি কোটি কর্ণে এই সুধাময়ীধ্বনি শুনিলে বুঝি কর্ণের পিপাসা তৃপ্তি হইত। এই পীযূষমাখা বর্ণদ্বয় যখন চিত্তভূমির প্রাঙ্গন স্পর্শ করেন তখন সকল ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বৃত্তি নিরস্ত করিয়া দিয়া চিত্ত তখন শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সুধা-রসে প্রমত্ত হন—সমগ্র ইন্দ্রিয় তখন স্বকীয় ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণনামের মহামাধুরীময় রসাস্বাদে বিভোর হয়। সখি, শ্রীকৃষ্ণনামের এমনই মহামাধুরীমা যে উহা বর্ণনা করিয়া প্রকাশের ভাষা পাওয়া যায় না। মানুষের ভাষায় তাহা প্রকাশ পায় না—এমন কি মানুষের জ্ঞানও এই শ্রীনামের মহামহিমা পরিজ্ঞানে বিহ্বল হইয়া পড়ে।

এই পদ্যটী সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যথা :—

চাতুর্ম্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ গোসাঞী মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥

এক দিন রূপ করেন নাটক লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন ॥
সম্ভ্রমেতে দুঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈলা।
দোঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা ॥
কাঁহা পুঁথি লিখ বলি এক পত্র নিল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মহাসুখী হৈল ॥
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হৈঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥
সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিল।
পড়িতেই শ্লোক প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈল ॥
শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী।
নাচিতে লাগিল শ্লোকের অর্থ প্রশংসি ॥
কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধু মুখে জানি।
নামের মহিমা ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥
তবে মহাপ্রভু দোঁহে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥
আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ ॥
সবে মেলি চলি আইলা শ্রীরূপ মিলিতে।
পথে তাহার গুণ সবারে লাগিলা কহিতে ॥
দুই শ্লোক কহিতে প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ ভক্তের গুণ কহে হয়ে পঞ্চ মুখ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপে শ্রীপাদশ্রীরূপ গোস্বামি-কৃত শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকের নান্দীমুখী প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্যোক্ত 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী' পদ্যটী

পাঠ করিলেন। সকলেই আনন্দভাবে পদ্যটী শ্রবণ করিলেন। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য খণ্ডে—

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়।
শ্লোক শুনি হৈল সবার আনন্দ-বিস্ময়॥
সবে বলে নাম মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর॥

ফলতঃ পদ্যটী চির নূতন ও চির মধুময়। শ্রীনামের এমনই মহিমা যে কেবল বাহেন্দ্রিয়ের দ্বারা উচ্চারিত হইলেও উহা সর্ব্বেন্দ্রিয়কেও নামরসে উন্মুখ ও উন্মথিত করে, এমন কি মানব চিত্ত পর্য্যন্ত ঐ নামরসে অভিষিক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়দিগকে শ্রীভগবানের নামে নিযুক্ত করিয়া তোলে। শ্রীনাম-কীর্ত্তন কেবল অচেতন একমাত্র বাগিন্দ্রিয়কে অধিকার করিয়া অল্পমাত্র আনন্দ প্রদান করিয়াই নিরস্ত হন না, মহানুভাব শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি মহোদয়ের উক্ত প্রসিদ্ধ পদ্যটার সারবত্তায় তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

বাহ্যান্তরাশেষ-হৃষীকচালকং
বাগিন্দ্রিয়ং স্যাদ্ যদি সংযতং সদা।
চিত্তং স্থিরং স্যাদ্‌ভগবৎ স্মৃতৌ তদা
সম্যক্ প্রবর্ত্তেত ততঃ স্মৃতেঃ ফলম্॥ ১৪৯

যাঁহারা ভগবৎধ্যান-রসিক এবং কীর্ত্তনের ফল,—ধ্যান বলিয়াই যাঁহাদের ধারণা, এই পদ্য এবং ইহার পরবর্ত্তী পদ্য দ্বারা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত শ্রীপাদ-গ্রন্থকার পরিহার করিতেছেন। পদ্যার্থ এই যে বাগিন্দ্রিয়, বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয় সমূহের চালক। বাক্য-দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহ সংক্ষুব্ধ হয় এই বাগিন্দ্রিয়কে যদি সতত সংযত করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে চিত্ত

স্থির হইয়া ভগবৎ স্মৃতিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহা হইলেই কীর্ত্তন দ্বারা ভগবৎ-স্মৃতি উপজাত হয়। সুতরাং কীর্ত্তনের ফল ভগবৎ স্মৃতি ইহাই প্রতিপাদিত হয়। উহা হইতেই আবার ধ্যান-ফল পর্য্যন্ত লাভ হয়। কলিতে ধ্যানফলও সঙ্কীর্ত্তনেরই অন্তর্গত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তাহা দীর্ঘকাল অনুষ্ঠানাপেক্ষ। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য এই যে—

ধ্যায়ন কৃতে যজন যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চনৈঃ
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ কেশব-কীর্ত্তনাৎ॥

অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যানে যে ফল লাভ হইত, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা যে ফল লাভ হইত, দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল লাভ হইত, কলিতে শ্রীভগবানের নামরূপ ও গুণাদির কীর্ত্তন দ্বারাই সেই ফল লাভ হয়। কিন্তু তথাপি ধ্যানের ফল ও কীর্ত্তনের ফলে তারতম্য আছে। দীর্ঘকাল কঠোর অনুষ্ঠান আচরণ না করিলে ধ্যান হয় না। কিন্তু কীর্ত্তনের প্রভাব ধ্যান হইতে অধিকতর বলবান্। অনন্যসাধারণ কলিদোষ, কীর্ত্তন দ্বারা যেরূপ নিরাকৃত হয়, ধ্যানাদি অন্য সাধন দ্বারা সেরূপ হয় না।

শ্রীভাগবতে বলেন—

কলের্দোষনিধেঃ রাজন্নস্তি হ্যেকং মহদ্গুণম্।
কৃষ্ণস্য কীর্ত্তনাদেব মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥

ইহাতে জানা যাইতেছে ধ্যানাদি অপেক্ষা শ্রীনাম কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ।

পূর্ব্ব পক্ষ যদি বলেন, কলির মহাদোষ নিরসনে ধ্যানাপেক্ষা নামেই মহামহিমা আছে, তাহা থাকুক, তাহা অস্বীকার করি না কিন্তু ধ্যান মাত্রে যে কলিদোষ সমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, ইহার তো কোনও যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ কোনও প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ-মাত্রেই অশেষ পাপক্ষয় হয়, এরূপ শত শত প্রমাণ আছে; সুতরাং ধ্যান শ্রেষ্ঠ না হইবে কেন? এতৎ সম্বন্ধে শ্রীপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন,—

এবং প্রভো র্ধ্যানরতৈর্মতং চেৎ
বুদ্ধ্যেদৃশং তত্র বিবেচনীয়ম্ ।
ধ্যানং পরিস্ফূর্ত্তিবিশেষনিষ্ঠা
সম্বন্ধ-মাত্রা মনসা স্মৃতি হি ॥

যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের ধ্যান-নিরতভক্ত, তাঁহাদের ধ্যানাদি বিষয়ক এই যুক্তি সম্বন্ধে ইহাই বিবেচনীয়। ধ্যান,—শ্রীভগবানের সর্ব্বতোভাবে স্ফূর্ত্তি-বিশেষ—অর্থাৎ চিত্তক্ষেত্রে শ্রীকেশ হইতে শ্রীপাদপদ্মপর্য্যন্ত তাঁহার লাবণ্য-মাধুর্য্যাদি পরিস্ফুরণ-পূর্ব্বিকা সাক্ষাৎ দর্শনবৎ অভিব্যক্তির যে পরিপাক, তাহাই ধ্যান। আর স্মৃতি এই যে—মন দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধমাত্র—তাঁহার অস্তিত্বানুভব,—তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁহার দাস,—এই সম্বন্ধ মাত্র-স্মরণই স্মৃতি।

ধ্যান ও স্মৃতির এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়া শ্রীপাদ লিখিয়াছেন—

চেদ্ ধ্যানযোগাৎ খলু চিত্তবৃত্তা-
বন্তর্ভবন্তীন্দ্রিয়বৃত্তয় স্তা ।
সঙ্কীর্ত্তনস্পর্শনদর্শনাদ্যা
ধ্যানং তদা কীর্ত্তনতস্তু বর্য্যম্ ।

যদি ধ্যান-বেগে বাক্-ত্বক-চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তিস্বরূপ,—কীর্ত্তন-স্পর্শন-দর্শনাদি,—প্রবলবেগে চিত্তের মধ্যে প্রকাশ পায় তাহা হইলে কীর্ত্তন অপেক্ষা ধ্যানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যাইতে পারে।

প্রীতির্যতো যস্য সুখঞ্চ যেন
সম্যগ্ ভবেৎ তদ্ রসিকস্য তস্য
তৎসাধনা শ্রেষ্ঠতমা সুসেব্যা
সদ্‌ভির্মতা প্রত্যুত সাধ্যরূপম্ ।

যাঁহার যেরূপ সাধনায় সম্যক্ প্রীতি সুখ হয়, যিনি যে রসে রসিক, তাঁহার পক্ষে তৎসাধনই সুসেব্য ও শ্রেষ্ঠতম ; প্রত্যুত উহাই সাধ্যরূপ। কিন্তু আমাদের মত এই যে যদি ধ্যান বেগে চিত্তক্ষেত্রে সঙ্কীর্ত্তন-স্পর্শন-দর্শন-রূপা মনোবৃত্তি সমূহের আবির্ভাব না হইয়া কেবল শ্রীভগবনের শ্রীমূর্ত্তিতে চিত্তবৃত্তির ধারা সমূহ আপতিত হয় এবং তাহাতেই চিত্ত রতি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কি করা কর্ত্তব্য,—যদি ইহারই বিচার করিতে হয়, তবে এই পদ্যের যে অর্থ করা হইয়াছে তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা —কীর্ত্তন ও ধ্যান উভয়েরই পক্ষপাতী কেন না—

সঙ্কীর্ত্তনাদ্ধ্যান-সুখং বিবর্দ্ধতে
ধ্যানাচ্চ সঙ্কীর্ত্তনমাধুরী-সুখম্।
অন্যোন্যসম্বর্দ্ধকতানুভূয়তে
হস্মাভিস্তয়ো স্তদ্দ্বয়মেকমেব তৎ ॥

সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ধ্যান সুখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার ধ্যান দ্বারা কীর্ত্তনানন্দ, কীর্ত্তন-মাধুরী-সুখ সম্বর্দ্ধিত হয়। উভয়েই পরস্পরের পোষক ও সম্বর্দ্ধক। তাহা হইলে কালদেশাদির বিভাগ ব্যবস্থায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে না। সুতরাং সঙ্কীর্ত্তন ও ধ্যান আমরা এক বলিয়া মনে করি, কেননা কার্য্য ও কারণ অভেদাত্মক।

ধ্যানঞ্চ সঙ্কীর্ত্তনবৎ সুখপ্রদং
যদ্‌বস্তুনোঽভীষ্টতরস্য কস্যচিৎ।
চিত্তেঽনুভূত্বাপি যথেচ্ছমুদ্ভবেৎ
শান্তি স্তদেকান্তি বিষক্তচেতসাম্।
যথা জ্বররুজার্ত্তানাং শীতলামৃত পাথসঃ।
মনঃ পানাদপি ক্রুট্যেৎ তৃড্ বৈকুল্যং সুখং ভবেৎ ॥

তৎ তৎ সঙ্কীর্ত্তনেনাপি তথা স্যাদ্ যদি শক্যতে।
সতামথ বিবিক্তেঽপি লজ্জা স্যাৎ স্বৈরকীর্ত্তনে॥
একাকিত্বেন তু ধ্যানং বিবিক্তে খলু সিদ্ধ্যতি।
সঙ্কীর্ত্তনং বিবিক্তেঽপি বহুনাং সঙ্গতোঽপি চ॥

ধ্যানও সঙ্কীর্ত্তনের ন্যায় সুখপ্রদ। যেহেতু প্রিয়তমের যে কোন বস্তুর অনুভবেও সুখ হয়। তাঁহার যে কোন এক বিষয়ে যথেষ্টরূপ চিত্ত প্রবিষ্ট হইলে শান্তি জন্মে। দৃষ্টান্ত এই যে জ্বর-রোগীরা যেমন অমৃততুল্য শীতল জল মনে কল্পনা করিয়া পান করিয়াও তৃষ্ণা-বৈকল্য হইতে পরিত্রাণ ও সুখ প্রাপ্ত হয়, তদ্বৎ অভীষ্ট বস্তুর সঙ্কীর্ত্তনেও সঙ্কীর্ত্তনকারীর সুখ শান্তি ঘটে। যদিও তাঁহার মানসিক নিখিল ভাবসমূহের প্রকাশ,—কীর্ত্তনে সম্ভবপর হয়, (হয়তো বস্তু দ্বারা তাদৃশ পরিতোষ সম্ভবপর হইতেও পারে।) কিন্তু তথাপি মানসিক এমন গোপনভাবও অনেক আছে, যাহা কোন কোন সাধুভক্ত অতিএকান্তেও ভাষায় সহজে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করেন, অথচ মানসিক চিন্তনে অর্থাৎ ধ্যানে আনন্দানুভব করেন। এ অবস্থায় ধ্যান অবশ্যই সমাদরণীয়।

একাকিত্বেন তু ধ্যানং বিবিক্তে খলু সিদ্ধ্যতি।
সঙ্কীর্ত্তনং বিবিক্তেঽপি বহুনাং সঙ্গতোঽপি বা॥

একাকী নির্জ্জন স্থানই ধ্যান-সিদ্ধির অনুকূল। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন নির্জ্জনে বা বহুলোক সমাকীর্ণ,—উভয় স্থানেই সম্পন্ন হইতে পারে। ফলতঃ শ্রীসঙ্কীর্ত্তনই শ্রীগৌরগোবিন্দচরণাশ্রিত ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ধ্যানের বহু বিঘ্ন আছে। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে কোনও বাধাবিঘ্ন নাই। সুতরাং নামকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণস্য নানাবিধকীর্ত্তনেষু
তন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনমেব মুখ্যম্

তৎ প্রেম-সম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্
শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ।

নানাবিধ আকারে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বেদপুরাণাদি পাঠ, কথা, গীত ইত্যাদিতে বহু প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে কীর্ত্তন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে তদীয় শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই মুখ্য। কেননা এতদ্দ্বারা অতি শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়। ইহাতে অন্য সাধনের আবশ্যক হয় না। এমন কি নিজে শ্রীনাম সাধন না করিয়া যদি কেবল শ্রবণ করা যায় তাহা হইলেও সদ্য সদ্যই শ্রীভগবান্ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া ভক্ত-হৃদয়ে প্রেমপ্রকটন করেন। এই শ্রীনাম সাধন, অন্যান্য সাধন-নিরপেক্ষভাবেও স্বতঃই প্রয়োজন সিদ্ধ করেন। এই নিমিত্ত ইহা ধ্যান হইতেও শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহাই সাধুশাস্ত্রের বিশেষতঃ শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দ-পান-পিপাসু সুপ্রেমিক বৈষ্ণব আচার্য্যগণের অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত।

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতমাত্মহৃদ্যং
প্রেম্না সমাস্বাদনভঙ্গিপূর্ব্বম্
যৎ সেব্যতে জিহ্বিকয়াঽবিরামং
তস্যাতুলং জল্পতু কো মহত্ত্বম্ ॥

যিনি আত্মহৃদ্য শ্রীকৃষ্ণনাম প্রেম-সহকারে আস্বাদন-ভঙ্গি-বৈচিত্র্যসহ অবিরাম স্বীয় রসনার সেবা করেন তাঁহার মহত্ত্ব বলিতে কেহই সমর্থ নহেন।

সর্ব্বেষাং ভগবন্নাম্নাং সমানো মহিমাপি চেৎ।
তথাপি স্বপ্রিয়েনাশু স্বার্থসিদ্ধিঃ সুখং ভবেৎ ॥

যদিও শ্রীভগবন্নামসমূহের সমান মহিমা, তথাপি শ্রীনাম-সাধকের স্বকীয় প্রিয় শ্রীনাম-গ্রহণে স্বার্থসিদ্ধি ও সুখ জন্মে।

বিচিত্র-রুচি-লোকানাং ক্রমাৎ সর্ব্বেষু নামসু।
প্রিয়তা সম্ভবেৎ তানি সর্ব্বাণি স্যুঃ প্রিয়াণি হি॥

লোকগণের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণের নিকট ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রিয় হয়। এইরূপে শ্রীভগবানের সকল নামই যে ভক্তগণের প্রিয় হয়েন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ।
আপ্লাবয়তি সর্ব্বানীন্দ্রিয়াণি মধুরৈ র্নিজৈঃ॥

শ্রীভগবানের নাম কেবল মাত্র বাগিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াও স্বীয় মধুর রসে সর্ব্বেন্দ্রিয়কেই সমাপ্লুত করেন।

মুখ্যো বাগিন্দ্রিয়ে তস্যোদয়ঃ স্বপর-হর্ষদঃ।
তৎপ্রভো ধ্যানতোঽপি স্যান্নাম-সঙ্কীর্ত্তনং বরম্॥

বাগিন্দ্রিয়েই শ্রীনাম কীর্ত্তনের মুখ্য উদয়—এবং এই নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হইলে আত্মসুখ ও পরের সুখ উপজাত হয়। ধ্যানে কেবল নিজের উপকার ও নিজের আনন্দ হয়। কিন্তু শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে আত্মপর সকলেরই উপকার ও সকলেরই আনন্দ হইয়া থাকে। সুতরাং ধ্যান হইতে শ্রীকীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ।

নাম-সঙ্কীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেম-সম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষ-মন্ত্রবৎ॥

প্রেমসম্পৎ লাভের অতি অন্তরঙ্গ সাধকতম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্ত্তন অতি বলিষ্ঠ সাধন। ইহা মন্ত্রবৎ শ্রীভগবদাকর্ষক। সরল ব্যাকুল অন্তরে শ্রীভগবানের নাম করিলে তাদৃশ ভক্তের আহ্বানে শ্রীভগবান্ তাঁহার সমীপে উদিত হয়েন।

তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্‌রাসিকৈর্জনৈঃ।
ভগবৎ প্রেম-সম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ॥

শ্রীনাম-কীর্ত্তন-রসিক ভক্তগণ প্রেমসম্পত্তিপ্রাপ্তি-বিষয়ে নামকেই অব্যভিচারী সাধক বলিয়া মনে করেন। ভক্তির ফল প্রেম। শ্রীনাম উহা প্রাপ্তির অব্যভিচারী সাধক।

সল্লক্ষণং প্রেম-ভরস্য কৃষ্ণে
কশ্চিদ্ রসজ্ঞৈ রুত কথ্যতে তৎ
প্রেম্নোভরেণৈব নিজেষ্ট নাম-
সঙ্কীর্ত্তনং হি স্ফুরতি স্ফুটার্ত্ত্যা।

কেহ কেহ নামসঙ্কীর্ত্তনকেই প্রেমের স্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করেন। তাহারা বলেন শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের উৎকৃষ্ট লক্ষণ। কেন না, পরিস্ফুট আর্ত্তি অর্থাৎ প্রাণের ব্যাকুলতা সহকারে নিজেষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীর্ত্তন করা হয়, উহা প্রেমভরেই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সঙ্কীর্ত্তন ও প্রেম অন্যোন্যসিদ্ধ। উভয়ে উভয়ের কার্য্যকারণ-স্বরূপ, সুতরাং অভেদ।

নাম্নান্তু সঙ্কীর্ত্তনমার্ত্তিভারাদ্
মেঘং বিনা প্রাবৃষি চাতকীনাম্
রাত্রৌ বিয়োগাৎ কুররীবথাঙ্গী-
বর্গস্য চাক্রোশনবৎ প্রতী হি।

বর্ষায় মেঘবিরহে চাতকিনী যেমন পরম আর্ত্তিভরে ব্যাকুল ভাবে "পিয় পিয়" রবে শ্যামল মেঘের সুশীতল বারিবিন্দুর জন্য করুণস্বরে আহ্বান করে, চক্রবাকী যেমন স্বপতি-বিরহে সারা নিশি উহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া আকুল হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের প্রেমিক ভক্তও দিন যামিনী

কেবল তাঁহার নাম করিয়া বিরহের সুদীর্ঘ বিষাদময় সময় অতিবাহিত করেন।

বিরহজ প্রেমে প্রায়শঃ নাম-সঙ্কীর্ত্তনই বিরহীর সম্বল। বিরহাভিভূত প্রেমিক ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে না পাইয়া তাঁহার শ্রীনামমাত্র সম্বল করিয়া আর্ত্তিভরে ব্যাকুল ভাবে ও রোদনের ভাবে নাম করিয়া করিয়া—দিবা-নিশি যাপন করেন, অতীব আর্ত্তি সহকারে বিচিত্র মধুর গাথা-প্রবন্ধে শ্রীভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সাধকগণের কার্য্য। তাৎপর্য্য এইযে—

"সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎ স্যাৎ সাধনং সাধকস্য তৎ।"

সিদ্ধের যাহা লক্ষণ, সাধকগণকে তাহারই অনুকরণ করিত হইবে।

বিচিত্র-লীলারস-সাগরস্য
প্রভোর্বিচিত্রাৎ স্ফুরিতাৎ প্রসাদাৎ।
বিচিত্র সঙ্কীর্ত্তন-মাধুরী সা
ন তু স্বযত্নাদিতি সাধু সিদ্ধেৎ॥ ১৬৮।

যদি বল,—উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনে বহুল বিঘ্ন-শঙ্কা, লোকপূজাদিদোষ, অশক্তি ও দেহ-দৌর্ব্বল্যাদি জন্মিতে পারে, কিন্তু অপরের অলক্ষ্যমাণ ও অনায়াসজনিত অন্তশ্চিন্তনে সে সকল আশঙ্কা না হইতেও পারে, সুতরাং সঙ্কীর্ত্তনাপেক্ষা ধ্যানই ভাল। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—তাদৃশ বিবিধ ভগবন্নাম-কীর্ত্তনের মাধুরী শ্রীভগবানের বিচিত্র প্রসাদ হইতেই উপজাত হয়। উহা আত্মপৌরষজনিত প্রযত্নলভ্য নহে। শ্রীভগবান্ বিচিত্র লীলারসসমূহের সাগর। তাঁহার প্রসাদ হইতে যাহা উপজাত হয়, তাহাতে কোনও বিঘ্নের আশঙ্কা আসিতে পারে না।

ইচ্ছা-বশাৎ পাপমুপাসকানাং
ক্ষীয়েত ভোগোন্মুখমপ্যমুষ্মাৎ।

প্রারব্ধমাত্রং ভবতীতরেষাং
কর্ম্মাবশিষ্টং তদবশ্যভোগ্যম্ । ১৬৯ ।

যদি বল, ঈদৃশ মহাপ্রভাব শালী শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকারীদের দুঃখাদি হয় কেন ? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে নিরন্ত নাম সেবাপরায়ণ উপাসকগণের ভোগোন্মুখ প্রারব্ধ ভোগ-পাপও এই নামকীর্ত্তন-প্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পাপের ফল দুঃখ, উহার ক্ষয় হয়। কিন্তু শুভকার্য্যের ফল যে পুণ্য তাহা থাকিয়া যায়। উহা নামোপাসক-গণের ইচ্ছাধীন। তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম আসিতেও পারে, বিনষ্টও হইতে পারে।

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে—

কর্ম্ম চক্রন্তু যৎ প্রোক্ত মবিলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈঃ।
মদ্ভক্তি-প্রবলৈর্ম্মর্ত্ত্যৈ র্বিদ্ধি লঙ্ঘিতমেব তৎ॥

সুর বা অসুর কেহই কর্ম্ম চক্রকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। কিন্তু আমার ভক্তিনিষ্ঠ মনুষ্যগণ অনায়াসে উহা লঙ্ঘন করিতে পারেন। নিষ্ঠাবান্ না হইয়া যাঁহারা সাধারণভাবেও নাম-কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের প্রারব্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকে, ভোগে তাহার ক্ষয় হয়—আর নূতন কর্ম্ম-সঞ্চয় হয় না।

মহাশয়া যে হরিনাম-সেবকাঃ
সুগোপ্য তদ্ভক্তি-মহানিধেঃ স্বয়ম্ ।
প্রকাশ-ভীতা ব্যবহার-ভঙ্গিভিঃ
স্বদোষ-দুঃখান্যনুদর্শয়ন্তিঃ ॥

যদি বল,—ভরতাদি হরিনাম-সেবক মহাশয়গণেরও তো ভোগোন্মুখ কর্ম্মের ক্ষয় হইয়াছিল না। তদুত্তরে বলা যাইতেছে, হরিনাম-সেবক মহাত্মার সুগোপ্য ভক্তিরূপমহানিধি পাছে বা প্রকাশিত হইয়া পড়েন,

এই আশঙ্কায় সাংসারিক ব্যবহারচ্ছলে নিজদের দুঃখই জনসমাজে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বাস্তবিক দুঃখ ভোগ না করিয়াও দুঃখ-ভোগানুকরণ করিয়া থাকেন। হরিভক্তি,—সুগোপ্য মহানিধি; উহা সকলের নিকট প্রকাশিত করিতে নাই। এই জন্য তাঁহারা ভক্তির প্রভাবে স্বীয় দুঃখের অভাব ও হর্ষের সমুচ্ছ্বাসকে গোপন করেন।

ধ্যানং পরোক্ষে যুজ্যেত নতু সাক্ষান্মহাপ্রভোঃ।
অপরোক্ষে পরোক্ষেঽপি যুক্তং সঙ্কীর্ত্তনং সদা॥

শ্রীপাদ সনাতনপ্রভু শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' বাক্যানুসারে সমাপন করিতেছেন। শ্রীভগবানের ধ্যান পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত কিন্তু সাক্ষাৎকার নহে। কিন্তু শ্রীকীর্ত্তন পরোক্ষেও অপরোক্ষে সর্ব্বদাই শোভনীয়। যথা শ্রীরাসে, শ্রীভাগবতে—

গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

কৃষ্ণং শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদী কুমুদাকরং।
জগৌ গোপীজন স্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ॥
রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবত্তরায়ত ধ্বনিঃ।
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবতা দ্বিগুণং জগুঃ॥

অপরোক্ষে কীর্ত্তনই সুপ্রসিদ্ধ। যথা রাসে গোপী-গীতা:—

শ্রীমন্নাম প্রভোস্তস্য শ্রীমূর্ত্তেরপ্যতি প্রিয়ং।
জগদ্ধিতং সুখোপাস্যং সরসং তৎসমং নহি॥

শ্রীভগবানের সর্ব্বশোভা-সম্পত্তি-আতিশয্যযুক্ত, শ্রীনাম শ্রীমূর্ত্তি হইতেও তাঁহার অতিশয় প্রিয়। উঁহা সদা সর্ব্বত্র সকলের মধ্যেই নিজ মহিমাভরে প্রকাশমান হন। উঁহা জগতের হিতজনক—শ্রীনাম গ্রহণে "অধিকারী

অনধিকারী” এই বিচার নাই ; বাগিন্দ্রিয়ে উচ্চারণ বা কর্ণেন্দ্রিয়ে শ্রবণ দ্বারা—নিখিল জীবের ইনি উপকার সাধন করিয়া থাকেন। অপিচ অতি সুখোপাস্য। রসনাগ্রে সমুচ্চারিত হইলেই উপাসনা সম্পাদিত হয়। উহা মধুরাক্ষরময় সুতরাং সরস ও কোমল। অথবা উহা সরস—যেহেতু সচ্চিদানন্দময়। ইহাঁর সরসতা সম্বন্ধে আরও ব্যাখ্যান হইতে পারে যথা, বহুল রসের সহিত শ্রীনাম-কীর্ত্তন বিরাজমান এই নিমিত্ত সরস—অপিচ শৃঙ্গারাদি নবরসে, প্রেমরসে ও ভক্তিরসে শ্রীনাম কীর্ত্তিত হয়েন—মিলনে ও বিরহে উভয়ভাবেই শ্রীনাম-কীর্ত্তনের স্ফূর্ত্তি হয়। অথবা রস শব্দের অর্থ রাগ এই রাগের সহিত অব্যভিচারিভাবে শ্রীনাম-কীর্ত্তন বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া ইনি সরস। এই নিমিত্ত ইনি আশুপ্রেমদ। অথবা ইনি ইঁহার উপাসকগণের প্রেম জন্মাইয়া থাকেন ; ইহাতে ইহার নিজের প্রতিও ইঁহার সেবকগণের প্রবল আকর্ষণ বৃদ্ধি করেন। অথবা প্রবল শক্তির বিদ্যমানতা-বশতঃ ইনি অতি বীর্য্যশালী, এইজন্যও ইনি সরস। কেননা, রস শব্দের অর্থ বীর্য্যবিশেষ। গুণকে ও রস বলা যায়। ইহার অখিল দীনজন-নিস্তারক গুণ আছে বলিয়াও ইনি সরস রস অর্থে সুখ। ইনি সচ্চিদানন্দ ঘনসুখময় সুতরাং সরস। শ্রীনামের সমান কিছুই নাই সুতরাং নিরুপম।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ মহাপ্রভুর
শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত শ্রীনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে
উপদেশাবলী—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত শ্রীনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশাবলী এ স্থলে সংগৃহীত করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইল। তাঁহার স্বরচিত যে আটটি পদ্য শ্রীচৈতন্য

চরিতামৃতের উপসংহার উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার একটি অর্থাৎ "তৃণাদপি" শ্লোকটি শ্রীমদ্‌বৃহদ্ভাবতামৃতের পদ্যব্যাখ্যায় ইতঃপূর্ব্বে সমুদ্ধৃত হইয়াছে। আর একটি সুপ্রসিদ্ধ পদ্য এই :—

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃত-স্বাদনম্
সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।

ইহার অর্থ এই যে—এই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের জয় হউক। ইহা দ্বারা চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—ধূমদ্বারা যেমন অনল সমাচ্ছন্ন থাকে, আদর্শ (আয়না) যেমন ধূলি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়, তদবস্থায় যেমন অনলের প্রকাশাত্মক গুণ দৃষ্ট হয় না, মলিন আদর্শে যেমন প্রতিবিম্বপাত হয় না, সেইরূপ যে পর্য্যন্ত হৃদয়, পাপরূপ মলিনতা দ্বারা সমাবৃত থাকে, তাবৎকাল তাহাতে শ্রীভগবান্ প্রতিবিম্বিত হন না। পাপ ও নিখিল সংসার-বাসনা-জাল-সমাচ্ছন্ন চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত করিতে হইলে শ্রীভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ ঝাড়ন-বসনের প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনরূপ ঝাড়ন-বসনে চিত্তরূপ আদর্শ পরিষ্কৃত হয়, তাদৃশ পরিষ্কৃত আদর্শে শ্রীভগবদ্ভাব-প্রতিবিম্ব সম্পাত হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন বিমলিন চিত্তাদর্শের ঝাড়ন-বসন-স্বরূপ। এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন এই সংসাররূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাণকর। মেঘবর্ষণ ব্যতিরেকে বনের বিশাল অনল আর কোন প্রকারই নির্ব্বাপিত হয় না। সংসারের দাবানল তাহা অপেক্ষাও অতি ভীষণ। ইহাতে পুড়িয়া পুড়িয়া সকলই ভস্মীভূত হয়। রাবণের চিতার ন্যায় এ অনল অনুক্ষণই সংসারীদিগকে সন্তপ্ত ও ভস্মীভূত করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনরূপ

মহামেঘের বর্ষণই এই ভীষণ অনল-নির্ব্বাণের একমাত্র উপায়। স্নিগ্ধ শ্যামল বিপুল বিশাল সজল জলদ যেমন মহাদাবানলকে সদ্য সদ্য প্রশান্ত করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনও চির সন্তপ্ত ও ভীষণ জ্বালাগ্রস্ত সংসারাশ্রমীদের দুঃখানল প্রশান্ত করিতে একমাত্র উপায়। ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক উপনিষৎ শাস্ত্রে "শ্রেয় ও প্রেয়" এই দুই প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা দৃষ্ট হয়। যাহা ইহ সংসারের পক্ষে শুভ, তাহাই প্রেয়, আবার যাহা পরলোকের পক্ষে শুভ, তাহাই শ্রেয়ঃ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রী গৌরচন্দ্রর মধুময়ী উক্তি এই যে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন এই শ্রেয়রূপ কুমুদের প্রকাশ-সাধনে সমর্থ জ্যোৎস্না-সঞ্চারক ও বিতরক সদৃশ। নরনারীগণের শ্রেয়-বিতরণ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন জ্যোৎস্না তুল্য কার্য্য সাধক। সুশীতল সুনির্ম্মল জ্যোৎস্না যেমন কুমুদকে বিকাশ করে, জীবগণের শ্রেয়ঃ-কুমুদ বিকাশের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন বাস্তবিকই প্রেম-পীযূষময়ী জ্যোৎস্না-বিস্তারকরূপ। ইনি বিদ্যাবধূরও জীবনতুল্য। বিদ্যা, বহু প্রকার-বিশিষ্টা এস্থলে বিদ্যা-পদেরঅর্থ ব্রহ্মবিদ্যা বা নিকুঞ্জ বিদ্যা। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করেন, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন এই ব্রহ্মবিদ্যারও জীবনস্বরূপ। ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন দ্বারাই উন্মেষিত ও সঞ্জীবিত হয়েন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র,—নিকুঞ্জবিদ্যার শ্রীমন্দিরে। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উন্নত উজ্জ্বল রসময় প্রেমানন্দ-ঘনত্বানুভবই শ্রীনিকুঞ্জ-বিদ্যার সম্পাদ্য। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন এই নিকুঞ্জ-বিদ্যা-বধূর জীবন-স্বরূপ। শ্রীনাম-কীর্ত্তনানুগ্রহ ভিন্ন তাঁহার স্ফুর্ত্তি অসম্ভব। চন্দ্রোদয়ে যেমন সমুদ্র-বক্ষ সমুচ্ছসিত হয়, শ্রীনাম-কীর্ত্তন-চন্দ্রোদয়েও সেইরূপ আনন্দসাগর সমুচ্ছসিত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের প্রত্যেক পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন সর্ব্ব আত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদন করেন। শ্রীকীর্ত্তনের এমনই মহিমা যে ইহাতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের হৃদয়ই প্রেমরসে পরিপ্লুত হয়। শ্রীপাদ সনাতন

গোস্বামিমহাশয় তদায় শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের টীকায় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইতঃপূর্ব্বেই তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নির্গলিত আর একটী পদ্য এই ঃ—

নাম্নামকারি বহুধা* (বহুতা) নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈব মীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

শ্রীনামের মহামহিমা জ্ঞাপনের জন্য স্বয়ং ভগবান্ জীবশিক্ষার্থে নিজের দুরদৃষ্টতা উল্লেখ করিয়াই যেন জন-সাধারণের শ্রীনাম সাধনের অনুরাগ বর্দ্ধনার্থ বলিতেছেন—হে ভগবন্ আমার প্রতি তোমার কৃপার সীমা নাই। তুমি তোমার বহু বিধ নাম প্রকট করিয়াছ। নরনারী—অনন্ত, তাহাদের রুচিও অনন্ত। তুমি অনন্ত নাম প্রকটন করিয়া জীবদিগকে ইহাই বুঝাইতেছ যে,—আমার যে নাম যাহার নিকট প্রিয় বলিয়া বোধ হইবে, তিনি সেই শ্রীনামই সাধন করিতে পারেন। আবার সেই সেই নামে

---

* এই পদ্যটীতে বহু বহু প্রাচীন পুঁথিতেও "নাম্না মকারি বহুধা" এই পাঠ দৃষ্ট হয়। মাড়ো-নিবাসী শ্রদ্ধেয় ৺বীর চন্দ্র গোস্বামি মহোদয় তৎকৃত পদ্যাবলী টীকায় "বহুধা" পদ্যের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "বহুধা" বহুপ্রকারেঃ অকারি" নিত্য সিদ্ধানাং নাম্নাং করুণা সত্তাবাদেবং বা ব্যাখ্যেয়ং। ভবতা নাম্নাং বহুধা প্রকাশোঽভূৎ; কৃঙ্ ধাতোরর্থান্তর-বৃত্তিত্বেনাকর্ম্মকত্বাদত্তো ভাবে প্রত্যয়ঃ। কিন্তু Peter Peterson সাহেব সম্পাদিত সুভাষিতাবলী গ্রন্থে ৩৪৮১ সংখ্যক পদ্যে এই পদ্যটী উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে এই পদ্যের "বহুধা" স্থলে "বহুতা" পাঠ আছে। পদ্যটী মধুসূদনকৃত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। পদ্য স্থিত "অকারি" ক্রিয়া পদটীর কর্ত্তা—"বহুতা" এই বিশেষ্য পদটী সুপ্রযুক্ত। বহুধা ক্রিয়াবিশেষণ; উহা কর্তৃপদ হইতে পারে না ইহাই এইরূপ পাঠের তাৎপর্য্য।

সর্ব্ব শক্তি অর্পণ করিয়া রাখিয়াছ। যে কোন নামে সর্ব্বকার্য্য-সম্পাদনী ও সর্ব্বার্থ-সাধনী শক্তি নিহিত করিয়া রাখিয়াছ। যথা শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেব-দেবস্য চক্রিণঃ।
যচ্চাভিরুচিরং নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ॥

(এই পদ্য এবং এইরূপ আরও অনেক পদ্য ইতপূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং যে কোন নাম গ্রহণ করিলেই নামের সর্ব্বার্থ সিদ্ধিজনক ফললাভ হয়।) শ্রীনাম-কীর্ত্তনে দেশকালাদির নিয়ম-বিচার নাই। (এসম্বন্ধেও শাস্ত্র বাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে।) হে ভগবন্, তোমার এমনই কৃপা। কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে এত সহজ সুন্দর সরস অথচ মহাফলজনক শ্রীনাম-সাধনের উপদেশ থাকা সত্ত্বেও ইহাতে আমার অনুরাগ হইল না।

শ্রীচৈতন্য চারিতামৃত ইহার পদ্য বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে কহিল নামের অনেক প্রকার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কোনদেশ নিয়ম নাহি সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥
সর্ব্ব শক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥

শ্রীনাম-গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শিক্ষাষ্টকের আরও একটি পদ্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে তদ্ যথা—

পুন অতি উৎকণ্ঠাদৈন্য হইল উদ্গম।
কৃষ্ণ ঠাঁই মাগে প্রেম নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্‌গদ্ রুদ্ধয়া গিরা
পুলকৈ র্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি।

হে, গোবিন্দ আমার এমন দিন কবে হবে, যে তোমার নাম-গ্রহণ-কালে অবিরল অশ্রু-ধারায় নয়ন পরিপ্লাবিত হইবে, তোমার নাম উচ্চারণ করিতে গেলেই প্রবৃদ্ধ প্রেমবেগে বাক্য গদ্ গদ্ হইয়া পড়িবে, আর দেহ পুলকে পূর্ণ হইবে ?

সাধন ভক্তিতে দুই প্রকারে শ্রীনাম গৃহীত হন—এক বৈধী ভক্তির অনুশাসনে প্রাথমিক সাধক শ্রীভগবন্নাম উচ্চারণ করেন, তাহাতে ভাব-রসাদির কোনও চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। রাগানুগাভক্তির সাধনাতে শ্রীনাম গ্রহণে ভাবের উন্মেষ কখন কখন দৃষ্ট হয়। ভাব ভক্তিতে পূর্ব্বানুরাগের লক্ষণ লইয়া শ্রীনাম যখন সাধক-রসনায় উপস্থিত হন, তখনকার ভাবাভিব্যক্তি অতীব রসময়ী। নবানুরাগ-নিমগ্না শ্রীমতী রাধিকা শ্যামসুন্দরের নামানন্দরসে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন—

সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে হেরিব সই তারে॥

নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার সেখানে বসত কৈলে
কুলের ধরম কৈছে রয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীনাম-গ্রহণের কালে যে ভাবোদ্গমের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রেম-ভক্তির অতি উচ্চতম সোপানে আরূঢ় প্রেমিক ভক্তগণের ব্যাকুলতাময় মহাসাত্ত্বিক ব্যাপার! মহাভাব অবশ্য প্রেমরসের উচ্চতম সিংহাসনে অবস্থিত। তাহাতে বাহ্য স্ফূর্ত্তির ব্যাপার গুলি চাপা পড়িয়া যায়। তখন বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব ভূমিকায় এরূপ অবস্থা স্বাভাবিকী।

শ্রীভাগবতে এ সম্বন্ধে যে সুপ্রসিদ্ধ পদ্যটী আছে তাহা এই :—

এবংব্রত স্বপ্রিয়-নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগোদ্রুতচিত্তঃ উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।

ইহা দিব্যোন্মাদের অবস্থা। নবানুরাগপ্রাপ্ত সাধক তখন জন-সাধারণের ভাবের বহু উপরে সমারূঢ় হইয়া চিত্তের প্রগাঢ় ব্যাকুলতায় স্বপ্রিয় শ্রীভগবানের যথাভিরুচি প্রিয় নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে কখনও বা উচ্চৈঃ স্বরে হাস্য, কখনও বা বিরহভাবের আতিশয্যে রোদন, কখনও বা হারাধন প্রাণের আরাধ্য শ্রীভগবানের অনুসন্ধানময় উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ,—আবার কখনও বা ভাবরসে নিমজ্জিত হইয়া অনুরাগ ভরে নাম গান করেন।

সাধনের প্রত্যেক স্তরে শ্রীনাম-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ভক্তি-শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণানুগআচার্য্য মহোদয়গণ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনেরই শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্র প্রতিপাদিত করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তদীয় লীলায় শ্রীনাম-কীর্ত্তনের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

শ্রীভাগবতের ১১ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত এই শ্লোক তাহার মহাপ্রমাণ।

যিনি সততই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, কান্তিতে যিনি গৌর, যিনি অঙ্গউপাঙ্গঅস্ত্রপার্ষদসহ বিরাজমান,—সুবুদ্ধি সুপণ্ডিতগণ কলির এতাদৃশ উপাস্যদেবকে সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ দ্বারা উপাসনা করেন। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে ঃ—

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্য অবতার॥

"অবতীর্ণঃ কৃষ্ণ নামভিঃ"

তিনি চন্দ্র গ্রহণ সময়ে আবির্ভূত হয়েন, আর সেই সময়ে শ্রীধাম নবদ্বীপবাসিগণ তদুপলক্ষে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেছিলেন। শ্রীনাম কীর্ত্তনের মহাকল্লোল-কোলাহলের মধ্যেই তিনি অবতীর্ণ হয়েন।

শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে ঃ—

ফাল্গুন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্র গ্রহণ হয়॥

হরি হরি বলে লোক হরষিত হৈয়া।
জন্মিলা চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া ॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা কোন কোন ছলে ॥

শৈশবে শিশু-স্বভাব-সুলভ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেন, কেহ হরিনাম না করিলে সে রোদনের অবসান হইত না। যে কেহ দেখিতে আসিতেন, সকলেই তাঁহার সন্তোষের জন্য হরিনাম করিতেন।

গৌরহরি বলি তারে হাসে সর্ব্বনারী।
অতএব নাম তার হৈল গৌর হরি ॥
বিবাহ হইল, হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইলা প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥
পৌগণ্ডে বয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যানে ॥
সূত্র যুক্তি টীকা কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্য।
শিষ্যের প্রতীতি হয় প্রভাব আশ্চর্য্য ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ নামে ভাসাইল নবদ্বীপ গ্রাম ॥
কিশোর বয়সে আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রি দিন প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ ॥
নগরে নগরে ভ্রমেণ কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেম ভক্তি দিয়া ॥
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ গ্রামে।
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণ নাম প্রেমে ॥

চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লৈয়া কৈলা নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্য গীত প্রেম ভক্তি গান নিরন্তর॥
সেতুবন্ধ আর গৌড় দেশ বৃন্দাবন।
প্রেম নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ॥

সমগ্র শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-লীলা শ্রীনাম-প্রেম-প্রচারের অনন্ত অফুরন্ত উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল এক মহামহাসমুদ্র !!

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় আরও লিখিয়াছেন—

আজানুলম্বিত ভুজ কমল লোচন।
তিলফুল সম নাসা সুধাংশুবদন॥
শান্ত দান্ত নিষ্ঠাকৃষ্ণ ভক্তিপরায়ণ।
ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্বভূতে সম॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দন ভূষণ।
নৃত্য করি করে সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

* * * *

কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যার মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ পদের এই অর্থ পরিমাণ।
কৃষ্ণ বিনা তার মুখে নাহি আইসে আন॥

* * *

বাহু তুলি হরি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়।
কলির কল্মষ নাশে প্রেমেতে ভাসায়।

অন্যান্য যুগে যুগাবতারগণ অস্ত্র দ্বারা পাপি সংহার করিতেন—কিন্তু এত কলিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীপরমউদার মহাকারুণ্যাবতার শ্রীশচীনন্দন আবির্ভূত হইয়া—

এবে অস্ত্র না ধরিলা, প্রাণে কারে না বধিলা
হরিনামে করিলা উদ্ধার।

এবার অঙ্গ উপাঙ্গই অস্ত্র, তাই—

বাহু তুলি হরি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়।
কলির কল্মষ নাশে, প্রেমেতে ভাসায়॥

এবার শুধু পাপ বিনাশন নহে পাপ-বিনাশন সুধু পাপ বিনাশন নহে—প্রেম প্রদান !!! হরিনামই এ অবতারে মহাস্ত্র।

যুগাবতার পীত বিষ্ণু পীতবর্ণ গৌরহরি শ্রীশচীনন্দন বিশ্বম্ভরের শ্রীঅঙ্গে মিশ্রিত হইলেন। তাহার ভূভারণী হরণ ও পাতকী বিনাশন ব্যাপার পরম উদার পরম করুণাময় স্বয়ং শ্রীভগবানের উদয়ে স্তম্ভিত ও স্থগিত হইল শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের তরঙ্গ বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল—পাতকী উদ্ধার পাইল, সুধু উদ্ধার নহে—প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিল। শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। প্রেমানন্দে শ্রীনাম কীর্ত্তন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। এই—

সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণ নাম যজ্ঞ সার॥
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥

১। শ্রীপাদঅদ্বৈতের বাসনা।

লোকগতি দেখিয়া আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয়॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥
নাম বিনু কলিকালে নাহি ধর্ম্ম আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার॥
শুদ্ধভাবে করিব শ্রীকৃষ্ণ-আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥
আনিয়ে কৃষ্ণের করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে তো অদ্বৈত নাম সফল আমার॥

২। শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি।

কাশীর সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের গুরু শ্রীপাদ প্রকাশানন্দসন্ন্যাসি, সভায় সমাগত শ্রীমৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবকে বলেন—

সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লইয়া কর সঙ্কীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন সন্ন্যাসীর প্রধান ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন কর ভাবুকের কর্ম্ম॥

ইহার উত্তরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌর সুন্দর বলেন—

—শ্রীপাদ শুন ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণ মন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥

কৃষ্ণ নাম হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার,—নাম,—এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥
তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রেমরূপ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন সব আনন্দ স্বরূপ॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা

বৃহন্নারদীয় পুরাণ বচন

এই আজ্ঞা পাইয়া নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য করিতে নারি হইলাম উন্মত্ত।
হাসি কাঁদি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত॥
তবে ধৈর্য্য মানি মনে করিলাম বিচার।
কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইলাম আমি ধৈর্য্য নহে মনে।
এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাই কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে, মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন॥

কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে, উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণ-বিষয় প্রেমা,—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥
কৃষ্ণ নামের ফল—কৃষ্ণ প্রেমা,—শাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ততনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণে প্রাপ্তে উপজায় লোভ॥
প্রেমের স্বভাবে ভক্ত হাসে কাঁদে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥
স্বেদকম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণ আনন্দ সুখ সাগরে ডুবায়॥
ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ॥
নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ নাম উপদেশি তার ত্রিভুবন॥

* * * * *

এই তার বাক্য আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন করি॥
সেই কৃষ্ণ নাম কভু গাওয়ায় নাচায়।

গাই নাচি নাচি আমি আপন ইচ্ছায় ॥
কৃষ্ণ-নামে যে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খদ্যোতিকা সম ॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে সদ্য সদ্য ফল ফলিল। শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরণে তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি স্বধু শ্রীকৃষ্ণ-নাম না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামের নিষ্ঠাবান্ সাধক হইয়া তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিলেন। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর নাম হইল শ্রীপ্রবোধানন্দ।

৩। হরেনাম শ্লোকের অর্থ।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার ॥
দার্ঢ্যলাগি "হরেনাম" উক্তি তিনবার
জড়লোক বুঝাইতে পুন "এব" কার ॥
"কেবল" শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞান যোগ তপ আদি করি নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাই নাই নাই এই তিন 'এব' কার ॥

প্রোক্ত শ্লোকটীতে যে তিনবার হরিনাম করা হইয়াছে, উহা দৃঢ়ত্ব প্রদর্শনার্থ। উহারই পরে যে "এব" পদটী আছে জড়লোকদিগকে সবিশেষরূপে বুঝাইবার জন্যই দৃঢ়ীকরণার্থ 'এব' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া পরম কারুণিক মুনি আবার "কেবল" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন; ইহাও নিশ্চয়করণার্থক। জ্ঞানের সাধনা কলিতে নাই, যোগের সাধনা কলিতে নাই, তপশ্চর্য্যাময় সাধনাও কলিতে নাই—অথবা সত্যযুগের ধ্যান, ত্রেতাযুগের যাগ ও দ্বাপরযুগের অর্চ্চনা

কলিতে সাফল্যপ্রদ নহে, শ্রীনাম সাধন ভিন্ন অপর কোনও সাধন কলিযুগে ফলপ্রদ নহে,—ইহাই বুঝাইবার জন্য তিনবার "নাস্তি"পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কেবল শ্রীনাম সাধনই কলির জীবগণের একমাত্র সাধন। এই শ্লোকের ইহাই তাৎপর্য্য। শেষ পংক্তির তিনটী "এব" পদ অন্য-ব্যবচ্ছেদার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদের স্বকপোলকল্পিতার্থ দ্বারা এই ক্ষুদ্রগ্রন্থের মূল্যবান্ স্থান নষ্ট করা অবৈধ, সুতরাং সে প্রয়াস হইতে নিরস্ত হওয়াই ভাল।

এস্থলে প্রথমবার তৃণাদপি শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতঃপরে অন্যত্রও ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
তাড়নে ভর্ৎসনে কারে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেও তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারো কিছু না মাগিবে।
অযাচিত বৃত্তি, কিবা শাকফল খাবে॥
সদা নাম লবে, যথালাভেতে সন্তোষ।
এই মত আচার করে ভক্তি-ধর্ম্ম পোষ॥
উর্দ্ধ বাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক।
নাম সূত্রে গাঁথি কণ্ঠে পর এই শ্লোক।
প্রভুর আজ্ঞায় কর শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥

৪। অর্থবাদে অসন্তোষ।

কোন সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীনাম মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার জনৈক পড়ুয়া বলিল, শাস্ত্রে নামের যে সকল মহিমা লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয় রুচি-উৎপাদনের জন্য অর্থবাদ মাত্র; অর্থাৎ কেবল অবান্তর প্রশংসাবাদ মাত্র। ইহাতে শ্রীমহাপ্রভু এত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সেই পড়ুয়ার আর কেহ মুখ না দেখে,—এমন আদেশ করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল।
শুনি এক পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ কৈল॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হলো দুঃখ।
সবে নিষেধিল ইহার না হেরিবে মুখ॥
সগণে সবেগে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাহা করিল ব্যাখ্যান॥

আদি সপ্তদশ অধ্যায়।

ফলতঃ যাঁহারা হরিনাম মাহাত্ম্যকে অর্থবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করে, তাহাদের মুখ দেখাও অমঙ্গল ও অপবিত্রজনক। প্রভু একবারেই "মুখং ন পশ্যেৎ, সচেলং স্নানমাচরেৎ" এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সুতরাং পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের সাবধান হওয়াই সুসঙ্গত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনাম-কীর্ত্তনের প্রভাব সমগ্র শ্রীনবদ্বীপে ব্যপ্ত হইয়া পড়িল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্থানীয় মুসলমানগণ হিন্দুদের দেবতার নাম উচ্চারণ করিরা তাহাদিগকে উপহাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহাতে বীপরীত ফল ফলিয়া শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে বাধার আদেশ দেওয়ায় কাজী শ্রীমন্ নৃসিংহ দেবের দুরন্ত প্রভাব স্বয়ং অনুভব করিয়া

হইলেন। কাজী নিজে বিশ্বস্ত লোককে স্বীয় অনুভব ও ভীতি জানাইয়া বলিলেন, আমার এক পিয়াদা কীর্ত্তনে বাধা দিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সে অপারগ হইল ;—

"আসি বলে 'গেনু মুঞি কীর্ত্তন বাধিতে।
অগ্নিউল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে॥
পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায়' তার এই বিবরণ॥

সুতরাং কাজী আর কীর্ত্তনে বাধা দিলেন না ; অবাধে কীর্ত্তন-প্রবাহ সমুদ্রের কল্লোল-কোলাহল-তরঙ্গের ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কোন কোন ঈর্ষাদিগ্ধ মুসলমান কাজিকে অনুশাসন বাক্যে বলিল—

নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
হরিনাম বিনামুখে না শুনিয়ে আর॥
আর ম্লেচ্ছ কহে হিন্দু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
হাসে কান্দে নাচে গায়, পড়ে যায় ধূলি॥
হরি হরি করি হিন্দু করে কোলাহল।
পাতসা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল॥

কাজি সাহেব বলিলেন, হিন্দু আপন উপাস্যদেবের নাম করিবে ইহা স্বাভাবিক কিন্তু মুসলমান হইয়া তুমি হিন্দু-দেবতার নাম এত ঘন ঘন উচ্চারণ করিতেছ কেন ?

ম্লেচ্ছ কহে আমি হিন্দুকে করি পরিহাস।
কেহ কেহ কৃষ্ণদাস কেহ রামদাস॥
কেহ হরিদাস সদা বলে হরি হরি।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি॥

সেই হতে জিহ্বা মোর বলে হরি হরি।
ইচ্ছা নাহি তবু বলে কি উপায় করি॥
আর ম্লেচ্ছ কহে শুন আমি এই মতে।
হিন্দুকে মস্করি করি,—সেই দিন হতে।
জিহ্বা কৃষ্ণ নাম করে না করে বর্জ্জন।
না জানি কি মন্ত্রৌষধি করে হিন্দুগণ॥

ফলতঃ হরিনাম নিজেই জগত্তারক মহামন্ত্র। পরিহাস করিয়া হরিনাম করিলেও শ্রীনামের স্বীয় প্রভাবে অভক্তের রসনাতেও উহার স্ফুরণ অবশ্য অবশ্য হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজির মুখে সভক্তি শ্রীকৃষ্ণ নামোচ্চারণ শুনিয়া বলিয়া ছিলেন:—

তোমার মুখে কৃষ্ণনাম এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম পবিত্র॥
হরি কৃষ্ণ নারায়ণ লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি মহা পুণ্যবান্॥

প্রভুর শ্রীমুখে সুধা-মধুর বাক্য শুনিয়া কাজির নয়ন যুগল অশ্রু জলে পূর্ণ হইল। তিনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

তোমার প্রাসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহে ভক্তি॥

প্রভু বলিলেন, তোমার কাছে আমি এই দান চাহি যে নদীয়ায় যেন কীর্ত্তনে বাধা না হয়।" তদুত্তরে কাজি বলিলেন:—

——মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব; কীর্ত্তন না বাধিবে॥

ইহা শুনিয়া প্রভু ও ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। ম্লেচ্ছ-শাসন কর্ত্তৃপক্ষও শ্রীহরি-নামের প্রভাব অনুভব করিলেন। শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। পতিতোদ্ধারণ শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপে শ্রীনাম-মহিমা-কীর্ত্তন প্রচার ও বিস্তার করিয়াছিলেন।

৫। ভক্তগণের প্রতি নাম-উপদেশ

সন্ন্যাস গ্রহণের পরে শ্রীঅদ্বৈতমন্দিরে সমাগত জনসাধারণের প্রতি উপদেশ—

তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব।
এক ভিক্ষা মাগি তুমি দেহ মোরে সব॥
ঘরে থাকে : কর সদা কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-নাম কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-আরাধন॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমা সবায় দিব দরশন॥

৬। দক্ষিণ দেশে তীর্থ পর্য্যটন যাত্রা

মত্ত সিংহ প্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌর হরি।
লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কত দূরে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সেইজন নিজ গ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ বলি হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
সবে দেখে তারে কহে "কহ কৃষ্ণনাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে আইসে বৈষ্ণব যত জন।
তাঁহার দর্শন কৃপায় হয় তার সম॥
সেই যেয়ে নিজগ্রামে বৈষ্ণব করয়।
অন্য গ্রামী আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যেয়ে আর গ্রামে করে উপদেশ।
এই মত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ॥
এইমত পথে যাইতে শত শত জন।
বৈষ্ণব করেন তারে করি আলিঙ্গন॥
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ ভক্ত হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈলা প্রকাশে।
সেই শক্তি প্রকাশি নিস্তারিলা দক্ষিণ দেশে॥
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য গীত কৈলা।
দেখি সর্ব্ব লোকের চিত্ত চমৎকার হৈলা॥

আশ্চর্য্য শুনি সবলোক আইলা দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকারে ॥
দর্শনে বৈষ্ণব হইল বলে কৃষ্ণ হরি।
প্রেমাবেশে নাচে লোক উর্দ্ধবাহু করি ॥
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেইলোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সবগ্রাম ॥
এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হইল।
কৃষ্ণ নামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥

৭। সিদ্ধবটে শ্রীকৃষ্ণ-নাম,—

দক্ষিণ দেশ-ভ্রমণ-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধবট তীর্থে শ্রীসীতাপতি রঘুনাথের সেবক এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পান। সেই ব্রাহ্মণ শ্রীরাম-নামোপাসক—ভক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্কন্দক্ষেত্র ও ত্রিমল্ল প্রভৃতি তীর্থ-দর্শনান্তে আবার সিদ্ধবটে সেই ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া শুনিতে পাইলেন,—ব্রাহ্মণ শ্রীরামনামের পরিবর্ত্তে নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিতেছেন। ভিক্ষান্তে মহাপ্রভু তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন :—

——ইহা তোমার দর্শন-প্রভাব।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্মস্বভাব ॥

আমি বাল্যাবধি রাম নাম গ্রহণ করি। কিন্তু তোমার দেখামাত্র স্বতঃই আমার মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইলেন, আর সেই দিন হইতেই আমি রাম-নামের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণনাম করিতেছি।

সেই হতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণ নাম স্ফুরে, রাম-নাম দূরে গেল ॥

আমার বাল্যকাল হইতেই এই একটী স্বভাব আছে যে যখন যেখানে সুবিধা পাই, নাম মহিমা শাস্ত্র হইতে সঞ্চয় করি। পদ্মপুরাণে রাম-সহস্র নাম-স্তোত্রে দেখিয়াছিলাম—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রাম পদে নাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥

অর্থাৎ যোগিগণ সত্যানন্দ অনন্ত চিদাত্মায় রমণ করেন, তাই সেই চিদাত্মা পরম ব্রহ্ম 'রাম' নামে অভিহিত হয়েন।

মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বে লিখিত আছে—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃতি-বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

কৃষ্‌ ধাতু ভূ অর্থাৎ সত্তাবাচক এবং তদুত্তরে ণ প্রত্যয়টী নিবৃতি অর্থাৎ নির্ব্বাণ-বাচক বা আনন্দবাচক। এই উভয়ের সংযোগে কৃষ্ণপদ নিষ্পন্ন হইয়াছেন। যাহা হইতে জাগতিক সত্তার নির্ব্বাণ হয়, অথবা যাহা হইতে নিখিল জগতের আনন্দ জন্মে, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। ফলতঃ পরব্রহ্মও শ্রীকৃষ্ণেরই অব্যক্ত আবির্ভাববিশেষ। ইহাতে উভয় নামের পরব্রহ্মত্ব সাধিত হইল। কিন্তু শাস্ত্রে আরও কিছু বিশেষ দৃষ্ট হয়, তদ্‌যথা পদ্মপুরাণে রামের শত নাম স্তোত্রে—

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্র-নামভিস্তুল্যং রাম নাম বরাননে॥

হে রমে রামে মনোরমে বরাননে পার্ব্বতি, তিনবার রাম নাম উচ্চারণ করিলে অন্যান্য নামের সহস্রবার উচ্চারণ-তুল্য ফল হয়। অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণ-নামের যে মাহাত্ম্য দেখিয়াছিলাম, তাহা এই যে—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎ ফলং।
এক বৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎপ্রযচ্ছতি॥

সহস্র নাম তিনবার জপ করিলে যে ফল হয় শ্রীকৃষ্ণ নাম একবার উচ্চারণ করিলে সেই ফল হয়।

এই বাক্যে কৃষ্ণ নামের অপার মহিমা জানিয়াও সে নাম-গ্রহণে প্রবৃত্ত হই নাই। কেননা শ্রীরাম আমার অভীষ্ট দেব।

ইষ্টদেব রাম, তার নামে সুখ পাই।
সুখ পেয়ে সেই নাম রাত্রিদিনে গাই॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণ নাম আইল।
তাঁহার মহিমা এই মনেতে লাগিল॥
সেইকৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ইহা নির্দ্ধারিল।
এত বলি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল॥

৮। বৌদ্ধ-উদ্ধার ও কৃষ্ণনাম,—

দক্ষিণ দেশ-ভ্রমণ-সময়ে বৌদ্ধগণ মহাপ্রভুর সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে অপ্রতিভ করার জন্য একখানা থালাতে অপবিত্র দ্রব্য আনিয়া বলিল,—আপনি পরম বিষ্ণুভক্ত। এই বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণ করুন।" শ্রীভগবানের এমনই প্রভাব,—সেই সময়ে এক মহাকায় পক্ষী আসিয়া ঠোঁঠে করিয়া থালাটী লইয়া অনেক উপর হইতে বৌদ্ধগণ পরিবেষ্টিত বৌদ্ধ-চার্য্যের উপরে নিঃক্ষেপ করিল। দেখা গেল সেগুলি অন্ন নয়,—বিষ্ঠা। তাহাদের মস্তক ও দেহ বিষ্ঠা-পরিপূরিত হইল। কেবল ইহাই নহে, থালা পড়িয়া বৌদ্ধাচার্য্যের মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল, আচার্য্য মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, বৌদ্ধগণ আপনাদের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে শরণ লইয়া বলিলেন—

তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াইয়া আমার গুরু করহ প্রসাদ॥

প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণ নাম উচ্চ করি॥
তোমা সবা গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥
গুরুকর্ণে কহে সবে কৃষ্ণরাম হরি।
চেতন পাইয়া আচার্য্য উঠে হরি বলি॥

এইরূপে সর্ব্বত্রই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন।

৯। মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, গৌড়ীয় ভক্তগণ, সমাগত হইলেন, শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ও শ্রীমদ্ গোপীনাথ আচার্য্য মহাশয়ের নিকট গৌড়ীয় ভক্তগণের পরিচয় দিলেন। মহারাজ বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া ও শ্রীকীর্ত্তন শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

রাজা কহে দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর॥
কোটি সূর্য্য সম সবার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন।

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন—

————তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্ট এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তারে করে আরাধন।
সেইতো সুমেধা,—আর কলিহত জন॥

এই বলিয়া শ্রীপাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহারাজকে শ্রীভাগবতের "কৃষ্ণ বর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোক শুনাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই উহার আরাধনার প্রধান সাধন।

১০। গুণ্ডিচা মন্দির-মার্জ্জন ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন—

জল ভরে, ঘর ধোয়, করে হরি ধ্বনি।
"কৃষ্ণ হরি ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি॥
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহি করে ঘট সমর্পণ।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যেই যেই কহে, সেই কহে কৃষ্ণ নামে।
কৃষ্ণ নাম হৈল তাহা সঙ্কেত সকল কামে॥
প্রেমাবেশে কহে প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
একলে করেন প্রেমে শত জনের কাম॥

১১। শ্রীল সার্ব্বভৌমের স্বীকার উক্তি—

সার্ব্বভৌম কহে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয়॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি॥
কাহাঁ বহির্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ-সঙ্গ।
কাঁহা এই সঙ্গ-সুধা-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

১২। মহাপ্রভুর বনপথে গমন ও পশ্বাদির হৃদয়ে শ্রীনামের প্রভাব।

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥
নির্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণ নাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥
একদিন পথে ব্যাঘ্র করেছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে "কহ কৃষ্ণ" ব্যাঘ্র উঠিল।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥
প্রভু জলকৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা।
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা॥
সেই জল-বিন্দু-কণা লাগে যার গায়।
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি, প্রেমে নাচে গায়॥
কেহ ভূমে পড়ে, কেহ করয়ে চীৎকার।
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার॥
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠ ধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ॥
ডাহিনে বামে ধ্বনি শুনি যায় প্রভু সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গমুখে শ্লোক পড়ে রঙ্গে॥
হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করি প্রভু যবে কৈল।
কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্রগণ নাচিতে লাগিল॥

নাচে কুন্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গ।
বল ভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গ॥
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, কৃষ্ণ বলে, নাচে মত্ত হৈয়া॥
হরি বল বলি প্রভু করে উচ্চ ধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥
ঝাড়িখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈলা প্রেমেতে উন্মত্ত।

অতি চমৎকার—অতি সুন্দর!! শ্রীনামপ্রেম-প্রচার যাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য, তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীনামের প্রভাবে স্থাবর জঙ্গম যে নামে ও প্রেমে উন্মত্ত হইবে, ইহা অলৌকিক হইলেও অতি স্বাভাবিক। নিখিলভূতাত্মা প্রেমময় রসময় আনন্দময় শ্রীগৌরাঙ্গহরি শ্রীহরি-নামে সকলকেই প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই শ্রীনামের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পশুপক্ষী যখন স্বাভাবিক বৈরভাব ভুলিয়া গিয়া পরস্পর প্রেমাবদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, তখন তৎতৎ দেশবাসী নরনারী গণের হৃদয়ে শ্রীনামের ও প্রেমের প্রভাব যে কি অদ্ভুত ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কাশীতে যাইয়া কি প্রকারে ষাট্‌হাজার সন্ন্যাসীর গুরু শ্রীমৎ প্রকাশানন্দকে কৃপা করিয়া স্বীয় শ্রীচরণের দাস করিয়াছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে প্রকাশানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এতই অবজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার পুরা নামটি পর্য্যন্ত মুখে না আনিয়া কেবল চৈতন্য

চৈতন্য করিতেন। মহাপ্রভুর জনৈক ভক্ত প্রকাশানন্দের এইরূপ ব্যবহার মহাপ্রভুর নিকটে বলায় তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, এস্থলে তাহা উল্লেখযোগ্য তদ্‌যথা—

প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী।
ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ স্বরূপ—দুইতো সমান॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন এক রূপ।
তিনে ভেদ নাহি—তিন চিদানন্দ-রূপ॥
দেহ দেহীর, নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম—নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ শ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম সব চিদানন্দ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষি যে করে আত্মবশ॥

১৪। শ্রীবৃন্দাবনেও শ্রীনাম প্রেমের প্রভাব।

প্রভুদেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতাগণ।
অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রু বরিষণ॥

ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভুর পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লয়ে যায়॥
স্থাবর জঙ্গম মিলি প্রভু সঙ্গে করে কৃষ্ণ ধ্বনি
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি॥

মধ্যলীলা ১৭ পরিচ্ছেদ।

১৫। পাঠানের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ নামোপদেশ।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভু প্রয়াগের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করার পরামর্শ করিলেন। পথিমধ্যে প্রভু সকলের শ্রান্তি দেখিয়া এক বৃক্ষ তলে উপবেশন করিলেন—সম্মুখে গাভীগণ; সহসা এক গোপ বংশী বাজাইল। মহাপ্রভু ইহাতে ভাবাবেশে অচেতন হইলেন। এই সময়ে দশজন পাঠান আসোয়ার-সৈন্য সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রভুকে অচেতন দেখিয়া মনে করিল,—এই সন্ন্যাসীর সঙ্গীরা বুঝি ধুতরা খাওয়াইয়া ইহাকে অচেতন করিয়াছে—এই মনে করিয়া সঙ্গী পাঁচজনকে বাঁধিয়া উহাদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিল। সহসা মহাপ্রভুর চেতনা হইল। তিনি আত্মবিবরণ বলিলেন। উহাদের মধ্যে একজন বিজ্ঞ পাঠান ছিলেন। তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদের তর্ক তুলিলেন—তিনি মহাপ্রভুর সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতি অল্পক্ষণেই মহাপ্রভুর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণ নাম।
"আমি বড় জ্ঞানী" এই গেল অভিমান॥
কৃপা করি কহ মোরে সাধ্য-সাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে॥
প্রভু কহে উঠ কৃষ্ণ নাম তুমি লইলে।
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে॥

কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ কৈল উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ॥
রাম দাস বলি প্রভু কৈল তার নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলীখান॥
অল্প বয়স তার রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার॥
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়॥
তা সভারে কৃপা করি প্রভুত চলিলা।
সেইত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥
'পাঠান বৈষ্ণব' বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥
সেই বিজুলি খান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হলো তার পরম মহত্ত্ব॥

* * * *

যেই যেই জন পাইল প্রভুর দর্শন।
সেই সেই প্রেমে করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই শ্রীনাম-প্রচারণ-লীলা বাস্তবিকই **অলৌকিকী ও সর্ব্বচিত্তবিস্ময়করী।**

তাই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিকী রীতি।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্য লীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা, সত্য করি মান॥

যেই তর্ক করে ইহা, সেই মূর্খ-রাজ।
আপনার মুণ্ডে আপনি পাড়ে বাজ ॥

১৫। **শ্রীপাদ সনাতনের প্রতি উপদেশ—**

সাধু-সঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণ-প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥

১৬। **কাশীধামে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।**

(বিন্দু) মাধব সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনেতে আসি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥
শেখর, পরমানন্দ, তপন সনাতন।
চারিজনে মিলি করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥

তথাহি একাদশী তত্ত্বে দশমীবিদ্ধৈকাদশী-বিচারে ধৃত-
হিমাদ্রি নিবন্ধীয় ব্যাস বচনম্

'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।'
চৌদিকেতে লোক লক্ষ বলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি ॥

প্রকাশানন্দ এই ধ্বনি শুনিয়া কৌতুহলপরবশ হইয়া শিষ্যবৃন্দ সহ তথায় সমাগত হইলেন।

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বলে হরি হরি ॥

কম্প, স্বরভঙ্গ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক পুলক-কদম্ব ॥
হর্ষ, দৈন্য, চাপল্যাদি সঞ্চারি বিকার।
দেখি কাশী-বাসী লোকের হৈল চমৎকার ॥

প্রভু দেখিলেন অন্যান্য সন্ন্যাসী সহ স্বয়ং প্রকাশানন্দও শ্রীকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছেন। প্রভু সঙ্কীর্ত্তনস্থ প্রকাশানন্দকে বন্দনা করিতেই প্রকাশানন্দ তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন। বিনয়ভূষণ মহাপ্রভু প্রকাশানন্দের মহিমা বাড়াইয়া নিজের দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রকাশানন্দ বলিলেন :—

——তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল।
তোমার চরণ স্পর্শে সব ক্ষয় গেল ॥

এইরূপ কাশীধামের মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশনন্দ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে শিষ্যগণ সহ যোগদান করিয়া মহাপ্রভুর মহামহিমা সহ শ্রীনাম কীর্ত্তনের তরঙ্গ-কল্লোলে সেই সময় কাশীবাসীদিগকে বিমুগ্ধ, স্তম্ভ, চমৎকৃত করিয়াছিলেন। কাশীতে তারকব্রহ্ম নামোচ্চারণ নূতন নহে—অদ্ভুতও নহে। কেন না সদাশিব প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত জীবদিগের উদ্ধারার্থে তাঁহাদের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম প্রদান করেন। কিন্তু শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহ বিশেষতঃ মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মধ্যে—এই প্রথম অনুষ্ঠান, এবং একবারেই নূতন।

১৭। শ্রীপ্রকাশানন্দের প্রতি।

নিরন্তর কর কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি হবে, পাবে প্রেমধন ॥

১৮। মুসলমান শাসনকর্ত্তা হুসেন খাঁ নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ত্রীর অনুরোধে সুবুদ্ধি রায়ের জাতিপাত করার জন্য তাঁহার মুখে করোয়ার

জল দিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিতগণের নিকট ইহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা চাহিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, তপ্ত ঘৃত খাইয়া প্রাণত্যাগ করাই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অদ্ভুত ব্যবস্থা! সুবুদ্ধিরায় সংশয়ে পড়িলেন। মহাপ্রভু যখন বারাণসীতে আগমন করিলেন, তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত বলায় তিনি বলিলেন—

——ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে॥

ফলতঃ এমন প্রায়শ্চিত্ত আর কি হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগতে ষষ্ট স্কন্ধের প্রারম্ভে অজামিল-উপাখ্যানে অতি প্রাঞ্জলরূপে ও বাহুল্যরূপে এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে যে পাপবিনাশের জন্য হরিভক্তি ও হরিনাম ব্যতীত আর যত যত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, সে সকলই হস্তিস্নানবৎ বিফল। ইতঃপূর্ব্বে এই অধ্যায়ের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুনরুক্তি ও বাহুল্য ভয়ে এস্থলে সেই সকল প্রমাণ উল্লেখ করা হইল না। বিশেষতঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শচানন্দনের শ্রীমুখের আজ্ঞা সর্ব্ববেদস্মৃতিপ্রভৃতির নিখিল প্রমাণের অপেক্ষাও অতীব বলবতী।

১৮। ব্রহ্ম হরিদাস ও শ্রীনাম-ব্রহ্ম।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস যবনেরা গোব্রাহ্মণ হিংসা করে, ইহারা অতি দুরাচার। ইহারা কিরূপে পরিত্রাণ পাইবে? ইহাদের জন্য আমার বড় দুঃখ হইতেছে।

হরিদাস কহে "প্রভু চিন্তা না করিও।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিও॥

যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
'হারাম হারাম' বলি কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে 'হারাম হারাম'।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥
যদ্যপি সাঙ্কেত্যে তার হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥

তথাহি নৃসিংহ পুরাণোক্ত বচনম্—

দ্রংষ্ট্রি দ্রংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

বরাহ-দশনাহত ম্লেচ্ছ পুনঃ পুনঃ 'হারাম হারাম' উচ্চারণ করিয়াও যখন মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম-গ্রহণ করিলে যে মুক্তি লাভ হয় ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

অজামিল-পুত্র বোলায় বলি নারায়ণ।
বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাহার বন্ধন॥
রাম দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী হা শব্দ তাহাতে ভূষিত॥
নামের অক্ষর সবের এই ত স্বভাব।
ব্যবহিত হলেও না ছাড়ে আপন প্রভাব॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে নামাপরাধ নিরূপণস্তোত্রে পদ্মপুরাণীয় বচনম্—

নামৈকং যস্যবাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণ-জনতালোভ-পাষণ্ড মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।

শ্রীভগবানের যে কোন নাম শুদ্ধভাবে হউক, অশুদ্ধভাবে হউক, কিংবা ব্যবহিতরহিত ভাবে বা কোন প্রকার সাঙ্কেতিক ভাবেই হউক, বাক্যে উচ্চারিত, কর্ণমূলে প্রবিষ্ট কিংবা স্মৃতিপথে উদিত হইলেও একমাত্র নামেই পরিত্রাণ সাধিত হয় (অন্য সাধনার প্রয়োজন হয় না—ইহাই তারয়ত্যেব পদের "এব" কারের অর্থ—"এব" শব্দার্থ এখানে অন্য যোগব্যবচ্ছেদক।) কিন্তু হে বিপ্র যে সকল পাষণ্ড দেহধনজনপ্রভৃতির লোভে নামগ্রহণ করে, শ্রীনাম তাহাদের পক্ষে শীঘ্র ফলজনক হন না।

নামাভাস হইতে হয় সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
নামাভাস হইতে হয় সংসারের লয়॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে—

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধিং পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধাশুদ্ধ্যান্মতি রতিতরামুত্তমশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতক-ধ্বান্তরাশিম্॥ *

যাহার নাম সূর্য্যের আভাস মাত্র অন্তঃকরণ-কুহরে উদিত হওয়া মাত্রই মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশি দূরীভূত হয়, হে ধৃতরাষ্ট্র আপনি অনুরক্ত

* এই পদ্যটী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের বিভাগ লহরী ৫২ অঙ্কে ধৃত হইয়াছে। উহার মূল কোথায়, অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। শ্রীপাদ শ্রীজীবকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু টীকায় লিখিত আছে, 'প্রায়ো ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি বিদুরোপদেশঃ।' অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র প্রতি বিদুরের উপদেশ। কিন্তু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কোন কোন সংস্করণে দেখিতে পাই, "শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যম্"—"নারদের প্রতি উপদেশ" ইত্যাদি। পাঠেরও ভেদ দৃষ্ট হয়, গুণনিধিং স্থলে "গুণনিধে" শ্রদ্ধা শুদ্ধ্যান্ স্থলে "শ্রদ্ধারজান্" ধ্বান্তধারাম্ স্থলে ধ্বান্তরাশিম্ ইত্যাদি। শ্রীচৈতন্য চরিতের উক্ত সংস্করণের টীকাকারগণ "নারদের প্রতি উপদেশ" ইহা কোথায় পাইলেন তাহাও জ্ঞাতব্য।

চিত্তে উত্তমশ্লোকগণের শিরোভূষণ পাবনসমূহেরও পাবন—সেই সর্ব্ব গুণনিধি শ্রীভগবানের সর্ব্বতোভাবে ভজন করুন।

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥

মহাপ্রভু ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভাল; হরিদাস, যবন পাষণ্ড প্রভৃতির যেন নামাভাসে উদ্ধার হইল—

পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন॥

এস্থলে মহাপ্রভু একটি পরিচিন্তনীয় পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি স্থাবরদিগকেও "জীব" সংজ্ঞা দিয়াছেন। আধুনিক Biology প্রভৃতি জীবনতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম বিজ্ঞান স্থাবরেও জীব চৈতন্যের অনুসন্ধান করিতেছেন। ভারতীয় বেদান্তে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত এই যে এই পরিদৃশ্য নিখিল জগতের সকলই ব্রহ্মময়—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। সুতরাং স্থাবরেও জৈব সত্তা বিদ্যমান—তাহাদের মধ্যেও অব্যক্তভাবে আত্মা অবস্থিত আছেন। গোতমের শাপে অহল্যা পাষাণে পরিণত হইয়াছিলেন। সুতরাং পাষাণেও বদ্ধ আত্মা রহিয়াছে, তাহার মুক্তি প্রয়োজন। পরম কারুণিক মহাপ্রভুর দৃষ্টি সর্ব্বত্র প্রসারিণী। তিনি স্থাবর জঙ্গমস্থ জীব মাত্রেরই উদ্ধারার্থ অবতীর্ণ। সুতরাং এই সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক।

হরিদাস কহে প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর-জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার॥
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় তো শ্রবণ॥

শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার-ক্ষয়।
স্থাবরের শব্দ লাগি প্রতিধ্বনি হয়॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপার এই অকথ্য কথন॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম॥
তৈছে কৈলে ঝাড়িখণ্ডে বৃন্দাবনে যাইতে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিল আমাতে॥

অতি অদ্ভুত! অতি অদ্ভুত! অতি অলৌকিক লীলা—সূক্ষ্মতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা! শব্দ ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তি! এই পরম সূক্ষ্ম প্রগাঢ় গম্ভীর ব্যাপার বুঝাইবার ভাষা নাই; দর্শনবিজ্ঞানের অনুসন্ধান এখনও এই গূঢ় ব্যাপারে নীরব। শ্রীশ্রীনাম-ব্রহ্মের এই মহীয়সী মহাশক্তির সমক্ষে প্রাকৃতিক কোনও শক্তির নাম উল্লেখযোগ্য হইতে পারে না। শ্রীসঙ্কীর্ত্তনে শ্রীশ্রীনামব্রহ্ম নিখিল জগতের উদ্ধারণে সমর্থ। প্রত্যেক ধ্বনির বিকম্পনে জগতের সুমঙ্গল সাধিত হয়। Every accoustic Vibration tends to spiritualise every thing that comes in its contact. শ্রীনামধ্বনির প্রতি বিকম্পনে জগৎ পবিত্র হয়, জগতের পাপতাপ অশান্তি দৈন্য দুর্ভিক্ষ মহামারী হিংসাদ্বেষ ও কলহভাব দূরীভূত হইয়া প্রেমের স্বারাজ্য সংস্থাপিত হয়—তাই শ্রীপাদ শ্রীধর বলিয়াছেন—

জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।

জগন্মঙ্গল হরিনামের জয় হউক, জগন্মঙ্গল হরিনামের জয় হউক।

শ্রীমৎ হরিদাস আরও বলিতেছেন, "তোমার প্রধান ভক্ত বাসুদেব দত্ত মুক্ত কণ্ঠে তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন যে "প্রভো নিখিল

জগতের সকল জীবের দুঃখের ভার ও পাপের ভার আমায় দাও—তুমি তাহাদিগের উদ্ধার কর।”

জগৎ নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্তগণ আগে তাতে কৈলে অঙ্গীকার॥
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তাতে করিয়া প্রচার।
স্থিরতর জীবের খণ্ডাইল সংসার॥

১৯। ব্রহ্ম হরিদাসের নাম-প্রভাব।

ব্রহ্ম হরিদাস যখন বেণাপোলে নির্জ্জন কুটীরে নাম করিতেন, তখন পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁ তাহাকে ভ্রষ্ট করার জন্য এক বেশ্যাকে নিযুক্ত করেন। বেশ্যা রামচন্দ্র খাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্রমাগত তিন রাত্রি হরিদাস ঠাকুরের ভজন কুটীরে সারা রাত্রি যাপন করে; আর হরিদাসের নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করে। হরিদাস বলেন, ‘এক মাসের মধ্যে আমি এক কোটি নাম উচ্চারণ করিব। আজই হয়তো সংখ্যা পূর্ণ হইবে; তৎপরে তোমার সহিত কথা বলিব।’ কিন্তু বেশ্যার মহাসৌভাগ্য এই যে সে পতিতপাবন হরিদাসের শ্রীমুখে নামশ্রবণ করিতে করিতে নবজীবন প্রাপ্ত হইল, তাহার দুর্ব্বুদ্ধি দূরে গেল, হৃদয় পবিত্র হইল, অনুতাপ আসিল, নিজকে মহা অপরাধিনী মনে করিয়া সে হরিদাস ঠাকুরের শ্রীচরণ ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, ‘ঠাকুর আমি নিজের বুদ্ধিতে আশ্রম অপবিত্র করিতে আসি নাই, পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁ স্বীয় কুঅভিসন্ধি-সাধনের জন্য আমায় প্রেরণ করিয়াছিল। আমি মহাঅপরাধিনী আমায় নিস্তার করুন।”

ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণেরে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম কর তুলসী-সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

এই বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি॥

বেশ্যা তাহার দ্রব্যাদি দান করিয়া এক বস্ত্রা ঘরের বাহির হইল।

মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিল সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে।
তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হইল, প্রেমের প্রকাশ।
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি॥

২০। চান্দপুরে শ্রীমৎ রঘুনাথদাসগোস্বামীর পিতা গোবর্দ্ধন দাসের বাটীতে ব্রাহ্মণ-সভায় শ্রীমৎ হরিদাস শ্রীধরস্বামিকৃত "অংহঃ সংহরদখিল" শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে।

২১। মায়াদেবীর প্রতি নামোপদেশ।

বেণাপোলে বেশ্যার ছলনার ন্যায় শান্তিপুরে গঙ্গাঘাটের গোঁফায় মায়াদেবীও তিন দিন হরিদাসকে বারাঙ্গনা-বেশে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অটল ও অচল হরিদাসের শ্রীনাম-সাধনায় তিনি দীক্ষিত হইয়া তাঁহার নিকটে নামোপদেশ গ্রহণ করেন,—

তবে নারী কহে তারে করি নমস্কারে।
আমি মায়া আসিলাম পরীক্ষা করিতে তোমারে॥
ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল।
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥
মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তনে, কৃষ্ণ-নাম-শ্রবণে॥

চিত্ত শুদ্ধ হৈল,—চাহে কৃষ্ণ নাম লৈতে।
কৃষ্ণ উপদেশি কৃপা করহ আমাতে॥
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটি কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার॥
পূর্ব্বে আমি নাম পাইয়াছি শিব হৈতে।
তোমা সঙ্গে লোভ হইল কৃষ্ণ নাম লইতে॥
মুক্তি হেতু তারক-ব্রহ্ম হয় রাম নাম।
কৃষ্ণ-নাম পারগ করে প্রেম দান॥
কৃষ্ণ-নাম দেহ তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমাকে ভাসাও যৈছে এই প্রেম-বন্যা॥

শ্রীমৎ হরিদাসের মুখে মায়াদেবী শ্রীকৃষ্ণ-নামোপদেশ গ্রহণ করিয়া জগৎকে এই শিক্ষা দিলেন যে নিষ্ঠাবান্ নামসাধকের নিকট সুধাময় শ্রীকৃষ্ণ-নাম গ্রহণে বা শ্রবণে চিত্ত সহজে ও সত্বরে প্রেম-পরিষিক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা লাভ করে।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীনামাবতার ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ-যোগ্য বাক্য দৃষ্ট হয়, এস্থলে উক্ত গ্রন্থ হইতেও যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১। হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরঙ্গে॥
নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে তীরে।
ভ্রমেণ কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে॥

বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণ নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরতি।
ভক্তি রসে অনুক্ষণ হয় নানা মতি॥

শ্রীমৎ হরিদাসের শ্রীঅঙ্গে সততই সাত্ত্বিক বিকারের চিহ্ন গুলি বিরাজমান থাকিত। মুসলমানশাসন কর্ত্তার নিকটে মুসলমানেরা হরিদাসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিল যে হরিদাস মুসলমান হইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, হিন্দু দেবতার নামোচ্চারণ করেন। ইহাতে মুসলমানগণের হৃদয়ে হরিদাসের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল। তাহারা মুসলমানশাসনকর্ত্তার নিকটে হরিদাস স্বধর্ম্মত্যাগী ও পরধর্ম্মগ্রাহী বলিয়া অভিযোগ করিল। বিচারক তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। হরিদাসের প্রভাবে কারাবাসীরা হরিনামপরায়ণ হইলেন। তিনি কারাবাসীদিগকে প্রথমতঃ এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে তোমরা এই অবস্থাতেই থাক। ইহাতে কারাবাসীরা বিষণ্ণ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু হরিদাস তাঁহার মনের গুপ্ত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন---

আমি তোমা সবাকারে কৈনু আশীর্ব্বাদ।
অর্থ না বুঝিয়া সবে ভাবহ বিষাদ॥
মন্দ আশীর্ব্বাদ আমি কখনো না করি।
মন দিয়া সবে ইহা বুঝহ বিচারি॥
এবে কৃষ্ণ প্রতি তোমা সবাকার মন।
যেমন আছ এই মত থাকুক সর্ব্বক্ষণ॥
এবে নিত্য কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সবে মিলে করিতে আছ হে অনুক্ষণ॥

এবে হিংসা নাহি কিছু প্রজার পীড়ন।
কৃষ্ণ বলি কাকুর্ব্বাদ করহ চিন্তন ॥
আর বার গিয়া সে বিষয়ে প্রবেশিলে।
সবে ইহা পাসরিবে গেলে দুষ্ট মেলে ॥
সেই সব অপরাধ হবে পুনর্ব্বার।
বিষয়ের ধর্ম্ম এই শুন কথা সার ॥
বন্দি থাক হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
বিষয় পাশর,—অহর্নিশ বল হরি ॥

২। হরিদাসের সত্যাগ্রহ ও দৃঢ়তা।

কাজীরা হরিদাসকে ঐহিক ও পারত্রিক ভয়-প্রদর্শন করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি হিন্দুর দেবতার নাম পরিত্যাগ না করিলে তোমার নরক হইবে, বিশেষতঃ এখানেও তোমাকে অতি কঠোর রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ইহার উত্তরে সুদৃঢ়চিত্ত অতিনির্ভীক হরিদাস প্রফুল্ল-বদনে বলিলেন :—

—যাহা করেন ঈশ্বরে।
তাঁহা বহি আর কেহ করিতে না পারে ॥
অপরাধ অনুরূপ যার যেই ফল।
ঈশ্বর সে করে ইহা জানিও কেবল ॥
খণ্ড খণ্ড কর দেহ,—যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম ॥

ইহার উপরে আর কি কথা আছে? ঈশ্বরে ও নামে এই মহাবিশ্বাস ও নিষ্ঠা লইয়া হরিদাস ঠাকুর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'দেহের উপরে তোমাদের অধিকার থাকে তো দেহ খণ্ড খণ্ড কর? তাহাতে প্রাণ যায় যাউক, আমি কিছুতেই হরিনাম ছাড়িতে পারিব না। ইহা প্রকৃত সত্যাগ্রহ।

বিচারকের আদেশ হইল বাইশ বাজারে লইয়া গিয়া প্রত্যেক বাজারে হরিদাসের দেহে শাণিত বেত্রাঘাত করা হউক। ইহা আদর্শ দণ্ড—যেন মুসলমানগণ বুঝিতে পারে যে হিন্দুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে এই রূপ কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। প্রত্যেক বাজারে হরিদাসের প্রতি এই মহাযাতনাময় দণ্ড চলিতে লাগিল। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত, নির্ভীক, নামনিষ্ঠ হরিদাস আনন্দ ভিন্ন দুঃখের কোনও চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া মনের আনন্দে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণস্মরণ করিতে লাগিলেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কীর্ত্তন করেন হরিদাস।
নামানন্দে যত দুঃখ না হয় প্রকাশ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখ নাহি জন্মে এতেক প্রহারে॥

অন্যত্র লিখিত হইয়াছে :—

তবে হরিদাস গঙ্গাতীরে গোফা করি।
থাকেন নির্জ্জনে অহর্নিশ কৃষ্ণ স্মরি॥
তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফা হৈল তার যেন বৈকুণ্ঠ ভবন॥

৩। হরিনদী গ্রামে উচ্চ নাম-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য।

হরিনদী গ্রামের এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ এক দিবস হরিদাসের প্রতি অবজ্ঞা ভাবে ও সক্রোধে জিজ্ঞাসা করেন—

ওহে হরিদাস একি ব্যাপার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার॥
মনে মনে জপিলে সে এই ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়॥

কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া কহিতে।
এই তো পণ্ডিত সভা, বুঝাহ ইহাতে॥

বিনয়ী হরিদাস বিনীত ভাবে বলিলেন—আপনারা ব্রাহ্মণ ঠাকুর, এ সকল তত্ত্ব আপনারাই ভাল জানেন। আমি আর কি বলিব? আপনাদের মুখে যাহা শুনি, তাহাই বলিতেছি—

উচ্চৈঃস্বরে বলিলে শত গুণ পুণ্য হয়।
দোষ তো না কহে শাস্ত্রে গুণ বর্ণয়॥
"উচ্চৈঃ শত গুণস্তবেৎ।"

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার হেতু কি?

তদুত্তরে হরিদাস বলেন :—

শুন দ্বিজ সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণ নাম।
পশু পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম॥

তথাহি—

যন্নাম গৃহ্নন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মান মেবচ।
সদ্যঃ পুণাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃশঃ পদাহতে॥

পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই কৃষ্ণ নাম তারা সব তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণ নাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে সবার উপকার করে॥
অতএব উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিলে।
শত গুণ ফল হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে॥

তথাহি নারদীয়ে প্রহ্লাদ-বাক্যম্—

জপতো হরিনামানি শ্রবণে শতগুণাধিকম্।
আত্মানঞ্চ পুণাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্পুনাতি হি॥

জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শত গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে শোধন॥
উচ্চ করি করিলে তো গোবিন্দ-কীর্ত্তন।
জন্তু মাত্র শুনিলেই পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইয়াও, নর বিনে, সর্ব্ব প্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণ নাম হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থ জন্ম ইহার নিস্তার যাহা হৈতে।
বল দেখি কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥
কেহ আপনারে মাত্র করায় পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইয়েতে কে বড় বটে, বুঝহ আপনে।
এই দুই প্রায় গুণ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে॥

৩। শ্রীজগাই মাধাইর প্রতি উপদেশ—

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছার অনাচার॥

৪। শ্রীজগাই মাধাইর দুই লক্ষ নাম।

অতি বড় দুরন্ত দস্যু ও পাষণ্ড জগাইমাধাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ-হরিদাসের কৃপায় মহাভক্ত হইয়াছিলেন। ইহারাও প্রতিদিন দুই লক্ষ হরি নাম করিতেন—তদ্‌যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

উষা কালে গঙ্গা স্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণ নাম লয় প্রতি দিনে॥
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন॥
পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা পরম উদার।
কৃষ্ণের সহিতে দেখে সকল সংসার॥

শ্রীমৎব্রহ্ম হরিদাসের প্রসঙ্গ এখানে শেষ করা হইবে না। **গ্রন্থ শেষে** শ্রীগৌর **ভক্তগণকে** শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নাম-জপের নিদর্শন **প্রদর্শন করিয়া** **শ্রীমৎ হরিদাসের কথা** শেষ করা হইবে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামোপদেশ-সংগ্রহ।

১। ব্রহ্মাদির স্তুতি—

এই অবতারে ভাগবত রূপ ধরি।
কীর্ত্তন করিবা সর্ব্ব শক্তি পরচারি॥
সঙ্কীর্ত্তন পূর্ণ হবে সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হইবে প্রেম-ভক্তির প্রচার॥
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সর্ব্ব দাস॥
পদতলে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টি মাত্র দশ দিক হয় সুনির্ম্মল॥
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ননাশ।
হেন যশ হেন নৃত্য হেন তার দাস॥

তথাহি পদ্ম-পুরাণে—

পদ্ভ্যাং ভূমের্দ্দিশো দৃগ্‌ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসার্য্যতে রাজন্ কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ॥

২। কলিযুগের ধর্ম্ম হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য নারায়ণ॥
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন পালিবারে।
অবতীর্ণ হয়েন প্রভু সর্ব্ব পরিকরে।

৩। হেন মতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার॥
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গা স্নানে হরি বলি যায়েন ধাইয়া॥
যার মুখে জন্মেও না বলে হরিনাম।
সেও হরি বলি ধায় করি গঙ্গা স্নান॥
দশ দিক পূর্ণ করি উঠে হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি॥

৪। কি নগরে কি চত্বরে কিবা গঙ্গাতীরে।
নিরবধি লোক হরি হরি ধ্বনি করে॥
জন্ম যাত্রা মহোৎসব মিশায়ে গ্রহণে।
আনন্দ করেন কেহ মর্ম্ম নাহি জানে॥
চৈতন্যের জন্ম যাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্ম আদি এ তিথির করেন আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যাহে অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥

৫। দুই তিন দিনে শিখিলেন বার ফলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নাম মালা॥
'রাম কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালী।'
অহর্নিশ লিখেন পড়েন কুতুহলী॥

৫। শ্রীমৎতপন মিশ্রের প্রতি উপদেশ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তপনমিশ্রমহোদয়কে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে **উপদেশ দিয়াছিলেন,** তাহার সার মর্ম্ম এই ঃ—

কলি যুগ ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥
অতএব কলি যুগে নাম যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি দিনে নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে না পারে বর্ণিতে॥
শুন মিশ্র কলি যুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহা ভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরি নামে সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অথ মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই শ্লোক নামাবলী হয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর হয় সকল তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদ্য প্রেমোচ্ছ্বাস।

শ্রীগয়াধাম হইতে পুনরাগমন করার পরেই ভাবনিধি **শ্রীগৌরসুন্দরের** কৃষ্ণ-প্রেম প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়।

এক দিন গৌরচন্দ্র বসিয়া নিভৃতে।
নিজ ইষ্ট মন্ত্রধ্যান লাগিলা করিতে॥
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু প্রেম প্রকাশিয়া।
কান্দিতে লাগিলা উচ্চ রব করিয়া॥
কৃষ্ণ রে বাপ রে প্রাণ জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি।
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা।
শ্লোক পাঠ করি প্রভু কাঁদিতে লাগিলা॥
প্রেম-ভক্তি-রসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর॥

৭। ব্যাকুলতা।

(ক) কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
আই দেখে অশ্রুজলে ভরিল অঙ্গন

কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলয়ে ঠাকুর।
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে প্রভুর॥

(খ) আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে।
পাইনু অমূল্য নিধি গেল নিজ দোষে॥
এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর।
ধূলায় লোটয়ে সর্ব্ব-সেব্য কলেবর॥
পুনঃ পুনঃ হয় বাহ্য, পুনঃ পুনঃ পড়ে।
দৈব রক্ষা পায় নাক মুখ, সে আছাড়ে॥
মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেম জলে।
সবে মাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ শ্রীবদনে বলে।
ধরিয়া সবার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাই সব বল নিরন্তর॥

৮। অধ্যাপনায় একমাত্র কৃষ্ণনাম।

আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান।
সূত্র বৃত্তি টীকায় সকলে হরিনাম॥
প্রভু বলে সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণ নাম।
সর্ব্ব শাস্ত্র কৃষ্ণ বহি না বোলয়ে আন॥
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজভব আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আন বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য কথনে॥
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে কৃষ্ণ পদে ভক্তির কথন॥

মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে ধায় ॥
করুণা-সাগর কৃষ্ণ জগত জীবন।
সেবকবৎসল নন্দ গোপের নন্দন ॥
হেন কৃষ্ণে নামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি ॥
দরিদ্র অধমো যদি লয় কৃষ্ণ নাম।
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম ॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে ॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি মরে ॥
কৃষ্ণের নামেতে হয় জগত পবিত্র।
না বলি দুঃখিত জীব তাহার মহত্ত্ব ॥
অজামিল নিস্তারিল যে কৃষ্ণের নামে।
ধন কুল বিদ্যামদ তাহা নাহি জানে ॥
শুন ভাই সব সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ পাদপদ্ম-ধন ॥
(পুনশ্চ)—বল হরি, ভজহরি শুন হরিনাম।
অহর্নিশ শ্রীহরি চরণ কর ধ্যান ॥
যাবৎ আছয়ে জীব দেহে আছে প্রাণ।
তাবৎ করহ হরি-পাদপদ্ম-ধ্যান ॥
হরি মাতা, হরি পিতা, হরি প্রাণধন।
চরণ ধরিয়া বলি হরিতে দেহ মন ॥

যত শুনি শ্রবণে সকলি হরিনাম।
সকল জগৎ দেখি গোবিন্দের ধাম॥
তোমা সভা স্থানে মোর এই বিচার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার॥

৯। শ্রীমতী মাতার প্রতি উপদেশ।

মায়ে বলে বাপ আজ কি পুঁথি পড়িলা।
কাহার সহিত কিবা কোন্দল করিলা॥
প্রভু বলে আজ পড়িলাম কৃষ্ণ নাম।
সত্য কৃষ্ণ চরণ কমল গুণধাম॥
সত্য—কৃষ্ণনাম গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
সত্য সত্য—কৃষ্ণের সেবক যেই জন॥
শাস্ত্র কহে সত্য—ভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥

তথাহি জৈমিনি ভারতে—

যস্মিন্‌শাস্ত্রে পুরাণে বা হরি-ভক্তির্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

চণ্ডালো চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।
দ্বিজ নহে দ্বিজ যদি অসৎপথে চলে॥
শুন শুন মাতা হরি-ভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ॥
কৃষ্ণ-সেবকের মাতা কভু নাহি নাশ॥
কালচক্র ভয় পায় দেখি কৃষ্ণ দাস॥ ইত্যাদি।

১০। ছাত্রদের প্রতি নামোপদেশ—

তোমরা সকলে লও হরির স্মরণ।
হরিনামে পূর্ণ হোক সবার বদন॥
নিরবধি জিহ্বা পেতে লহ হরি-নাম।
কৃষ্ণ হউন তোমার সবাকার প্রাণধন॥
যে পড়িলা সেই ভাল আর কার্য্য নাই।
সবে মিলি কৃষ্ণ ভজিবেক এক ঠাঁই॥
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার।
তোমা সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার॥

১১। শ্রীকীর্ত্তনারম্ভ—

এইমত পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-প্রকাশ॥
"পড়িলাম শুনিলাম যত দিন ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥
"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
দিশা শিখায়েন প্রভু হাতে তালি দিয়া॥
আপনি কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লইয়া॥

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তগণের আশীর্ব্বাদ—

ভজহরি স্মরহরি শুন হরিনাম।
কৃষ্ণ হোক তোমার জীবন মন প্রাণ॥
বলহ বলহ কৃষ্ণ, হও কৃষ্ণ দাস।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ হউন প্রকাশ॥

কৃষ্ণ বহি আর নাহি স্ফুরুক তোমার।
তোমা হ'তে দুঃখ যাক্ আমা সবাকার॥
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল।
মুখে কৃষ্ণ বলি, নাচি হইয়া বিহ্বল॥

১৩। সর্ব্বদা ভাবাবেশ—

কত বা আনন্দ ধারা বহে শ্রীনয়নে।
চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে॥
কোথা কৃষ্ণ কোথা হরি মাত্র প্রভু বলে।
আর কেহ কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে॥

১৪। প্রভুর সঙ্কল্প—

সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার।
ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন করিনু প্রচার॥
বিদ্যাধন কুল জ্ঞান তপস্যার মদ।
আর মোর ভক্ত স্থানে যার অপরাধ॥
সে অধম সবারে না দিব প্রেম-যোগ।
নাগরিক গণে দিব ব্রহ্মাদির ভোগ॥

১৫। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনা।

অদ্বৈত বলয়ে যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রীপুরুষ আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যাধন কূল আদি তপস্যার মদে।
তব ভক্ত তব ভক্তি যে যে জন বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তব নাম-গুণ লৈয়া॥

১৬। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-হরিদাসের প্রতি আজ্ঞা।

এক দিন আচম্বিতে হেন হৈল মতি।
আজ্ঞা হৈল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি॥
শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করিবে প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
"কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বল, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"
ইহা বই আর না বলিবে বলাইবে।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবে॥
আজ্ঞা পেয়ে দুই জন কহে ঘরে ঘরে।
'বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহে কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই করি এক মন॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণধন প্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব, ছাড় অনাচার॥'

১৭। নগরীয়াগণের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের উপদেশ

প্রভু বলে কৃষ্ণ ভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণ নাম গুণ বই না কহিও আর॥
আপনি সবার প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র শুনহে হরিষে॥

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়ে সবে হইয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥
দশে পাঁচে মিলে নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া ॥
'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥'
কীর্ত্তন কহিনু এই তোমা সবাকারে।
স্ত্রীপুত্র বাপে মেলি কর গিয়া ঘরে ॥

১৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় নগরে শ্রীনামব্রহ্মের সাগর-তরঙ্গ উত্থিত হইল—

হরি হরি রাম রাম, হরি হরি রাম।
এই রূপে নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম ॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডে একবিংশ অধ্যায়ে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-বেশ ও সুবিশাল শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের যে বর্ণনা আছে, তাহা ভক্ত-মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। সেই ভুবনপাবন আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ পরম সমুজ্জ্বল সজীব সুন্দর সরস ও প্রেমভক্তিময় বিশাল ব্যাপার ভাষায় পরিস্ফুট করা যায় না। ভক্ত পাঠকের হৃদয়ে সে চিত্র,—দীর্ঘকাল সমুজ্জ্বলরূপে বর্ত্তমান থাকেন। মনে হয়,—অনবরতই যেন সেই চিরমধুর চিরসুন্দর সুবিশাল দৃশ্য চিরকালের তরে নয়নপটে অঙ্কিত হইয়া বিরাজ করুন,—মনে হয়—যেন

সেই সঙ্কীর্ত্তনের অনন্ত মাধুরী-মাখা হরি-নামের ঝঙ্কার কর্ণকুহরে একাধিপত্য করিয়া বিরাজ করুন। অতি অদ্ভুত বর্ণনা,—অতি সুন্দর, অতি মধুর ও প্রেমভক্তিপ্রদ। শ্রীপাদ কবিরাজ যথার্থ ই বলিয়াছেন—

মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
যাঁর মুখে বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য॥

১৯। রামকেলীতে হরিনাম—

গৌড়ের রাজধানী রামকেলি গ্রামে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আগমনে শ্রীহরি-নামের যে তরঙ্গরূপ দৃষ্ট হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে,—

দূরে থাকি সর্ব্বলোক দণ্ডবৎ করি।
সবে মেলি উচ্চ করি বলে হরি হরি॥
শুনি মাত্র প্রভু হরি-নাম লোক মুখে।
বিশেষ উল্লাস বাড়ে প্রেমানন্দ সুখে॥
বোল বোল বোলে প্রভু বলে বাহু তুলি।
বিশেষ বলেন সবে হয়ে কুতূহলী॥
হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌররায়।
যবনেও বলে হরি, অন্যের কি দায়॥
যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য অবতার॥
তিলার্দ্ধেক প্রভুর নাহিক অন্য কর্ম্ম॥
নিরন্তর গাওয়ায়েন সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম॥
লক্ষ কোটি লোক মিলি করে হরিধ্বনি।
আনন্দে নাচয়ে মাঝে ন্যাসি-চূড়ামণি॥

বোল বোল হরিবোল হরিবোল বলি।
এই মাত্র বলে প্রভু দুই বাহু তুলি॥
চতুর্দ্দিকে মহানন্দে কোটি কোটি লোকে।
তালি দিয়া হরি বলে পরম কৌতুকে॥

যখনই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যে স্থানে শুভাগমন করিতেন, সেই স্থানেই অতর্কিত ভাবে কোটি কোটি কণ্ঠে হরি-নামের তরঙ্গ-কল্লোলে সমগ্র স্থল নিনাদিত ও মুখরিত হইত। শ্রীশ্রীনাম ব্রহ্মের পূর্ণতম প্রকাশ শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের লীলায় সততই এই ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। কি, হিন্দু কি মুসলমান—আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের মুখেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় শ্রীশ্রীনাম-কীর্ত্তনের প্রবাহ পরিলক্ষিত হইত। এই লীলার ইহা এক অনন্যসাধরণ ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতের 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং' পদ্যের একমাত্র সার্থকতা ও পরম উজ্জ্বল ব্যাখ্যান—কেবল শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন ইহার অন্য ব্যাখ্যা অসমীচীন ও অশোভনীয়।

২০। শ্রীমন্নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ—

এক দিন শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর নর-হরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি॥
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্রে ভাসাবে প্রেম-সুখে॥
তুমিও থাকিলে যদি মুনি-ধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দামভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥

এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড় দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর তুমি সবারে মোচন॥—শ্রীচৈ, ভাঃ।

একটি পদেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্‌যথা—

শুন ভাই নিত্যানন্দ সব জীব হলো অন্ধ
কেহ তো না লয় হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে নয়নে হেরিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥
কৃত পাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডী আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয় জীবের যেন নাহি রয়
সুখে যেন হরি-নাম লয়॥

পরম দয়াল মহাকারুণ্যাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জীবের দুঃখ দূর করার জন্য এই হরিনাম-মন্ত্র সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌর-কীর্ত্তন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধীয় "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" এই মহাপ্রমাণ বাক্যদ্বারা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরই যে কলিযুগে উপাস্য, তাহা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে সঙ্কীর্ত্তনময় যজ্ঞ দ্বারাই সুবিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামি মহোদয় প্রগাঢ় বিচারনিপুণ দার্শনিক পণ্ডিত,—পরম ভক্ত; বিশেষতঃ শ্রীভগবানের প্রিয়পার্ষদ। শ্রীভাগবতের উক্ত শ্লোকের টীকায় তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের স্বয়ং ভগবত্তা নির্ণয় করিয়া বিদ্বদনুভবের প্রমাণও প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি মহোদয় তৎকৃত শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তোত্রে লিখিয়াছেন—

সদোপাস্য শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাম্
বহুদ্ভি গীর্ব্বাণৈ র্গিরীশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ ॥

বহু বহু বিদ্বদ্‌বর্গের, এমন কি শিব বিরিঞ্চি প্রভৃতিরও ইনি উপাস্য। এই উপাসনা ব্যাপার,—অর্চ্চনাপ্রণালী দ্বারা সম্পন্ন হয়, জপগানেও সম্পন্ন হয়। বহু বিদ্বজ্জন একত্র মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাও তাঁহার উপাসনা করেন।

১। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের উপাসনা।

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য পাদ্যাদি দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পূজা করিতেন, যথা—শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—

পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি লয়ে সেই ঠাঁই।
চৈতন্যচরণ পূজে আচার্য্য গোসাঞী ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট কালেই শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য মহানুভবগণ তাঁহার সমক্ষেই তাঁহার শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতেন। যথা,—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অন্ত্য খণ্ডে—

এক দিন শ্রীঅদ্বৈত সকলের প্রতি।
বলিলেন পরানন্দে মত্ত হই অতি ॥
শুন ভাই সবে এক শুভ সমাচার।
মুখ ভরি গাইব শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব্ব অবতারময় চৈতন্য গোসাঞী ॥
যে প্রভু করিলা সর্ব্ব জগত উদ্ধার।
আমা সবা লাগিয়া যে গৌরাঙ্গ-অবতার ॥
সর্ব্বত্র আমরা যার, প্রসাদে পূজিত।
সঙ্কীর্ত্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত।
নাচি আমি,—তোমরা তাহার যশ গাও।
সিংহসম বলে, পাছে তোমরা ভয় পাও ॥

প্রভু সে আপনা লুকায়েন নিরন্তর।
ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন—সবার এই ডর॥
তথাপি অদ্বৈত বাক্য অলঙ্ঘ্য সবার।
গাইতে লাগিল শ্রীচৈতন্য-অবতার॥
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বুলাইয়া নাচে প্রভু জগত বিস্তারি॥
'শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দীন দুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়া কর॥'
অদ্বৈত সিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ॥
কেহ বলে জয় জয় শ্রীশচী নন্দন।
কেহ বলে জয় গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
জয় সঙ্কীর্ত্তন প্রিয় শ্রীগৌর গোপাল।
জয় ভক্ত-জন-প্রিয় পাষণ্ডীর কাল॥
নাচেন অদ্বৈত সিংহ পরম উদ্দাম।
সবে এক চৈতন্যের গুণ কর্ম্ম নাম॥

২। শ্রীমন্নিত্যানন্দের গৌর-উপাসনা।

সদাই জপেন নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দ মুখে অন্য॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীগৌর-কীর্ত্তনের সুপ্রসিদ্ধ পদটী এই :—

ভজ চৈতন্য, কহ চৈতন্য, লহ চৈতন্য নাম।
যে জন চৈতন্য ভজে সেই আমার প্রাণ॥ শ্রীচৈ, চ।

৩। শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপাসনা—

সার্ব্বভৌম হয় প্রভুর ভক্ত এক তান।
মহাপ্রভু বিনা সেব্য নাহি জানে আন॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত গুণ ধাম।
এই জপ, এই ধ্যান, এই লয় নাম॥ শ্রীচৈ, চ।

৪। সগোষ্ঠী শ্রীমৎ শ্রীবাসের নিষ্ঠাময়ী গৌর-সেবা।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি তার দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস দাসী গৃহ পরিবার॥
সবংশে করে চারি ভাই চৈতন্যের সেবা।
বিনা গৌরচন্দ্র নাহি জানে দেবী দেবা॥

শ্রীগৌর-নাম-কীর্ত্তনে শ্রীবাসের অত্যাসক্তি সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে।

৫। শ্রীকাশীধামস্থ অসংখ্য সন্ন্যাসীর গুরু, শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ নিষ্ঠাবান্ শ্রীগৌরভক্ত ছিলেন। তাঁহার কৃত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থেই প্রকাশ যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ভিন্ন অপর কোনও পর-তত্ত্ব স্বীকার করেন নাই।

৬। শ্রীপাদ সনাতনাদি ছয় গোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রই উপাসনার উপজীব্য।

৭। শ্রীনাম-ব্রহ্মের সমুজ্জ্বল প্রকট মূর্ত্তি কীর্ত্তনময়ী ভক্তির সাক্ষাৎ অবতার শ্রীমৎ হরিদাসের স্বীয় শ্রীমুখের গৌরভজনময়ী উক্তি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে তদ্‌যথা :—

হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার ও চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা,—ছাড়িতে পরাণ॥

* * * * *

দয়াময় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মহাভক্তের বাসনা পূর্ণ করিলেন ; উপযুক্ত সময় আসিল ; শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে নয়ন-সমক্ষে রাখিয়া আঙ্গিনায় হরিদাস উত্তানভাবে শয়ন করিলেন ; তাহার পরে—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শব্দ বলে বার বার।
প্রভু-মুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ॥

শ্রীমৎ হরিদাস আজীবন তিনলক্ষ নাম করিতেন কিন্তু মহা নির্য্যাণের সময়ে শ্রীনাম-ঘন-সার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তনু-ত্যাগ করিলেন। নিষ্ঠাবান শ্রীগৌরভক্ত মাত্রেরই এই পন্থা। এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে একটী সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়; তাহা এই—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন॥
কৃষ্ণে যদি ছুটে ভক্তে ভক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেম ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥
কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিতে অপরাধীর না হয় বিকার॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণে ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভব-ক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামে ফল পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহু বার।
তবু যদি প্রেম নহে—নহে অশ্রুধার॥

তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ-নাম-বীজ তাহা না হয় অঙ্কুর॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈলে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥

এই বিশিষ্ট ভাব টুকুর জন্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদি লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ হইতে এই অংশ টুকু উদ্ধৃত করা হইল। শ্রীমৎ কৃষ্ণ দাস কবিরাজ মহোদয় সিদ্ধপুরুষ। তাঁহার বাক্য তর্কাতীত। মহানুভাবের সিদ্ধান্ত তর্কের অগোচর। ফলতঃ শ্রীশ্রীগৌর-নাম-কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের অর্চ্চন ও তাঁহার নাম-জপন,—শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদগণ দ্বারাও অনুষ্ঠিত হইত। তদনুচর নিষ্ঠাবান্ ভক্তগণ শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈত-গদাধর-শ্রীনিবাস সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও ষড়্গোস্বামিমহানুভবগণ ও শ্রীমদ্ ব্রহ্ম হরিদাস মহোদয় প্রভৃতির অনুচরগণ অদ্যাপি বিবিধরূপে শ্রীগৌর উপাসনায় শ্রীগৌর-ভক্তি-প্রবাহ সংরক্ষণ করিতেছেন। পাঠের পূর্ব্বে শ্রীগৌর-বন্দনা, শ্রীনাম-কীর্ত্তন এবং শ্রীরসকীর্ত্তনের পূর্ব্বে শ্রীগৌর-কীর্ত্তন একবারেই সুদৃঢ় নিয়মে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলকীর্ত্তন ও কেবল শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ-নাম-কীর্ত্তন,—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে সবিশেষ সুবিধা এই যে নামাপরাধের আশঙ্কা নাই। শুনা যায়, নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও, প্রেম প্রদান করিতে সমর্থ নহেন।

বহু জন্মে করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন॥

এই উক্তি নামাপরাধের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। হরি-নামোচ্চারণে সাত্ত্বিক বিকারযুক্ত হওয়া—শুদ্ধ জীবেরই স্বভাব। শ্রীভাগবত বলেন :—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্ গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ। ২।৩।২৪

অর্থাৎ বহুবার হরি নামোচ্চারণ করিলেও যাঁহার সাত্বিক বিকারজনিত নয়নে জল ও দেহ রোমাঞ্চাদি না হয় তাহার হৃদয় পাষণসার তুল্য বুঝিতে হইবে।

তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ-নাম-বীজ তাহা না হয় অঙ্কুর॥

ইহা তো অতি সত্য কথা। এই কষ্টি-পাথরেই আমাদের ন্যায় জীব সকলের পরীক্ষা। নামাপরাধীর পক্ষে সাত্বিক বিকার সম্ভবপর নহে। যাঁহারা নামের নিকট, সেবার নিকট ও বৈষ্ণবের নিকট অপরাধী, শ্রীনামগ্রহণে তাহাদের সাত্বিকবিকার জন্মে না প্রেমলাভও হয় না।

নাম-অপরাধ।

নামাপরাধ-সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ বলেন—যথা, পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীমৎ সনৎকুমারের উক্তি—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমাপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্॥
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণ-নামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরি-নামাহিতকরঃ॥

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতি-শাস্ত্র-নিন্দনং
তথার্থবাদো হরি-নাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈ র্হি শুদ্ধিঃ।
ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি সর্ব্ব-
শুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।

অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিব নামাপরাধঃ।
শ্রুতেঽপি নাম মাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিবিরহিতো নরঃ
'অহং মমাদি'-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥

এই নামাপরাধ দশ প্রকার—

১। সাধু নিন্দা,—সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেরই নিন্দা দ্বারা নামাপরাধ ঘটে। কেন না শ্রীনাম সাধু ব্যক্তিগণের শ্রীমুখ হইতেই খ্যাতি বা বিস্তৃতি প্রাপ্ত হন। যাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে নামের উদ্ভব—নাম তাঁহাদের নিন্দা সহ্য করিবেন কেন?

২। শিব ও বিষ্ণুর গুণ নামাদির ভিন্ন ভাবে ভাবনা। অর্থাৎ শিব নামাদি বিষ্ণুর তদীয়ত্ব ভাবে ভাবনা করা কর্ত্তব্য কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে নহে। এ বিষয়ে সবিশেষ বিচার ভক্তি-সন্দর্ভে দ্রষ্টব্য।

৩। গুরুর প্রতি অবজ্ঞা—ইহাও অবশ্যই নামাপরাধ। শ্রীহরি ভক্তি বিলাসে গুরু-পূজা প্রকরণে সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

৪। শ্রুতি শাস্ত্র নিন্দন—ধর্ম্ম শাস্ত্রসমূহের নিন্দা।

৫। হরি নামে অর্থবাদ কল্পনা—শাস্ত্র সমূহে হরি নামের অতি অদ্ভুদ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সকল বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া উহাদিগকে কেবল রোচনার জন্য অবান্তর অফলপ্রদ স্তুতি বা প্রশংসাবাদমাত্র বলিয়া মনে করা। ইহা অতি বিষম অপরাধ।

শ্রীহরি-ভক্তি বিলাসের কারিকা—

ঈদৃশে নাম-মাহাত্ম্যে শ্রুতিস্মৃতি বিনিশ্চিতে।
কল্পয়ন্ত্যর্থ-বাদং যে তে যান্তি ঘোর যাতনাম্॥

অর্থাৎ ঈদৃশ হরিনামে যাহারা অর্থবাদ কল্পনা করে, তাহারা ঘোরতর যাতনা প্রাপ্ত হয়। যথা কাত্যায়ন সংহিতায়—

অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যানাং নিরয়ে পতিত স্ফুটম্॥

যে ব্যক্তি হরিনামে অর্থবাদের আশঙ্কা সম্ভাবনা করে সে মনুষ্য মধ্যে পাপিষ্ঠ, তাহাকে নিশ্চয়ই নরকে যাইতে হইবে।

ব্রহ্ম-সংহিতায় বৌধায়ন প্রতি ব্রহ্মবাক্য—

যন্নাম কীর্ত্তন ফলং বিবিধং নিশম্য
ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্,
যো মানুষ স্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি
সংসার-ঘোর-বিবিধার্ত্তি-নিপীড়িতাঙ্গম্।

যে ব্যক্তি নাম-কীর্ত্তনের বিবিধ ফল শুনিয়া ঐ সকলে বিশ্বাস না করিয়া কেবল অর্থবাদ বলিয়া মনে করে, তাহাকে আমি নানা প্রকার ক্লেশে প্রপীড়িত করিতে করিতে দুঃখময় নরকে নিক্ষেপ করি।

জৈমিনি-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেষু নাম-মাহাত্ম্য-বাচিষু।
যোঽর্থবাদ ইতি ব্রূয়ুর্ন তেষাং নিরয়-ক্ষয়॥

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিতে নাম মাহাত্ম্য-বাক্য প্রচুর আছে। যাহারা বলে সে সকল অর্থবাদ মাত্র, তাহাদের জন্য অনন্ত নরক বিহিত হইয়াছে।

৬। হরি নামে কল্পন—অর্থাৎ নামের প্রকৃত মাহাত্ম্য পরিত্যাগ করিয়া দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ বৃথা অন্য অর্থ-কল্পনা।

শ্রীপাদ সনাতন টীকায় প্রথমতঃ লিখিলেন অর্থবাদো য স্তস্য কল্পনম্। কল্প্যতে ইতি পাঠঃ। তৎপরে লিখিলেন—'তন্মাহাত্ম্যার্থ-পরিত্যাগেন দুর্ব্বুদ্ধ্যা বৃথার্থকল্পনা চ নামোঽপরাধঃ।'

৭। নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি—অর্থাৎ 'নামের যখন এইরূপ শক্তি আছে যে সকল পাপই নাম বলে নষ্ট হয়, তখন আমি অনায়াসেই পাপ করিতে পারি।' এরূপ মনে করাও অপরাধ।

৮। অন্য শুভ কার্য্যাদির সহিত নামের তুলনা। শত অশ্বমেধের ফল ও নামের সহিত তুলিত হইতে পারে না। ইতঃপূর্ব্বে "ন তুলিতঞ্চ তুলায়াম্" পদ্যাবলী ধৃত এই পদ্যে তাহার ব্যক্ত হইয়াছে।

৯। শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা।

১০। নাম মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস।

নাম মাহাত্ম্যে শ্রবণ করিয়াও যাহাদের নাম গ্রহণে প্রবৃত্তি হয় না তাহাদিগকে নামোপদেশ দিতে নাই।

দশবিধ নামাপরাধের সম্বন্ধে শ্রীহরি ভক্তিবিলাসের টীকায় কিঞ্চিৎ বিচার দৃষ্ট হয়। ১। সাধুনিন্দা ২। শিব বিষ্ণুতে ভেদ ভাব। ৩। গুরুর অবজ্ঞা ৪। ধর্ম্মশাস্ত্র নিন্দা। ৫ম অর্থবাদ—এখানে 'তথার্থ বাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।' এস্থলে অর্থবাদ-কল্পনা এ অর্থও হয় অথবা প্রকারান্তে অর্থকল্পনা করা,—তাহাও আর একটি অপরাধ মধ্যে গণ্য করা হয়। ১৮৫ অঙ্ক ধৃত পদ্যে ধর্ম্মাদীনাং সর্ব্বাসাং শুভক্রিয়ানাং সাম্যং নাম্না তুল্যত্বমপি প্রমাদঃ—অপরাধঃ। অর্থাৎ ধর্ম্মাদি সর্ব্ব শুভক্রিয়ার সহিত নামের তুল্যত্ব একটা প্রমাদ অর্থাৎ অপরাধ। আবার নামে প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা—সেও আর একটি অপরাধ। সুতরাং এখানেও অর্থবাদাদির ন্যায় দুইটি অপরাধ দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে কল্পনের অপর অর্থ না ধরিয়া হরিনামের অর্থবাদ কল্পন ব্যাপার একটি মাত্র অপরাধ ধর্ত্তব্য হইবে। এই শ্লোকে যে 'শিব' শব্দ আছে, তাহা শ্রীভগবানের সহিত শিবের অভেদে উক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিষয়ভোগাসক্ত ব্যক্তির হরিনামে প্রীতির অভাব ও নামে অরুচি ইহাও একটা অপরাধ।

'ধর্ম্মব্রত ত্যাগ হইতে প্রমাদ' পর্য্যন্ত একটা অপরাধ। অনবধানতা স্বতন্ত্র অপরাধ নহে। বদ্ধ জীব কেবল আমি আমার ভাবিয়াই দিনযাপন

করে, নামে কখনও প্রীতিভাবাপন্ন হয় না—উহা আর একটি অপরাধ। এই রূপে শ্রীনামের নিকটে দশ অপরাধ নির্ণীত হইয়াছে। প্রীতিরহিত ব্যক্তি অধম অপরাধী, এ অর্থও হইতে পারে। আবার বিষয়ীর কথা ত্যাগ করিয়া এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে—

"নাম্ন্যেব বিষয়ে যোঽহং মমতাদি পরমঃ।"

অর্থাৎ 'আমি বহুতর নাম কীর্ত্তন করি, আমি চারিদিকে নাম কীর্ত্তন প্রচার করিতেছি, আমার মত নাম সাধক আর কে আছে?' এইরূপ ব্যক্তিও নামাপরাধী। এইরূপ ব্যক্তিদের জন্যই শ্রীভগবানের 'তৃণাদপি' শ্লোকের উপদেশ।

নাম-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত।

নিরন্তর নাম গ্রহণ ভিন্ন নাম-অপরাধের আর কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই।

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরানিচ॥

নামাপরাধে অবিশ্রান্ত নাম-গ্রহণেই অপরাধের শান্তি হয়। এই সকল নামাপরাধ হইতে বিমুক্ত থাকিয়া শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহাই পরম সাধন। নামাপরাধ না থাকিলে নামে সাত্ত্বিক বিকার অবশ্যম্ভাবী—শ্রীশ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মে প্রেমলাভই পঞ্চম পুরুষার্থ। ইহাই জীবের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতম প্রয়োজন। শ্রীনাম-সাধনে সেই প্রেম প্রাপ্তি—অবশ্যম্ভাবিনী।

এই কলিযুগে শ্রীনাম-সাধনই যে শ্রেষ্ঠতম সাধন এবং ইহাতেই যে জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত এবং সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের সদাচারপরায়ণ সাধুগণের সর্ব্বথা স্বীকৃত।

নাম এব পরং ব্রহ্ম নাম এব পরাগতিঃ।
নাম এব পরা শান্তিঃ গোবিন্দ-প্রেম এব চ॥
তস্মাদ্ভজস্ব নামানি গোবিন্দস্য সদৈব হি।
ভক্ত্যা পরময়া যত্নাৎ শুদ্ধয়াচ শুচিব্রতঃ॥

নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার।
কলিযুগে নাম ভিন্ন গতি নাহি আর॥
নামে শান্তি, নামে সুখ, আনন্দ অক্ষয়।
নাম হতে হয় ভব-যাতনার ক্ষয়॥
নামেতে উপজে প্রেম গোবিন্দ চরণে।
কৃষ্ণ হন বশীভূত নামের সাধনে॥
সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
সুশাস্ত্র প্রমাণময় শ্রীগৌর-বচন॥

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-চরণে সমর্পিতমস্তু।

ভক্তপ্রবর মহাত্মা শ্রীমৎ দুর্গাপ্রসন্ন সাহা মহানুভবের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্ত।

যাঁহার সুপবিত্র নামের স্মৃতি সংরক্ষণার্থ এই শ্রীনাম-মাধুরী গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, তাহার নাম শ্রীমৎ দুর্গাপ্রসন্ন সাহা—অপর নাম শ্রীমৎ রাধাগোবিন্দ সাহা। ইনি সৌসাধুকুলোদ্ভব ১৭৭৪ শকাব্দের ১লা ভাদ্র তারিখে পাবনা সহরে নিজ বাটীতে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম কৃষ্ণসুন্দর সৌসাধু, পিতামহের নাম মুচিরাম সৌসাধু, প্রপিতামহের নাম—নিহালচন্দ্র সৌসাধু। নিহাল সাহা মহাশয় ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে বৈশ্যকাণ্ডে লিখিত আছে—"এই বংশ বহুকাল হইতে পাবনা নগরে বাস করিয়া আসিতেছেন। ইহাদের মধ্যে নিহালচন্দ্র সাহা ও তৎপুত্র মুচিরাম সাহার নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিহালচন্দ্র সাহা অতিশয় দানশীল, অতিথিবৎসল ও স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। সাধুসন্ন্যাসী ও দরিদ্রদের সেবা তাঁহার নিত্য কার্য্য ছিল। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকার যে সকল গৃহে সাধু সন্ন্যাসীরা ধুনি জ্বালিয়া দিবারাত্র অবস্থান করিতেন তাহা এখনও বর্ত্তমান। পাবনার নিকটবর্ত্তী জহিরপুর গ্রামের প্রকাণ্ড দীঘী তাঁহার অতিথি-সেবার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদি

এখনও বর্ত্তমান। তাঁহারই যত্নে পাবনা নগরের মধ্যস্থলে নরসিংহজীর শ্রীবিগ্রহ এবং অতিথিশালা স্থাপিত হইয়াছে। দুর্গাপূজার চারি দিন মুচিরাম একবারে উপবাসী থাকিতেন কখনও তৃষ্ণা হইলে মায়ের সম্মুখে ডাব চিনি দান করিতে বলিতেন। শুনা যায় এই প্রগাঢ় ভক্তির গুণে তাঁহার পিপাসার নিবৃত্তি হইত।"

এই ধর্ম্মশীল সদ্‌বংশে ৺দুর্গাপ্রসন্ন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার হৃদয়ে তদীয় পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মাদের গুণসমূহ সম্যক্‌রূপে সঞ্চারিত হইয়াছিল। বিশ্বস্তসূত্রে ইহার সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তের যে কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইয়াছে নিম্নে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে :---

ডাক্তার দুর্গাপ্রসন্ন সাহা মহাশয় ১৭৭৪ শকাব্দের ১লা ভাদ্র তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাং ১৩২৬ সাল আষাঢ় মাসে একাদশী তিথিতে রাত্রি প্রায় ১২ টার সময় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি অতি প্রথম জীবনে নব্য শিক্ষিতদের ন্যায় যেন ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইতে ছিলেন। কিন্তু উৎশৃঙ্খল বা স্বাভাবিক কোন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী ছিলেন না। ২৫ হইতে ২৮ বৎসর বয়সের মধ্যেই ৺মদন গোপাল গোস্বামি মহাশয়ের সঙ্গগুণে নৈষ্ঠিক শাস্ত্রানুযায়ী সদাচারী ভক্ত হইয়া উঠেন এবং উহা জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত প্রাণপণে পালন করেন। তাঁহার ডাক্তারি ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি ও সুযশ ছিল, কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী প্রভৃতি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। যদিও ঐ ডাক্তার মহাশয় শাক্ত এবং ইনি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব তবুও তাঁহাদের নিষ্ঠাগত সরলতা ও আন্তরিক ভালবাসার গুণে উভয়ে আজীবন বন্ধুত্ব ও পরস্পর সহায়তা করিতে কোন বিষয়েই ত্রুটী করিতেন না। তিনি কখন কখন কর্কশ কথা বলিতেন, কিন্তু কার্য্যে বহু লোকেরই উপকার করিতেন। তাঁহার মাতুলের গ্রাম সাহাপুরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। ঐ গ্রামের অতিহীন বা দরিদ্র ব্যক্তিও পাবনাতে আসিলে দুর্গাপ্রসন্ন বাবুর বাটীতে আশ্রয় ও প্রত্যেক বিষয়ে যথাসম্ভব সাহায্য পাইতেন। যখন তাঁহার উন্নতির সময় ছিল, তখন সাহাপুর হইতে পাবনা যাতায়াত করিতে যাঁহারা এই ডাক্তার বাবুর নাম করিতেন তাঁহারাই বিনা পয়সায় খেয়া নৌকা পার হইয়া আসিতে পারিতেন। কারণ ঐ ডাক্তার বাবু মাসিক ঐরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেন। কোনও ব্যক্তির কাতর

সংবাদ পাইবামাত্র নিজে পাল্কী করিয়া আত্মীয় জ্ঞানে ঐ মাতুলালয় গ্রামে চিকিৎসা করিতে যাইতেন এবং রোগ কিছু উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত পাবনাতে ফিরিতেন না। তিনি অতিথিবৎসল এবং আজীবন সাধু বৈষ্ণব সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীদ্বিজপ্রসন্ন সাহা। ঐ পুত্রের শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠ্যাবস্থায় এবং তৎপূর্ব্বেও ১০।১৫ বৎসর কাল অতিকষ্টে ডাক্তার বাবুকে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। তথাপি একদিনের জন্যও সৎদান, সদাচার, সাংসারিক মাঙ্গলিক-ক্রিয়াদি ও পূজাপার্ব্বণাদি একবৎসরের জন্যও ত্রুটী করেন নাই। তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে সাধু বৈষ্ণবদিগকে সেবা করিতেন। শেষ জীবনের ৩।৪ বৎসর কাল তাঁহার বাটীতে শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী, নদীয়ালাল গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ (রাজর্ষি বনমালী রায়বাহাদূরের দেওয়ান) শ্রীযুক্ত বনমালী মজুমদার প্রভৃতি ভক্তগণ প্রতি একাদশীতে সমস্ত রাত্রি হরিনাম ও পাঠ কীর্ত্তনাদি করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র এক্ষণে উপযুক্ত হওয়া নানাস্থানে কার্য্যাদি করিতেছেন এবং এক পুত্র বাটীতে পৈত্রিক কিঞ্চিৎ বিষয়াদি রক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করেন। চারি কন্যার মধ্যে দুই কন্যা শ্রীমতী হৃদয়মোহিনী দাসী ও শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া রায় চৌধুরাণী এক্ষণে জীবিতা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺কাশীনাথ প্রসাদ সাহা মহাশয় পোষ্টমাষ্টার কার্য্য করিয়া শেষ জীবন পেন্সেন্ উপভোগ করিতেন এবং পাবনার ভগবদ্ভক্তি প্রদায়িনী সভার সহকারী সম্পাদকের কার্য্য প্রায় ২০।২১ বৎসর করিয়াছিলেন তিনি নৌকাযোগে পাবনা হইতে মৃত্যু সময়ে দেহত্যাগ করিতে নবদ্বীপধামে যান এবং সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। কলির একমাত্র গতি শ্রীশ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন প্রতি রবিবারে রাত্রিতে এক্ষণেও ঐ ডাক্তার বাবুর বৈঠকখানাতে পুত্রগণ দ্বারা হইয়া থাকে। উহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রায় ৮০ বৎসর কাল শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষকতা ও এসিষ্টাণ্ট প্রফেসারের কার্য্য করিয়া গঞ্জাম জিলাতে প্রায় ১০ বৎসরাধিক ওভারশিয়ারের কার্য্য করিতেছেন। দ্বিজপ্রসন্ন বাবুও সরল সদাশয় ও নিষ্ঠাবান ভক্ত।